মৃধে (যুধে) অসুরান্ বিনির্জ্জিত্য ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে (লেভে) ।। ৪১-৪২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—(হে পরীক্ষিৎ,) যে ব্যক্তি ভয় উপস্থিত হইলে এই নারায়ণ-কবচ শ্রবণ করেন, কিম্বা যে ব্যক্তি ইহা শ্রদ্ধার সহিত ধারণ করেন, তিনি সমস্ত লোকের পূজ্য এবং সর্ব্ব-ভয় হইতে মুক্ত হন ।

শতক্রতু (ইন্দ্র) বিশ্বরূপের নিকট হইতে এই বিদ্যা লাভ করিয়া অসুরগণকে পরাজয়-পূর্ব্বক ত্রিভুবনের সম্পদ্ ভোগ করিয়াছিলেন ।। ৪১-৪২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্ব—

গুরুশিষ্যয়োরযোগ্যত্বাদ্গুরুবৃত্তেরপূর্ত্তিতঃ ।
অপ্রসাদাদ্গুরোর্ব্বিদ্যা ন যথোক্তফলপ্রদা ।।

ইতি চ ।

বিদ্যাঃ কর্ম্মাণি চ সদাগুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ ।

ইতি তন্ত্রসারে ।। ৪২ ।।

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত ।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ-বধ ও তজ্জন্য বিশ্বরূপ-পিতা ত্বষ্ট্রার যজ্ঞে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি এবং তন্নিমিত্ত ভীত হইয়া দেবগণের ভগবানের স্তব বর্ণিত হইয়াছে ।

দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের গোপনে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদানরূপ কপটধর্ম্ম জানিতে পারিয়া তাহার মস্তক ছেদন করেন । বিশ্বরূপ-বধজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপক্ষালন করিতে সমর্থ হইলেও দেবরাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুতাপসহকারে ঐ পাপগ্রহণপূর্ব্বক সম্বৎসর পরে উহা ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন । ভূমি যে ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই অদ্যাপি উষর ভূমিরূপে দৃষ্ট হয় । বৃক্ষ যে ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই অদ্যাপি বৃক্ষের নির্য্যাসরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া বৃক্ষনির্য্যাস-পান নিষিদ্ধ । স্ত্রীগণের মধ্যে ঐ পাপ রজোরূপে দৃষ্ট হয় ; তজ্জন্য রজঃস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা । জলে ঐ পাপাংশ বুদ্বুদ্ফেনরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া ফেনযুক্ত জল অব্যবহার্য্য ।

বিশ্বরূপ নিহত হইলে তাহার পিতা ত্বষ্ট্রা ইন্দ্রবধ-কামনায় যজ্ঞ করে । কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে মন্ত্রের স্বরক্রমাদির ব্যতিক্রম হইলে তদ্বিপরীত ফল হইয়া থাকে ত্বষ্ট্রার যজ্ঞেও তাহাই হইল । অর্থাৎ ত্বষ্ট্রা ইন্দ্রশত্রু-বর্দ্ধন-কামনায় যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করি-লেন, তাহাতে ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধিত না হইয়া, ইন্দ্র যাহার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইল । সেই বৃত্রাসুরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া-ছিল । তাহার প্রভাবে দেবগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন । তৎকালে তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপতি, বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার, সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও একমাত্র ভয়ত্রাতা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । কেননা ভয় নিবারণের নিমিত্ত ভগবদ্ ভিন্ন অন্য দেবতার শরণাপন্ন হওয়া

কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন-পূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার ন্যায় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।

ভগবান্ দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অথর্ব্বপুত্র দধীচিমুনির নিকট তাঁহার দেহ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সেই দধীচিমুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রে বৃত্রাসুর নিহত হয়।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভারত, তস্য বিশ্বরূপস্য সোমপীথং (সোমস্য পীথং পানং যস্মিন্ তৎ) সুরাপীথম্ (সুরায়াঃ পীথং পানং যস্মিন্ তৎ) অন্নাদম্ (অন্নম্-অত্তীতি অন্নাদম্) ইতি ত্রীণি শিরাংসি আসন্ (ইতি বয়ং) শুশ্রুম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—হে পরীক্ষিৎ, সেই দেবপুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল ; একটীর নাম "সোমপীথ"—ইহার দ্বারা তিনি সোমরস পান করিতেন ; অন্যটীর নাম "সুরাপীথ"—তাহা দ্বারা সুরাপান করিতেন, অপরটীর নাম "অন্নাদ"—তদ্দ্বারা অন্নভোজন করিতেন, এইরূপ শাস্ত্রে শুনা যায় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিশ্বরূপমহন্ শক্রস্ত্বষ্টা বৃত্রমজীজনৎ।
দেবৈস্ততো হরির্বজ্রপ্রাপ্তিং নবম উচিবান্ ॥

সোমস্য পীথং পানং যস্মিন্ তৎ, অন্নমত্তীতি অন্নাদম্। অত্র বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবনামাসীদিতি শ্রুতিরনুসন্ধেয়া ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করেন, ত্বষ্টা বৃত্রাসুরকে উৎপাদন করেন, এবং দেবগণের দ্বারা স্তুত হইয়া শ্রীহরি বজ্রপ্রাপ্তির উপায় বলেন—ইহা নিরূপিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'সোমপীথং'—যাহার দ্বারা বিশ্বরূপ সোমরস পান করিতেন, তাহা। যাহার দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন, তাহা 'অন্নাদ'। এই স্থলে 'ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন'—এইরূপ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

স বৈ বর্হিষি দেবেভ্যো ভাগং প্রত্যক্ষমুচ্চকৈঃ।
অদদদ্‌যস্য পিতরো দেবাঃ সপ্রশ্রয়ং নৃপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, যস্য দেবাঃ পিতরঃ (ভবন্তীতি-শেষঃ) স বৈ (বিশ্বরূপঃ) বর্হিষি (যজ্ঞাগ্নৌ) প্রত্যক্ষং (প্রকটং) সপ্রশ্রয়ং (সবিনয়ং যথা ভবতি তথা) দেবেভ্যঃ ভাগং (হবির্ভাগম্, ইন্দ্রায় ইদম্, অগ্নয়ে ইদম্ ইতি (উচ্চকৈঃ অদদৎ (উচ্চারয়ন্ দদৌ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, দেবগণ বিশ্বরূপের পিতৃপুরুষ-বলিয়া বিশ্বরূপ প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সহিত "ইন্দ্রায় ইদম্" "অগ্নয়ে ইদম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেঃ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাসুরপক্ষপাতমাহ—স বা ইতি দ্বাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং প্রকটং যথা ভবতি তথা সবিনয়ং দেবেভ্যো হবির্ভাগং ইন্দ্রায়েদং অগ্নয়ে ইদমিতি উচ্চৈরদদৎ। তত্র হেতুঃ। যস্য পিতরো দেবাঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার অসুর-পক্ষপাতিত্ব বলিতেছেন—'স বা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'প্রত্যক্ষং'—তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিনয়সহকারে দেবগণের উদ্দেশ্যে 'ইন্দ্রের এই ভাগ, অগ্নির এই ভাগ'—এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। তাহার কারণ তাঁহার পিতৃপুরুষ দেবগণ ॥ ২ ॥

স এব হি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি।
যজমানোঽবহদ্ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মাতৃস্নেহবশানুগঃ (মাতুঃ রচনায়াঃ দৈত্যেষু স্নেহেন তদ্বশমনুগচ্ছতীতি মাতৃপক্ষপ্রিয়ঙ্করঃ) স এব বিশ্বরূপঃ দেবান্) যজমানঃ (তদুদ্দেশকং যজ্ঞং কুর্ব্বন্ অপি) অসুরান্ প্রতি (দেবানাং দৃষ্টিং বঞ্চয়িত্বা) ভাগম্ অহবৎ (ররক্ষঃ) ; পরোক্ষং (যথা গুপ্তং ভবতি তথা) ভাগং (তেভ্যঃ অসুরেভ্য যজ্ঞভাগং) দদৌ (কেনাপি উপায়েন প্রাপয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এদিকে দেবতাদিগের যজ্ঞ করিতে করিতে বিশ্বরূপ, মাতৃস্নেহবশতঃ অর্থাৎ মাতৃসম্বন্ধী মাতামহপক্ষীয় অসুরগণের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন দেবতাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে গুপ্তভাবে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ দান করিতেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরোক্ষং দেবানাং দৃষ্টিং বঞ্চয়িত্বা দ্বিত্রবারং নীচৈরিত্যর্থঃ। দদৌ দত্ত্বা চ ভাগং অব-

হৎ পরোক্ষমেব প্রাপয়ামাসেত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ মাত্রিতি যস্যাসুরা মাতামহা ইত্যর্থঃ। ভীতঃ অসুরবলোদ্ভবং বিভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরোক্ষং'—পরোক্ষে অর্থাৎ দেবগণের দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া গোপনে দুই তিনবার নীচ স্বরে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ দান করিতেন। 'দদৌ'—ঐ যজ্ঞভাগ অতি গোপনেই অসুরগণের নিকট প্রেরণ করিতেন—এই অর্থ। তাহার কারণ বলিতেছেন—'মাতৃস্নেহ-বশানুগঃ'—মাতৃ-স্নেহবশতঃ অর্থাৎ অসুরগণ তাঁহার মাতামহ ছিলেন—এই অর্থ। 'ভীতঃ'—ইন্দ্র ভীত হইয়া (ইহা চতুর্থ শ্লোকের বিষয়), অর্থাৎ ইহাতে অসুরগণের বল বৃদ্ধি হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া, এই অর্থ ॥ ৩ ॥

তদ্দেবহেলনং তস্য ধর্ম্মালীকং সুরেশ্বরঃ।
আলক্ষ্য তরসা ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্রুষা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিশ্বরূপস্য) তৎ (অসুরেভ্যঃ হবির্দান-লক্ষণং) দেবহেলনং (দেবাপরাধং) ধর্ম্মালীকং (ধর্ম্মে অলীকং কাপট্যং চ) আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) সুরেশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ) ভীতঃ (এবম্ অয়ম্ অসুরান্ বর্দ্ধয়িত্বা অস্মান্ ঘাতয়িষ্যতীতি শঙ্কিতঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) তরসা (বেগেন) তচ্ছীর্ষাণি (তস্য শীর্ষাণি) অচ্ছিনৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—একদা দেবরাজ বিশ্বরূপের দেবতাদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অসুরগণকে যজ্ঞভাগ প্রদানরূপ কপটকর্ম্ম অবলোকন করিয়া অসুরগণের ভাবী অভ্যুত্থান-চিন্তায় ভীত এবং বিশ্বরূপের তাদৃশ অপরাধে তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সবেগে মস্তকত্রয় ছেদন করিলেন ॥ ৪ ॥

সোমপীথন্তু যৎ তস্য শির আসীৎ কপিঞ্জলঃ।
কলবিঙ্কঃ সুরাপীথমন্নাদং যৎ স তিত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ শিরঃ তস্য সোমপীথম্ আসীৎ (তৎ) কপিঞ্জলঃ (তন্নামকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভূৎ); সুরাপীথং (শিরঃ) কলবিঙ্কঃ (তন্নামকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভূৎ); অন্নাদং যৎ (শিরঃ) তিত্তিরিঃ (তন্নামকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভূদিতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহার সোমপীথ-নামক মস্তকটী কপিঞ্জল-পক্ষী (চাতক), সুরাপীথ-নামক মস্তকটী কলবিঙ্কপক্ষী (চটকপক্ষী), তাহার অন্নাদ-নামক মস্তকটী তিত্তিরিপক্ষী হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মহত্যামঞ্জলিনা জগ্রাহ যদপীশ্বরঃ।
সংবৎসরান্তে তদঘং ভূতানাং স বিশুদ্ধয়ে ॥
ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদপি (ইন্দ্রঃ) ঈশ্বরঃ ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্মহত্যাজন্যপাপক্ষালনে সমর্থঃ তথাপি ত্রৈলোক্যাধীশ্বরত্বাৎ ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রাবল্যাৎ চ তাম্) অঞ্জলিনা (হস্তদ্বয়েন জাতত্বাৎ তেনৈব) জগ্রাহ (স্বরম্ অনুতাপাদিকং কৃত্বা গৃহীতবান্; এবম্ অনুতাপেন ক্ষীণপাপঃ সন্) সঃ হরিঃ (ইন্দ্রঃ) সংবৎসরান্তে (সংবৎসরপর্য্যন্তং তথৈব বিগীতঃ স্থিত্বা তদন্তে) ভূতানাং (স্বশরীরারম্ভকমহাভূতানাং) বিশুদ্ধয়ে (অথবা প্রাণিনাং মধ্যে স্ববিশুদ্ধয়ে লোকাপবাদপরিহারায়ঃ ইত্যর্থঃ) তদঘং (ব্রহ্মহত্যারূপং পাপং) ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যঃ চতুর্ধা ব্যভজৎ (বিভজ্য দদৌ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যদ্যপি দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের বধজনিত ব্রহ্মহত্যাপাপ ক্ষালন করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুতাপাদি সহকারে ঐ পাপ গ্রহণ করিলেন; এইরূপ ভাবে সম্বৎসরকাল অতীত হইলে স্বকীয় দেহারম্ভক মহাভূতসমূহের বিশুদ্ধির জন্য অথবা লোকাপবাদ পরিহারার্থ ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে চারিভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আকস্মিকাভ্যাং ক্রোধভয়াভ্যাং তং হত্বৈবাহো হন্ত মহাপাপং বুদ্ধিপূর্ব্বকমেবাকরবং মহানীচো ন জানে কুত্র বা নরকে পতিষ্যামি তদেতৎ সমুচিতং ফলং শীঘ্রমেব লভেয়েত্যনুতাপপুঞ্জে নিমমজ্জেত্যাহ—ব্রহ্মেতি। স্ব-তেজসা মাং জ্বালয়েতি ভাবঃ। যদ্‌যস্মাৎ অধি অধিকৃতভক্ত ঈশ্বরবিভূতিরূপস্তস্মাৎ কথমেবং বিকর্ম্মণা অনুতাপং ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। এবমনুতাপেন ক্ষীণপাপবেগঃ সংবৎ-

সরপর্য্যন্তং তথৈব বিগীত এব স্থিত্বা তদন্তে ভূতানাং স্বদেহস্থ-ভূতানাং পৃথিব্যপ্তেজো-বায়ূনাং ব্রহ্মহত্যয়ৈবা-পবিত্রীকৃতানাং বিশুদ্ধয়ে তদঘং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ, আকাশস্যাপাবিত্র্যাসম্ভবাৎ চতুর্ণামেব ভূতানাং শুদ্ধয়ে চতুর্দ্ধেতি ন্যায়ঃ। তেনান্তঃকরণগতমঘন্ত সূক্ষ্মরূপেণ তস্থাবেব যদেব বীজং পুনরপি বৃত্রবধেন ব্রহ্মহত্যাং জনয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকস্মিক ক্রোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াই, 'হায়! আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক এইরূপ মহাপাপ করিলাম, আমি অতি নীচ, জানি না ইহাতে কোন্ নরকে নিপতিত হইব, অতএব ইহার সমুচিত ফল শীঘ্রই লাভ করিব' —এইরূপ অনুতাপানলে নিমজ্জিত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মহত্যাম্' ইত্যাদি। এই ব্রহ্মহত্যা হস্ত দ্বারা কৃত হইয়াছে, এইজন্য সেই ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ ইন্দ্র অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ উহা নিজ তেজে আমাকে প্রজ্জ্বালিত করুক—এই ভাব। 'যদপীশ্বরঃ'—দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পাপের নিবারণে সমর্থ হইয়াও, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের বিভূতিরূপ বলিয়া অধিকৃত-ভক্ত, অতএব এইরূপ বিকর্ম্মের দ্বারা কিজন্য অনুতাপ করিবেন না—এই ভাব। এইরূপ অনুতাপের দ্বারা পাপবেগ ক্ষীণ হওয়ায়, তিনি সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত সেইরূপ নিন্দিত থাকিয়া, পরিশেষে 'চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ'—ঐ পাপকে চারিভাগে ভাগ করিয়া দিলেন। 'ভূতানাং'—নিজ দেহস্থিত পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি সূক্ষ্মভূতের ব্রহ্মহত্যার দ্বারা অপবিত্র হওয়ায়, তাহার বিশুদ্ধির নিমিত্ত সেই পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এখানে জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ হইলেও, আকাশের অপবিত্র হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া, ক্ষিত্যাদি চারিটি ভূতের শুদ্ধির জন্য চারি ভাগ, ইহা ন্যায্যই হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার অন্তঃকরণস্থিত পাপ কিন্তু সূক্ষ্মরূপে ছিলই, যাহা সেই পাপের বীজ, উহা পুনরায় বৃত্রবধের দ্বারা উৎপন্ন করাইবে—এই ভাব ॥ ৬ ॥

———

ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ।
ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—খাতপূরবরেণ বৈ (খাতস্য গর্ত্তস্য পূরঃ পূরণং তেন বরেণ যদি খাতস্য পূরণং স্বতঃ এব ভবিষ্যতি তর্হি হত্যাং গ্রহীষ্যামি ইত্যেবং ভাষাবন্ধ-রূপেণ ব্রহ্মহত্যায়াঃ) তুরীয়ং (চতুর্থং ভাগং) ভূমিঃ জগ্রাহ ভূমৌ (যৎ) ঈরিণম্ (ঊষরং) প্রদৃশ্যতে (তৎ) ব্রহ্মহত্যায়াঃ রূপম্ (এব জ্ঞেয়ম্; অতএব ঊষরে অধ্যয়নাদি-শুভক্রিয়া নিষেধঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ভূমিস্থিত খ্যাত (গর্ত্ত) স্বতঃই পূরণ হইবে—ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বর পাইয়া ভূমি ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; অদ্যাবধি ঐ পাপ ঊষরভূমিরূপে দৃষ্ট হয়; (এই-রূপ পাপযুক্ত বলিয়াই ঊষর ভূমিতে অধ্যয়নাদি শুভকর্ম্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে) ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তুরীয়ং চতুর্থভাগং খাতস্য গর্ত্তস্য পূরঃ পূরণং তেন বরেণ যদি খাতপূরণং স্বতএব ভবিষ্যতি তর্হি গ্রহীষ্যামীত্যেবং ভাষাবন্ধেন জগ্রাহে-ত্যর্থঃ। ঈরিণমূষরং অতএবোষরে অধ্যয়নাদি নিষি-ধ্যতে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুরীয়ং'—চতুর্থাংশ, অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ, 'খাতপূর-বরেণ'—গর্ত্তের পূরণ-রূপ বরের দ্বারা, অর্থাৎ যদি গর্ত্তের পূরণ আপনা হইতেই হয়, তাহা হইলে ঐ পাপের চতুর্থাংশের এক ভাগ গ্রহণ করিব—এইরূপ ভাষাবন্ধ বাক্যের দ্বারা ভূমি চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 'ঈরিণং' ঊষর, অর্থাৎ সেই পাপ অদ্যাবধি ভূমির মধ্যে ঊষরভাগরূপে দৃশ্য হয়। এইজন্য ঊষরভূমিতে বেদাধ্যয়নাদি পুণ্যকর্ম্ম নিষিদ্ধ ॥ ৭ ॥

———

তূর্য্যং ছেদবিরোহেণ বরেণ জগৃহুর্দ্রুমাঃ।
তেষাং নির্য্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রুমাঃ ছেদবিরোহেণ (ছেদে সতি বিরোহঃ পুনঃ প্ররোহঃ ভবতু ইতি) বরেণ তূর্য্যং (ব্রহ্মহত্যায়াঃ চতুর্থং ভাগং) জগৃহুঃ; (অদ্যাপি) তেষাং নির্য্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে (অতঃ নির্য্যাসভক্ষণনিষেধঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষগণ, ছিন্ন হইলেও পুনরায় উৎপন্ন হইবে—ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া

ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল ; অদ্যাপি বৃক্ষের নির্য্যাসরূপে ঐ পাপ দৃষ্ট হয়। (এই কারণেই বৃক্ষ-নির্য্যাস অভক্ষ্য) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ছেদে সতি পুনর্বিরোহঃ প্ররোহো ভবত্বিতি বরেণ নির্য্যাসেত্যত এব নির্য্যাসোঽভক্ষ্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছেদ-বিরোহেণ'—বৃক্ষের কোন অংশ ছিন্ন হইলেও ঐ অংশের পূরণ হইবে—এইরূপ বরের দ্বারা বৃক্ষ পাপের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। 'নির্য্যাস-রূপেণ'—অদ্যাবধি বৃক্ষের মধ্যে নির্য্যাসরূপে ঐ পাপ দেখা যায়, অতএব নির্য্যাস অভক্ষ্য ॥ ৮ ॥

শশ্বৎকামবরেণাংহস্তুরীয়ং জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ।
রজোরূপেণ তাস্বংহো মাসি মাসি প্রদৃশ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ শশ্বৎকামবরেণ (যাবৎ প্রসবং গর্ভানুপঘাতেনৈব সম্ভোগঃ স্যাৎ ইতি বরেণ) অংহঃ তুরীয়ং (পাপস্য চতুর্থং ভাগং) জগৃহুঃ ; তাসু (স্ত্রীষু অদ্যাপি) রজোরূপেণ মাসি মাসি অংহঃ (তৎ পাপং) প্রদৃশ্যতে ; (তথা চ রজোদর্শনে স্ত্রীস্পর্শাদি ন কার্য্যম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—নারীগণ, সর্ব্বকালে সম্ভোগ এমন কি গর্ভাবস্থায়ও গর্ভের অনপকারক সম্ভোগ করিতে পারিবে—এইরূপ বর লাভ করিয়া ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল ; অদ্যাপি প্রতিমাসে ঋতুকালে রজোরূপে ঐ পাপ দৃষ্ট হয়। (এই কারণেই রজস্বলা-স্ত্রী অস্পৃশ্যা) ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শশ্বৎকামঃ বহুসম্ভোগেঽপ্যলং বুদ্ধ্যভাবঃ। গর্ভবত্যা অপি গর্ভানপকারকসম্ভোগশ্চ স এব বরস্তেন রজ ইত্যত এব রজস্বলা অব্যবহার্য্যা॥৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শশ্বৎকামঃ'—বহুসম্ভোগেও বিতৃষ্ণা হইবে না, এমন কি গর্ভকালে সম্ভোগ করিলেও গর্ভের কোন বিঘাত হইবে না—এরূপ বর পাইয়া রমণীগণ ঐ পাপের একভাগ গ্রহণ করিয়াছিল। *মাসে মাসে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে রজোরূপে* সেই পাপ লক্ষিত হয়। এইজন্য রজস্বলা নারী ভগবৎ-সেবাদি কার্য্যে অব্যবহার্য্যা ॥ ৯ ॥

দ্রব্যভূয়োবরেণাপস্তুরীয়ং জগৃহুর্মলম্।
তাসু বুদ্বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং তদ্ধরতি ক্ষিপন্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—আপঃ (জলানি) দ্রব্যভূয়োবরেণ (যস্মিন্ দ্রব্যে ক্ষীরাদৌ আপঃ মিশ্রাঃ ভবেয়ুঃ তস্য ভূয়স্ত্বম্ আধিক্যং স্যাৎ ইতি বরেণ যদ্বা স্বস্যৈব নির্ঝরোদ্গমাদিনাভূয়স্ত্বং ভবতু ইতি বরেণ) তুরীয়ং (চতুর্থং ভাগং) মলং (পাপং) জগৃহুঃ ; তাসু (অপ্সু) বুদ্বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং (বুদ্‌বুদ্-ফেনাত্মকত্বেন লক্ষিতং পাপং) ক্ষিপন্ (জলাৎ বহিঃ প্রক্ষিপন্) তৎ হরতি (জলঃ পানীয়ম্ আহরতি; বুদ্বুদাদি-সহিতাহরণে তু পাপমেবাহরতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—জল যে সকল বস্তুতে (দুগ্ধাদিতে) মিশ্রিত হইবে, তাহারই আধিক্য ঘটিবে কিম্বা নির্ঝরোদ্গমাদি-দ্বারা বর্দ্ধিত হইবে এইরূপ বরলাভ করিয়া জলও ইন্দ্রকৃত পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। অদ্যাপি জলে ঐ পাপ বুদ্বুদ ও ফেনরূপে দৃষ্ট হয় ; বুদ্বুদ ও ফেনযুক্ত জল আহরণে পাপই আহরণ করা হয়। (অতএব বুদ্‌বুদ্ ও ফেনশূন্য জলই ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যাণাং ক্ষীরাদীনাং ভূয়ঃ ভূয়স্ত্বং অস্মৎ-সম্পর্কেণ বহুতরত্বমেবাস্মাকং বরস্তেন, দ্রবভূয় ইতি পাঠে দ্রবভূয়স্ত্বং সাংসিদ্ধিকদ্রবত্বং তেন তাস্বপ্সু বুদ্বুদফেনাভ্যাং তৎ মলং দৃষ্টম্। অতএব তৎ বুদ্বুদাদিকং ক্ষিপন্ দূরীকুর্ব্বন্ এব হরতি অপ আহরতি ন তু বুদ্বুদাদিযুক্তা ইত্যর্থঃ। যদি চ তদ্‌যুক্তা এব অপঃ কশ্চিদাহরতি তদা পাপমেবাহরতীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যভূয়ঃ'—দুগ্ধ প্রভৃতি যে দ্রব্যের সহিত জল মিশ্রিত হইবে—সেই দ্রব্যেরই আধিক্য হইবে, (এইরূপ বর পাইয়া জলও পাপের এক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল)। 'দ্রবভূয়ঃ'—এইরূপ পাঠে, 'দ্রবভূয়' বলিতে সাংসিদ্ধিক (স্বভাবসিদ্ধ) দ্রবত্ব। এইজন্য জলের মধ্যে বুদ্বুদ ও ফেনারূপে ঐ পাপ দেখা যায়। অতএব সেই বুদ্বুদাদি বাহিরে *নিক্ষেপ করিয়াই জল গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু* বুদ্বুদাদির সহিত নহে—এই অর্থ। যদি কেহ বুদ্বুদাদি যুক্ত জল আহরণ করে, তবে পাপই গ্রহণ করে, এই ভাব ॥ ১০ ॥

হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ হতপুত্রঃ ত্বষ্টা ইন্দ্রায় শত্রবে (ইন্দ্রং হন্তুং শত্রবে শত্রূৎপত্ত্যৈ) জুহাব ; (হে) ইন্দ্রশত্রো, বিবর্দ্ধস্ব (ইন্দ্রস্য শত্রুঃ সন্ বর্দ্ধস্ব) মা চিরং (শীঘ্রমেব) বিদ্বিষং (শত্রুম্ ইন্দ্রং) জহি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বিশ্বরূপ নিহত হইলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য ইন্দ্রের শত্রূৎপত্তিকামনায় যজ্ঞারম্ভ করিলেন, ঐ যজ্ঞে এইরূপে আহুতি দিলেন যে "ইন্দ্রশত্রো ! বিবর্দ্ধস্ব" অর্থাৎ হে ইন্দ্রের শত্রো ! তুমি বর্দ্ধিত হও, শীঘ্রই তোমার শত্রু ইন্দ্রকে বিনাশ কর। (এস্থলে "ইন্দ্রশত্রো" পদে ইন্দ্রের শত্রু ইন্দ্রশত্রু এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অভিপ্রায়েই ত্বষ্টা সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বরোচ্চারণদোষে ইন্দ্রই যাহার শত্রু, তাহার সম্বোধন হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণেই সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের শত্রু না জন্মিয়া ইন্দ্রই যাহার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের জন্ম হয়। তৎপুরুষসমাসে "ইন্দ্রশত্রু" পদ নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ "ইন্দ্র" শব্দ অনুদাত্ত হইবে, আর বহুব্রীহিসমাসে নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ "ইন্দ্র" শব্দ উদাত্ত হইবে, কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ ইন্দ্রশব্দ উদাত্ত স্বরেই পাঠ করিয়াছিলেন এই জন্যই বিপরীত কার্য্য হইয়াছিল। শিক্ষাশাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সম্বৎসরান্তে তদঘমিতি পূর্ব্বোক্তেরাশ্বিনমাসারম্ভে ইন্দ্রো যদৈব ব্রহ্মহত্যাতো বিমুক্তো বভূব তদৈব তপোবনাদাগত্য স্বীয়মাশ্বিনমাসং সংপালয়িতুং প্রবৃত্তঃ ত্বষ্টা স্বপুত্রবধং শ্রুত্বা ক্রোধশোকাভ্যামিন্দ্রবধোপায়ং চকারেত্যাহ হতপুত্র ইতি। ইন্দ্রায় শত্রবে ইন্দ্ররূপং শত্রুং হন্তুং তত্র মন্ত্রমাহ ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্বেতি ইন্দ্রস্য শত্রুঃ সন্ বিবর্দ্ধস্বেতি সমাসস্য বিবক্ষিতত্বেঽপি ইন্দ্র এব শত্রুর্য্যস্যেতি বহুব্রীহ্যর্থ এব দৈবাদাপতিতঃ স্বরব্যতিক্রমাৎ। তথাহি ইদি পরমৈশ্বর্য্য ইত্যস্যোদাত্তগণপঠিত্বাদিন্দ্রশব্দো হ্যাদ্যুদাত্তঃ তত্র সমাসস্য চেতি সূত্রেণ সমাসমাত্র এবান্তোদাত্তত্ববিধানাত্তৎপুরুষে শেষমনুদাত্তমিত্যনেন। ইন্দ্রশত্রো ইত্যস্যাদ্যুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি তদ্বাধকসূত্রেণ পূর্ব্বপদস্য স্বভাবসিদ্ধস্বরস্থাপনাদ্বহুব্রীহাবিন্দ্রশত্রো ইত্যস্যাদ্যুদাত্তত্বং। ত্বষ্টা তু দৈবাদাদ্যুদাত্তস্বরতয়ৈব পাঠাদিন্দ্র এব তস্য শত্রুর্হন্তা অভূৎ। তদুক্তং শ্রুত্যা যদব্রবীৎ স্বাহেন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্বেতি তস্মাদস্যেন্দ্রঃ শত্রুরভবদিতি। তথাচ শিক্ষায়াং। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তদর্থমাহ। যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তীতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংবৎসরান্তে তদঘং' (৬ শ্লোক)—অর্থাৎ সংবৎসর কাল অতীত হইলে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হওয়ায়, আশ্বিন মাসের আরম্ভে যখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হইলেন, তৎকালেই তপোবন হইতে আগমনপূর্ব্বক নিজ আশ্বিনমাস-পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ত্বষ্টা পুত্রবধ শ্রবণ করতঃ ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রবধের উপায় স্থির করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'হতপুত্রঃ' ইত্যাদি। 'ইন্দ্রায় শত্রবে'—ইন্দ্ররূপ শত্রুকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তদ্বিষয়ে মন্ত্র বলিতেছেন—'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব', অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু হইয়া তুমি বর্দ্ধিত হও—এইরূপ সমাসের বিবক্ষা হইলেও, 'ইন্দ্রই শত্রু যাহার'—এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাসের অর্থই স্বরব্যতিক্রমহেতু দৈবাৎ উৎপন্ন হইল। তথা—ইন্দ্র শব্দের 'ইদি' ধাতু পরমৈশ্বর্য্য অর্থে, ইহা উদাত্তগণে পঠিত বলিয়া ইন্দ্রশব্দের আদি স্বর উদাত্ত হইবে। তন্মধ্যে 'সমাসস্য চ'—এই সূত্রবলে সমাস হইলেই অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, এই বিধানহেতু 'তৎপুরুষ সমাসে অন্ত্যস্বর অনুদাত্ত, এই নিয়ম অনুসারে, 'ইন্দ্রশত্রো'—ইন্দ্রের শত্রু এই তৎপুরুষ সমাসে আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ হইবে। বহুব্রীহি সমাসে 'প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্'—এই বাধক সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদের স্বভাব সিদ্ধ স্বর ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, বহুব্রীহি সমাসে 'ইন্দ্রই যাহার শত্রু', এইভাবে আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ হইবে। কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ আদি স্বর উদাত্তরূপে উচ্চারণ করায় ইন্দ্রই তাহার শত্রুর হন্তা হইয়াছিল। (অর্থাৎ তৎপুরুষসমাসে 'ইন্দ্রশত্রু' পদ নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র'-শব্দ অনুদাত্ত হইবে, আর বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র' শব্দ উদাত্ত হইবে, কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ ইন্দ্রশব্দ উদাত্ত স্বরেই পাঠ করিয়াছিলেন, এইজন্য বিপরীত কার্য্য হইয়াছিল)। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'স্বাহেন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব'—এইরূপ বলায়

ইন্দ্রই শত্রু হইয়াছিল। শিক্ষাশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে —'মন্ত্রো হীনঃ' ইত্যাদি, মন্ত্র যদি দুর্ব্বল হয়, অথবা স্বর বা বর্ণের উচ্চারণে মিথ্যারূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের যথার্থ প্রকাশ পায় না, যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' —এই পদে স্বরের উচ্চারণ-ব্যতিক্রমহেতুই সেই বাক্যরূপ বজ্রই যজমানকে বিনষ্ট করিয়াছিল ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

অথান্বাহার্য্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ।
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ অন্বাহার্য্যপচনাৎ (দক্ষিণাগ্নেঃ সকাশাৎ) যুগান্তসময়ে (প্রলয়প্রারম্ভে) লোকানাং কৃতান্তঃ (কালাত্মা রুদ্রঃ) যথা (যদ্বৎ তৎ) ইব ঘোরদর্শনঃ (ভয়ঙ্কররূপঃ পুরুষঃ বৃত্র ইত্যর্থঃ) উত্থিতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নি হইতে প্রলয়-কালীন কৃতান্তের ন্যায় ঘোর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তদনন্তরমেব স্বীয়-পাঠব্যতিক্র-মেৎবগতে সতি অন্বাহার্য্যপচনাৎ স্বভাবপ্রাপ্তাদ্যুদাত্ত-ব্যঞ্জিত-বহুব্রীহিপঠনানন্তরং আহার্য্যতা-প্রাপ্তাদ্যনুদাত্ত-ব্যঞ্জিত-তৎপুরুষপাঠাদ্ধেতোঃ স ঘোরদর্শন উত্থিতঃ। স্বাভাবিকপাঠাদিন্দ্রোঽস্য হন্তা ভবিষ্যতি পশ্চাদাহার্য্য-পাঠাদিন্দ্রোঽপ্যনেন হতো ভবিষ্যতি সবাহনস্যাপি তস্যানেন নিগিলিষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ। অন্বাহার্য্য-শব্দস্য মাসিকশ্রাদ্ধবাচিত্বাদ্ব্যাখ্যান্তরং ন ঘটতে ॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—তৎপরেই নিজের পাঠের ব্যতিক্রম অবগত হইয়া, 'অন্বাহার্য্যপচনাৎ' —স্বভাবপ্রাপ্ত আদিস্বর উদাত্তপ্রকাশক বহুব্রীহি পাঠের পরই, আহার্য্যতা প্রাপ্ত অনুদাত্ত-প্রকাশক তৎপুরুষ সমাসের উচ্চারণ করায়, এক ঘোরদর্শন পুরুষ উত্থিত হইল। স্বাভাবিক পাঠে ইন্দ্র ইহার (বৃত্রা-সুরের) হন্তা হইবে, পশ্চাৎ আহার্য্যপাঠ করায় ইন্দ্রও ইহার দ্বারা (বৃত্রাসুরের দ্বারা) হত হইবে— এইরূপ অর্থ হওয়ায়, বাহনের সহিত ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর গিলিয়া ফেলিবেন—এই ভাব। 'অন্বাহার্য্য'-শব্দ মাসিক-শ্রাদ্ধবাচী বলিয়া ব্যাখ্যান্তর করা সম্ভব নহে। ['অন্বাহার্য্য'—যাহা পশ্চাৎ আহরণীয়, সাগ্নিকেরা পিতৃযজ্ঞের পর প্রতি অমাবস্যায় যাহা আহরণ করেন, অর্থাৎ পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। যেমন উক্ত হই-য়াছে—"যচ্ছ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ, যা চান্তে দক্ষিণা ভবেৎ। অমাবস্যাং দ্বিতীয়ায়াং, স্যাদন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ ॥"] ॥ ১২ ॥

বিষ্বগ্বিবর্দ্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে।
দগ্ধশৈল প্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চ্চসম্ ॥ ১৩ ॥
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং মধ্যাহ্নার্কোগ্রলোচনম্।
দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূল আরোপ্য রোদসী ॥ ১৪ ॥
নৃত্যন্তমুন্নদন্তঞ্চ চালয়ন্তং পদা মহীম্।
দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্ ॥ ১৫ ॥
লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্।
মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ।
বিত্রস্তা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্ব্বে দিশো দশ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্বক্ (সমন্ততঃ) দিনে দিনে ইষু-মাত্রং (প্রক্ষিপ্তবাণবৎ) বিবর্দ্ধমানং দগ্ধশৈলপ্রতী-কাশম্ (অত্যুচ্চং কৃষ্ণবর্ণম্ ইত্যর্থঃ) সন্ধ্যাভ্রাণীক-বর্চ্চসং (সন্ধ্যাভ্রাণীকবদ্বর্চ্চঃ দীপ্তিঃ যস্য তং সন্ধ্যা-কালীনমেঘসমূহবৎ বর্দ্ধমানং) তপ্ততাম্র-শিখাশ্মশ্রুং (তপ্ততাম্রবচ্ছিখাঃ শ্মশ্রূণি চ যস্য তং) মধ্যাহ্না-র্কোগ্রলোচনং (মধ্যাহ্নার্কবৎ উগ্রে লোচনে যস্য তং প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসদৃশং দুর্দ্ধর্ষং) দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূলে রোদসী (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ) আরোপ্য নৃত্যন্তম্ উন্নদন্তং চ পদা মহীং চালয়ন্তং (ভূকম্পমাচরন্তং) জিহ্বয়া ঋক্ষাণি (নক্ষত্রাণি) লিহতা ইব, মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ ভুবনত্রয়ং গ্রসতা ইব নভস্তলং (আকাশ-মণ্ডলং) পিবতা ইব চ দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ (দরীবৎ গুহাবৎ গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ) মুহুঃ মুহুঃ জৃম্ভমানং (জৃম্ভাং কুর্ব্বন্তং) তং বীক্ষ্য সর্ব্বে লোকাঃ বিত্রস্তাঃ দশদিশঃ দুদ্রুবুঃ (দশসু দিক্ষু পলায়নং চক্রুঃ) ॥ ১৩-১৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় দ্রুত গতিতে ঐ অসুরের শরীর দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল, তাহার শরীর দগ্ধ-শৈলতুল্য অতি প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের ন্যায়

তাহার অঙ্গের দীপ্তি ছিল, তাহার শিখা শ্মশ্রু প্রতপ্ত তাম্র-সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ এবং লোচনদ্বয় মধ্যাহ্ন-কালীন ভাস্করের ন্যায় অতীব দুর্দ্ধর্ষ ছিল। ঐ অসুর যৎ-কালে স্বর্গ ও পৃথিবীকে ত্রিশিখাবিশিষ্ট দেদীপ্যমান শূলে যেন আরোপিত করিয়া উচ্চধ্বনি সহকারে নৃত্য করিত, তখন পদভরে পৃথ্বী বিচলিত হইত।

তৎকালে তদীয় পর্ব্বতগহ্বরতুল্য গভীর মুখ-মণ্ডল যেন আকাশকে পান করিতেছিল, জিহ্বা দ্বারা যেন নক্ষত্রমণ্ডলকে লেহন করিতেছিল, বিশাল ও ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা যেন ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতে-ছিল এবং বারম্বার জৃম্ভন করিতেছিল। এতাদৃশ ভয়ানক অসুরকে দর্শন করিয়া লোকসকল ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিল ॥ ১৩-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তং বীক্ষ্য বিত্রস্তা লোকা দশদিশো বিদুদ্রুবুরিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কীদৃশং বিষ্বক্ সমন্ততঃ স্বস্য ঊর্দ্ধাধো দশদিক্ষু ইষু-বিক্ষেপমাত্রং প্রতিদিনং বর্দ্ধমানং আরোপ্য আরোপ্যেবেত্যর্থঃ, পিবতা পিবতেব ॥ ১৩-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া লোকসকল দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিরূপ তাহাকে ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিষ্বক্ বিবর্দ্ধমানং', চারিদিকে নিজের ঊর্দ্ধ ও অধঃ দশ দিকে, 'ইষু-মাত্রং'—বাণবিক্ষেপমাত্র, অর্থাৎ প্রতিদিন চারিহাত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছিল। 'আরোপ্য'—আরোপণ করিয়াই যেন, অর্থাৎ সেই পুরুষ তিনটি শিখাবিশিষ্ট শূলের অগ্রভাগে যেন স্বর্গ ও ভূতলকে আরোপিত করিয়া উচ্চধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে-ছিল। 'পিবতা'—যেন পান করিতেছিল, অর্থাৎ তাহার পর্ব্বতগুহার ন্যায় গভীর মুখ যেন আকাশ-মণ্ডলকে পান করিতেছিল ॥ ১৩-১৬ ॥

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যেন ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা (ত্বাষ্ট্রীমূর্ত্তিঃ যস্য তেন ত্বষ্টুঃ অপত্যরূপেণ) তপসা ইমে (সর্ব্বে) লোকাঃ আবৃতাঃ। সঃ বৈ (ত্বষ্টৃসুতঃ) পরম-দারুণঃ (ভয়ঙ্করঃ) পাপঃ (পাপরূপঃ ইব, আবরকত্বাৎ) বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ (ইতি বৃত্রশব্দনিরুক্তিঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ত্বষ্টার অপত্যতুল্য সেই ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তি বৃত্রাসুর তপোবলে লোকসকলকে আবৃত করিয়াছিল সেই হেতু পরম দারুণ ঐ পাপাত্মা "বৃত্র" এই অর্থ-যুক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বাষ্ট্রী ত্বষ্টৃ-সম্বন্ধিনী মূর্ত্তির্যস্য তেন বৃত্রেণ ইমে লোকা আবৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বাষ্ট্র-মূর্ত্তিনা'—ত্বষ্টার (পুত্ররূপ) সম্বন্ধিনী মূর্ত্তি যাহার, সেই বৃত্র কর্ত্তৃক এই সমস্ত লোক আবৃত হইয়াছিল। ('বৃত্র' শব্দের অর্থ আবরণকারী, তৎকালে ত্রিলোক আবরণ করায় সে 'বৃত্র' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।) ॥ ১৭ ॥

তং নিজঘ্নুরভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ সোঽগ্রসৎতানিকৃৎস্নশঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ—সগণাঃ বিবুধর্ষভাঃ তম্ অভিদ্রুত্য (গত্বা) স্বৈঃ স্বৈঃ দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ নিজঘ্নুঃ। সঃ (বৃত্রঃ) তানি (দিব্যাস্ত্রাদীনি) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন) অগ্রসৎ (গিলিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সসৈন্যে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই "বৃত্র" সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল ॥ ১৮ ॥

ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ।
প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বৃত্রকর্ত্তৃক-দিব্যাস্ত্রাদি-গ্রাসানন্তরং) গ্রস্ততেজসঃ (গ্রস্তং তিরস্কৃতং তেজঃ যেষাং তে) বিস্মিতাঃ (দিব্যাশাস্ত্রাদিগ্রাসাৎ স্ময়াবিষ্টাঃ) বিষণ্ণাঃ (তেজসস্তিরস্কারাৎ খিন্নাঃ) তেঃ সর্ব্বে (দেবাঃ) সমাহিতাঃ (মিলিতাঃ সন্তঃ) প্রত্যঞ্চম্ (অন্তর্য্যামিনম্) আদিপুরুষং (নারায়ণম্) উপতস্থুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অসুরের এতাদৃশ প্রভাব দর্শনে দেব-গণ নিস্তেজ এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, অতঃ-

পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া একাগ্রচিত্তে সর্ব্বান্তর্য্যামী আদি-পুরুষ নারায়ণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যঞ্চং প্রত্যগ্‌ভূতমন্তর্য্যামিণমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যঞ্চং'—প্রত্যগ্‌ভূত, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী (আদিপুরুষের দেবগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৯ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ—

বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্‌ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা
ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ
বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্‌ক্ষিতয়ঃ (বাতাদীনি পঞ্চমহাভূতানি তৈঃ নির্ম্মিতাঃ) ত্রিলোকাঃ (ত্রয়ঃ লোকাঃ তেষাম্ অধিপতয়ঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ (ততঃ) যে বয়ম্ (অর্ব্বাচীনাঃ তে সর্ব্বে) উদ্বিজন্তঃ (ভীতাঃ সন্তঃ) যস্মৈ (অন্তকায় কালায়) বলিং হরাম (বহামঃ, তত্তৎকালবিহিতং কর্ম্মঃ নিয়মেন কুর্ম্মঃ)। অসৌ (অপি) অন্তকঃ (কালঃ) যস্মাৎ বিভেতি। ততঃ (পরমেশ্বরাদেব) নঃ (অস্মাকম্) অরণং (শরণং রক্ষণম্ অস্তু) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবগণ বলিতে লাগিলেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত হইতে ত্রিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, এই ত্রিলোকের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তাঁহাদিগের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন আমরা সকলেই যে কালভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার পূজা করি, সেই পরমেশ্বরই আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাদ্‌বৃত্রজনিতাদ্ভয়াৎ পরমেশ্বরং বিনা ন কোঽপি রক্ষিতুং প্রভবিষ্যতীতি মত্বা তমেব শরণমাশ্রয়ন্তে বাযি্বতি, বায্বাদ্যুপলক্ষিতানি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানি তথা তৈর্বায্বাদিভিঃ নির্ম্মিতাস্ত্রিলোকাস্তথা তেষামধিপতয়ো ব্রহ্মাদয়স্তথা ততোঽর্ব্বাচীনা বয়ং চ যে তে সর্ব্বে যস্মান্মৃত্যোরুদ্বিজন্তো ভীতাঃ। অসাবন্তকো মৃত্যুরপি যস্মাদ্বিভেতি ততস্তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অরণং শরণং রক্ষণমস্তু ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বৃত্রজনিত ভয় হইতে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'বায়ু' ইত্যাদি। বায়ু প্রভৃতির দ্বারা উপলক্ষিত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিলোক, এবং তাহাদের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তাহা হইতে অর্ব্বাচীন (পরবর্ত্তী) আমরা সকলে যে মৃত্যু হইতে 'উদ্বিজন্তঃ'—ভীত হইয়া থাকি, সেই মৃত্যুও যাঁহা হইতে ভীত হয়, 'ততঃ'—সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদের রক্ষা হউক (অর্থাৎ তিনিই আমাদিগকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।) ॥ ২০ ॥

মধ্ব—

কালোঽন্তকঃ প্রধানঞ্চ মৃত্যুরব্যক্তমিত্যপি।
উচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা শ্রীর্ভূর্দুর্গেতিনামভিঃ ॥
সৈব ব্রহ্মাদিভয়দা বিষ্ণোশ্চ বশবর্ত্তিনী।
অভয়াপি বিভেতীব তদ্বশত্বাদুদীর্য্যতে ॥

ইতি মাৎস্যে ॥ ২০ ॥

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অবিস্মিতং (নিরহঙ্কারং যদ্বা ন বিদ্যতে বিস্মিতম্ আশ্চর্য্যং যত্র তং) স্বেনএব লাভেন (স্বস্বরূপভূত-পরমানন্দলাভেন এব) পরিপূর্ণকামং (পরিপূর্ণাঃ কামাঃ যস্য তং) সমম্ (উপাধিপরিচ্ছেদশূন্যং) প্রশান্তং (রাগাদিশূন্যং) তং বিনা (বিহায় যঃ) অপরং (শরণার্থম্) উপসর্পতি (গচ্ছতি) হি (নিশ্চিতমেব সঃ) বালিশঃ (মহামূর্খঃ ন তু বিজ্ঞঃ) শ্বলাঙ্গুলেন (শুনঃ লাঙ্গুলেন) সিন্ধুম্ অতিতিতর্ত্তি (অতিতরিতুম্ ইচ্ছতি; তথা চ যথা শ্বা এব সিন্ধুং তরিতুং ন শক্নোতি কুতঃ তৎপুচ্ছগ্রাহিণঃ, তে চ যথা সমুদ্রে মজ্জন্তি তথা পরমেশ্বরং ত্যক্ত্বা অন্যোপায়াবলম্বিনঃ জনাঃ মজ্জতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যিনি নিরহঙ্কার অথবা যাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই স্বস্বরূপভূত পরমানন্দেই যিনি পূর্ণকাম,

যিনি উপাধি বা পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুক্কুর-লাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। (কুক্কুরই যখন সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে না তখন তাঁহার লাঙ্গুলগ্রাহী ব্যক্তি আর কিরূপে সিন্ধু অতিক্রম করিবে? এই ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয় তেমনি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য উপায় অবলম্বন করে, সেও দুঃখসাগরে মগ্ন হয়)।।২১

বিশ্বনাথ—তদন্যস্তু সুধিয়া নৈবাশ্রয়ণীয় ইত্যাহঃ অবিস্মিতমিতি। তং বিনা অপরং দেবতান্তরং কর্ম্ম-যোগং জ্ঞানযোগমপরযোগং বা শরণার্থং বালিশো মহামূর্খ এবোপসর্পতি, ন তু বিজ্ঞঃ। যথা শুনঃ পুচ্ছেন সিন্ধুমতিতর্ত্তুমিচ্ছতি স শ্বাএব সিন্ধুং তর্ত্তুং ন শক্নোতি কিমুত তৎ-পুচ্ছগ্রাহী প্রত্যুত স্বপুচ্ছগ্রাহিণং স শ্বা এব দৃষ্ট্বা প্রথমং সমুদ্রমধ্যে ক্ষিপতি পশ্চাৎ স্বয়মপি নিমজ্জতীতি ভাবঃ। ভগবদাশ্রয়ী তু সংসারসিন্ধুং যত্তরতি তৎ কিমপি নাদ্ভুতমিত্যাহ অবিস্মিতমিতি। ন বিদ্যতে বিস্মিতং কিমপ্যদ্ভুতং যত্র তং বিনা দুর্লঙ্ঘ্যস্যাপি সংসারসিন্ধোস্তারণে অন্যত্রাতিবিস্ময়োঽপি তত্র ন কোঽপি বিস্ময়ঃ। সদ্য এব তস্য গোষ্পদীকরণ-সামর্থ্যাদিতি ভাবঃ। স্বেনৈব স্বস্বরূপেণৈব যো লাভঃ সৌন্দর্য্যাদি-মাধুর্য্যসপ্তকস্য প্রাপ্তিস্তেন সমং সহ পরিপূর্ণাঃ কামাঃ স্বীয়হলাদিনী-শক্তিদত্তা ভোগা যস্য তম্। প্রশান্তমনুগ্রং সেবাপরাধে জাতেঽপি ভক্তবাৎসল্যাত্বাৎ ক্ষন্তারম্।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু অন্য কেহই সুবিবেচক-গণের কখনই আশ্রয়ণীয় নহে, ইহা বলিতেছেন—'অবিস্মিতং' ইত্যাদি। 'তং'—সেই পরমেশ্বর ভিন্ন অপর দেবতান্তর, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা অন্য কোন যোগকে আশ্রয়ের নিমিত্ত 'বালিশঃ'—মহামূর্খ ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞজন নহে। 'শ্ব-লাঙ্গুলেন'—যেমন যে ব্যক্তি কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, সেই কুক্কুরই সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম নয়, তাহাতে আবার তাহার পুচ্ছ গ্রহণকারী জন কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে? অপরন্ত পুচ্ছগ্রহণকারীকে দেখিয়া সেই কুক্কুরই প্রথমতঃ তাহাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং পশ্চাৎ নিজেও নিমজ্জিত হইবে—এই ভাব। কিন্তু ভগবদাশ্রয়ী জন যে সংসার সিন্ধু অতিক্রম করেন, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, ইহা বলিতেছেন—'অবিস্মিতং', কিছুই বিস্মিত অর্থাৎ অদ্ভুত (আশ্চর্য্য) নাই যেখানে, তাঁহাকে ভিন্ন দুর্ল্লঙ্ঘ্যনীয় হইলেও সংসার-সমুদ্রের তারণ বিষয়ে অন্যত্র অত্যাশ্চর্য্য হইলেও, সেই ভক্তজনে কোনই বিস্ময় নাই। সদ্যই তাঁহার (ভক্তজনের) নিকট সেই সংসার-সমুদ্রই গোষ্পদ-তুল্য হইয়া থাকে—এই ভাব। সেই পরমেশ্বর কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বেনৈব লাভেন সমং পরিপূর্ণকামং', স্ব-স্বরূপের দ্বারাই যে লাভ, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মাধুর্য্যসপ্তকের প্রাপ্তি, তাহার সহিত পরিপূর্ণ কামনাসমূহ বলিতে স্বীয় হলাদিনী শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ভোগসকল যাঁহার, সেই পরমেশ্বর (ভিন্ন অপরকে যে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ মূর্খ)। পুনরায় তিনি কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রশান্তং'—অনুগ্র, সেবাপরাধ উৎপন্ন হইলেও ভক্ত-বাৎসল্যহেতু যিনি ক্ষমাশীল ।। ২১ ।।

যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং
মনুর্যথাবধ্য ততার দুর্গম্।
স এব নস্ত্বাষ্ট্রভয়াদ্দুরন্তাৎ
ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্ ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—যস্য (মৎস্যমূর্ত্তেঃ) উরুশৃঙ্গে জগতীং (পৃথ্বীরূপাং) স্বনাবম্ আবধ্য (বদ্ধা) মনুঃ সত্য-ব্রত-নামা-রাজা) যথা (যথাবৎ অনায়াসেন এব) দুর্গং (প্রলয়কালিকং শঙ্কটং মহাভয়ং) ততার। স এব বারিচরঃ (গৃহীত-মৎস্যমূর্ত্তিঃ) নঃ (অস্মান্) আশ্রিতান্ (শরণাগতান্) দুরন্তাৎ ত্বাষ্ট্রভয়াৎ নূনং ত্রাতা (রক্ষিষ্যতি) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—সত্যব্রত মনু যে মৎস্যমূর্ত্তি ভগবানের মহৎশৃঙ্গে পৃথ্বীরূপা স্বকীয় তরণি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রলয়কালে মহাসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন সেই মৎস্যমূর্ত্তি ভগবান্ শরণাগত আমাদিগকে দুরন্ত বৃত্র-ভয় হইতে রক্ষা করিবেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—বয়ন্তুতিনিকৃষ্টাঃ সকামা অপ্যস্মিন্মহাভয় এব শরণং যান্তোঽপি তেন রক্ষণীয়া এব যথা

পূর্ব্বে ইত্যাহুর্যস্যেতি দ্বাভ্যাম্। যস্য মৎস্যরূপস্য জগতীং পৃথ্বীং যথা ততারেতি বয়মপি তথা তরেমেতি ভাবঃ। বারিচরোঽপি বারিণ্যেব চরন্নপি তত্রৈব স্থিত্বা জগতীস্থানস্মানীশ্বরত্বাদ্রক্ষতু ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কিন্তু অতিনিকৃষ্ট ও সকাম হইলেও এই মহাভয়ে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক রক্ষণীয় হইবই, যেমন পূর্ব্বে মনু প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'যস্য'—যে মৎস্যরূপের, অর্থাৎ সত্যব্রত মনু প্রলয়কালে যাঁহার বিশাল শৃঙ্গে 'জগতীং'—পৃথিবীরূপ নিজ নৌকাটি আবদ্ধ করিয়া যেমন যথাযথভাবে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও এই দুরন্ত ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব—এই ভাব। 'বারিচরঃ'—তিনি জলমধ্যে বিচরণ করিলেও, সেখানে থাকিয়াই জগতীস্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, যেহেতু তিনি ঈশ্বর ॥ ২২ ॥

———

পুরা স্বয়ম্ভূরপি সংযমাম্ভ-
স্যুদীর্ণবাতোর্ম্মিরবৈঃ করালে।
একোঽরবিন্দাৎ পতিতস্ততার
তস্মাদ্ভয়াদ্ যেন স নোঽস্তু পারঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (সৃষ্টিপ্রারম্ভসময়ে) উদীর্ণবাতোর্ম্মিরবৈঃ (উদীর্ণৈঃ উদ্গতৈঃ বাতৈঃ যে উর্ম্ময়ঃ তেষাং রবৈঃ শব্দৈঃ) করালে (ভয়ঙ্করে) সংযমাম্ভসি (প্রলয়োদকে) অরবিন্দাৎ (নাভিকমলাৎ স্বস্থানাৎ) পতিতঃ (পতিত-প্রায়ঃ) একঃ (অসহায়ঃ) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মাপি,) তস্মাৎ ভয়াৎ যেন (সহায়ভূতেন) ততারঃ; সঃ (এব) নঃ (অস্মাকমপি) পারঃ (তস্মাৎ ভয়াৎ তারকঃ) অস্তু (ভবতু) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়সলিলে প্রচণ্ডবায়ুবেগোত্থিত উর্ম্মিমালার বিকট শব্দে নারায়ণের নাভিকমল হইতে প্রলয়জলে পতনোন্মুখ হইয়া অসহায় অবস্থায় ব্রহ্মাও যাঁহার সহায়তায় পতন ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন সেই ভগবান আমাদিগের রক্ষক হউন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সংযমাম্ভসি প্রলয়জলে অরবিন্দাৎ নাভিকমলাৎ পতিতঃ পতিতপ্রায়ঃ যেন হেতুনা সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংযমাম্ভসি'—প্রলয়জলে নাভিকমল হইতে 'পতিতঃ'—পতনোন্মুখ ব্রহ্মাকে যিনি সেই ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—

যত্রবায়ুদপদ্মাদিরূপেণ প্রকৃতিঃ স্থিতা।
একস্তত্রাবিভেদ্ব্রহ্মা বিচার্য্যভয়মত্যগাৎ ॥
অন্তর্গতো হরিস্তস্য ধ্যাতো ভয়মপানুদৎ ॥

ইতি চ ॥

জনিষ্যতাং জনানান্তু স্বভাবানাং প্রসিদ্ধয়ে।
জ্ঞানাদিগুণপূর্ণস্য ব্রাহ্মণোঽপি ক্ষণার্দ্ধগাঃ ॥
অজ্ঞানন্তু চতুর্ব্বারং দ্বিবারং ভয়মেব চ।
লোকোঽপি তাবন্নান্যত্র কদাচিদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥
তত্রাপি ভগবৎপ্রীত্যা উন্নত্যৈবাস্য তদ্ভবেৎ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৩ ॥

———

য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ঈশঃ একঃ (অসহায়ঃ এব) নিজমায়য়া নঃ (অস্মান্) সসর্জ্জ; যেন (অনুগৃহীতাঃ সন্তঃ বয়ং) বিশ্বং অনুসৃজামঃ; বয়ং পৃথগীশমানিনঃ অপি যস্য পুরঃ সমীহতঃ (সমীহমানস্য) লিঙ্গং (চিহ্নং) ন পশ্যামঃ—(তত্র হেতুঃ) পৃথগীশমানিনঃ (পৃথগীশ্বরা বয়মিত্যভিমানিনঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে ঈশ্বরই একমাত্র নিজ-মায়াবলে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বসৃজন করিতেছি, আমাদিগের অগ্রেই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের রূপও আমরা দর্শন করি না, কারণ আমরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরাভিমানী ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স খলু সর্ব্বত্রাত্র চ বর্ত্তমানোঽপ্যস্মাকং বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়াণামদৃশ্যোঽপি কৃপয়ৈব দৃশ্যো ভূত্বা

রক্ষত্বিত্যাহুর্য ইতি ত্রিভিঃ। পুরোঽস্মাকমগ্র এব সমীহমানস্য রামকৃষ্ণাদি-রূপেণ লীলাং কুর্ব্বতোঽপি তস্য লিঙ্গং ন পশ্যামঃ, তত্র হেতুঃ পৃথগিতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি সর্ব্বত্র এবং এখানেও বর্ত্তমান থাকিয়াও, বহির্ম্মুখেন্দ্রিয় আমাদের অদৃশ্য হইয়াও, কৃপাপূর্ব্বকই দৃশ্য হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন, ইহা বলিতেছেন—'য এক' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'পুরঃ'—আমাদের সমক্ষেই, 'সমীহমানস্য' —রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে লীলা করিলেও, তাঁহার 'লিঙ্গং'—চিহ্ন, স্বরূপ-পরিচয় আমরা অবগত নহি, তাহার কারণ—'পৃথগীশমানিনঃ', আমরা নিজদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর মনে করিয়া থাকি ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—

লিঙ্গমেব পশ্যামঃ।

কদাচিদভিমানস্তু দেবানামপি সন্নিব।

প্রায়ঃ কালেষু নাস্ত্যেব তারতম্যেন সোঽপি তু ॥

ইতি চ ॥ ২৪ ॥

যো নঃ সপত্নৈর্ভৃশমর্দ্দ্যমানান্
দেবর্ষিতির্য্যঙ্‌নৃষু নিত্য এব।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া
কৃত্বাত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ ॥ ২৫ ॥
তমেব দেবং বয়মাত্মদেবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যঃ এব (সনাতনঃ সচ্চিদানন্দঃ এব) যঃ স্ব-মায়য়া (অচিন্ত্য-নিজশক্ত্যা) তনুভিঃ (নানাতনুভিঃ) দেবর্ষিতির্য্যঙ্‌নৃষু (দেবেষু বামনঃ ঋষিষু পরশুরামঃ তির্য্যক্ষু নৃসিংহহয়গ্রীববরাহাদিঃ নৃষু রামকৃষ্ণাদিঃ) কৃতাবতারঃ (অবতীর্ণঃ সন্) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ অসুরাদিভিঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অর্দ্দ্যমানান্ (পীড্যমানান্) নঃ (অস্মান্) আত্মসাৎ কৃত্বা (স্বকীয়ান্ মত্বা) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) পাতি চ (রক্ষতি) ; বয়ং সর্ব্বে আত্মদৈবতম্ (আত্মনাং জীবানাং দৈবতম্ উপাস্যাং) পরং (কারণং) প্রধানং (প্রকৃতিরূপং) পুরুষঞ্চ বিশ্বং (বিশ্বাত্মকম্) অন্যং (পৃথগপি স্থিতং) শরণ্যং (শরণার্হং) তম-এব শরণং ব্রজামঃ। স এব মহাত্মা স্বানাং (স্ব-ভক্তানাং) নঃ অস্মাকং) শং (কল্যাণং) ধাস্যতি (বিধাস্যতি) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—যে সচ্চিদানন্দ ভগবান্ স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তিবলে বামন, পরশুরাম, নৃসিংহ, মৎস, কূর্ম্ম বরাহাদি নানা তনু ধারণপূর্ব্বক দেবতা ঋষি তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদির ভিতর অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক অশেষরূপে নিপীড়িত আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করিতেছেন, যিনি জীবের উপাস্য, পরম কারণ, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়াত্মক এবং বিশ্বস্বরূপ হইয়াও বিশ্ব হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রপঞ্চের ন্যায় বিকারযুক্ত নহেন আমরা সকলে সেই শরণ্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। সেই মহানুভব ভগবানই আমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তনুভিঃ উপেন্দ্র-পরশুরামাদিস্বরূপৈঃ স্বস্য মায়য়া কৃপয়া চিচ্ছক্ত্যা বালোঽস্মানাত্মসাৎ কৃত্বা পাতীত্যত এব সাম্প্রতং স্বরক্ষণার্থং নিবেদনেঽপি ন সঙ্কুচাম ইতি ভাবঃ। তমেবেতি বিশ্বং মায়াশক্ত্যা বিশ্বরূপম্। স্বরূপশক্ত্যা অন্যং বিশ্বস্মাদ্ভিন্নম্ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তনুভিঃ'—উপেন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতি স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া, 'স্ব-মায়য়া' —কৃপাপূর্ব্বক অথবা স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা, আমাদিগকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করেন, অতএব সম্প্রতি স্বরক্ষার নিমিত্ত নিবেদন করিতেও আমাদের কোন সঙ্কোচ নাই—এই ভাব। 'তমেব'—সেই তাঁহাকেই, যিনি 'বিশ্বং'—মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ, কিন্তু স্বরূপ শক্তিতে 'অন্যং'—বিশ্ব হইতে ভিন্ন, (সেই পরমেশ্বরকেই আমরা আশ্রয় করিতেছি, সেই মহাত্মাই (মহাপুরুষই) নিজ-জন-রূপী আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন।) ॥২৫-২৬॥

তথ্য—এই শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুকে জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাবার্থ-দীপিকায় বলিয়াছেন—"যদি বল প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই ভগবতাত্মক।" বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৪ শ্লোকের ভাষ্যে এই-

রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"স্ত্রীশব্দা অপি তস্মিন্নেবেত্যাহ হন্তৈতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিবিশত্যেবমেবৈতানি নামানি সর্ব্বাণি পুরুষমভিসংবিষন্তীতি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ প্রকৃতিশব্দবাচ্যোঽপি স এব।"

অর্থাৎ প্রকৃতিশব্দ স্ত্রীবাচক হইলেও উহা ভগবৎপ্রতিপাদক। কেননা প্রবাহমান নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার নামই পরমপুরুষ ভগবানের অভিধায়ক। অতএব 'প্রকৃতি' শব্দ বিষ্ণুপর জানিতে হইবে। পৈঙ্গি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যথা—এষ স্ত্র্যেষ পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈষ ব্রহ্মৈষ লোক এষ আলোকোযোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরনন্তোঽতঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্বরূপঃ" অর্থাৎ ইনিই স্ত্রী, ইনিই পুরুষ, ইনিই প্রকৃতি, ইনিই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই লোক, ইনিই আলোক। এই হরি, আদি, অনাদি ও অনন্ত। অতএব তিনিই পরাৎপর বিশ্বরূপ।

এই স্থানে সন্দেহ হতে পারে যে, ভগবানকে প্রকৃতি বলিলে তাঁহাকে বিকারী বলিতে হয়; কিন্তু মূল শ্লোকে 'অন্যম্' শব্দের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি হইয়াও প্রকৃতির ন্যায় বিকারশীল নহেন। যথা নারদীয় পুরাণে—

অবিকারোঽপি পরমঃ প্রকৃতিস্তু বিকারিণী।
অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ পরমাত্মা অবিকারী, প্রকৃতি বিকারিণী। গোবিন্দ সেই প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া তিনি প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি অব্যবধানে জগৎ প্রসব করেন বলিয়া তিনি (প্রকৃতি) জগৎকারণ বলিয়া কথিত হন। বস্তুতঃ ভগবান্ বাসুদেবই জগতের একমাত্র মূলকারণ। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

স্মৃতিরব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতি স্থিতিঃ।
উভয়াত্মকসূচিত্বাদ্বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ ব্যবধানরূপে যে জগৎপ্রসূতিত্ব তাহাই **পুরুষত্ব** এবং অব্যবধানরূপে যে জগৎপ্রসূতিত্ব তাহাই **প্রকৃতিত্ব**। এই উভয় শক্তিবশতঃ এক বাসুদেবই **প্রকৃতি ও পুরুষ**শব্দে অভিহিত হন। অতএব বাসুদেবই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক বিশ্বস্বরূপ পরম কারণ ॥ ২৫-২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তেষাং মহারাজ সুরাণামুপতিষ্ঠতাম্।
প্রতীচ্যাং দিশ্যভূদাবিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) মহারাজ, শঙ্খচক্র-গদাধরঃ ইতি উপতিষ্ঠতাং তেষাং সুরাণাং (সমক্ষম্ এব) প্রতীচ্যাং দিশি (হৃদি প্রথমম্) আবিঃ অভূৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন—হে মহারাজ! দেবতাগণ এইরূপ স্তব করিলে শঙ্খ-চক্রগদাধর হরি প্রথমতঃ তাহাদের হৃদ্দেশে পরে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতীচ্যাং দিশি পশ্চিমসমুদ্রকূলে দেশান্তরস্যোত্তমস্য দৈত্যাক্রান্তত্বাৎ তত্র দেবৈঃ স্থাতুমশক্যত্বাৎ তত্রৈব বিবিক্তে উপবিশ্য স্তুতত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতীচ্যাং দিশি'—পশ্চিম সমুদ্রের কূলে, অন্যান্য উত্তম দেশ দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, সেখানে দেবগণ অবস্থান করিতে অসমর্থ বলিয়া, সেই নির্জ্জন স্থলেই উপবেশনপূর্ব্বক দেবগণ স্তব করিতেছিলেন, (এইজন্য সেই পশ্চিম দিকে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন।) ॥ ২৭ ॥

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
পর্য্যুপাসিতমুন্নিদ্র-শরদম্বুরুহেক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥
দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব্বে ঈক্ষণাহলাদবিক্লবাঃ।
দণ্ডবৎ পতিতা রাজন্ শনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা আত্মতুল্যৈঃ (স্বতুল্যৈঃ ভগবৎসমানরূপৈঃ) ষোড়শভিঃ (পার্ষদৈঃ সুনন্দাদিভিঃ) পর্য্যুপাসিতং (পরিতঃ সেবিতম্) উন্নিদ্র-শরদম্বুরুহেক্ষণম্ (উন্নিদ্রে ফুল্লে শরৎকালীনপদ্মে ইব ঈক্ষণে যস্য তং) দৃষ্ট্বা ঈক্ষণাহলাদবিক্লবাঃ (তস্য ঈক্ষণেন যঃ আহলাদঃ তেন

বিক্লবাঃ বিবশাঃ তে) সর্ব্বে অবনৌ দণ্ডবৎ পতিতাঃ (সন্তঃ) শনৈঃ উত্থায় তুষ্টুবুঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শ্রীবৎস ও কৌস্তুভভিন্ন অন্যান্য চিহ্নবিভূষিত ভগবৎসারূপ্যপ্রাপ্ত ভগবানের আত্মতুল্য সুনন্দ প্রভৃতি ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদদ্বারা চতুর্দ্দিকে সেব্যমান, প্রফুল্লশারদ কমললোচন ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া দেবগণ দর্শনজনিত আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং প্রণামপুরঃসর ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া পুনরায় স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা চতুর্ভুজত্বাদি স্বচিহ্নবত্তাদাত্মতুল্যৈঃ সুনন্দাদিভিঃ পরিত উপাসিতম্ ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিনা শ্রীবৎস-কৌস্তুভৌ'—শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ চিহ্ন ব্যতীত চতুর্ভুজত্বাদি নিজ-চিহ্নযুক্ত আত্মতুল্য সুনন্দ প্রভৃতির দ্বারা চারিদিকে উপাসিত (ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং পশ্চাৎ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৮-২৯ ॥

মধ্ব—

শ্রীবৎসঃ প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ব্রহ্মাখ্যঃ কৌস্তুভঃ পুমান্।
তদতীতৈঃ ষোড়শভিঃ স্বরূপৈরপ্যুপাস্যতে ॥
ইতি চ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা আত্মতুল্যৈঃ প্রকৃতি-পুরুষাতীতত্বাৎ সপ্তদশরূপাণি অপি তুল্যানীত্যর্থঃ। আত্মভূতৈশ্চ তুল্যৈশ্চ আত্মতুল্যৈঃ।

অপুংপ্রকৃত্যধীনত্বাদ্বাসুদেবকদিকা হরেঃ।
তুল্যাশ্চকেশবাদ্যশ্চ ন চ ভিন্নাঃ কথঞ্চন।
ইতি তন্ত্রসারে।

শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যান্ত বিনা ভাবং প্রদর্শয়েৎ।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকাভ্যাং স ধত্তে নিত্যং জনার্দ্দনঃ ॥
যদস্যাভ্যামতীতত্বাং তদ্বশোনানয়োর্হরিঃ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যান্ত বিনাভাবঃ স এব তু ॥
ইতি চ ॥ ২৮-২৯ ॥

———

শ্রীদেবা উচুঃ—

নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ।
নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—যজ্ঞবীর্য্যায় (যজ্ঞস্য বীর্য্যং স্বর্গাদিফলজননায় সামর্থ্যং যস্য তস্মৈ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রে) তে (তুভ্যং) নমঃ। উত (অপি) বয়সে (তৎফলপরিচ্ছেদক-কালাত্মনে) তে নমঃ। অস্ত-চক্রায় (তদ্বিঘাতেষু দৈত্যেষু অস্তং প্রক্ষিপ্তং চক্রং যেন তস্মৈ দৈত্যবিনাশকায়) তে (তুভ্যং) হি নমঃ। সুপুরুহূতয়ে (সুশোভনাঃ পুরবঃ বহবঃ হূতয়ঃ নামানি যস্য তস্মৈ) নমঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বলিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞবীর্য্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি জন্য স্বর্গাদিফল প্রদানে সমর্থ অথচ যিনি যজ্ঞজনিত স্বর্গাদি ফলের বিনাশকারী কাল-স্বরূপ এবং যিনি যজ্ঞবিনাশক দৈত্যগণের বিনাশার্থ চক্রবিক্ষেপকারী ও এই কারণেই যিনি সুললিত বহু-নামধারী, হে ভগবন্ ! আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেষামীশ্বরম্মন্যতামাত্রং ব্যঞ্জয়ন্তো যজ্ঞৈরস্মদাদ্যুপাসকানাং ফলপ্রাপ্তি-বিঘাতয়োর্ভবানেব হেতুরিত্যাহু র্নম ইতি। যজ্ঞস্য বীর্য্যং স্বর্গাদিফলোৎপাদনলক্ষণঃ প্রভাবো যস্মাত্তস্মৈ ফলপ্রাপকায়েতি ভাবঃ। উত পুনঃ বয়সে কালায় স্বর্গাদিফলনাশকায় চ। তথা অস্ত্রচক্রায় অসুরেষু চক্রং ক্ষিপ্তা তেষাং নিগ্রাহকায় অস্মাকং পালকায় চ। এবং স্বর্গাদিপ্রাপক ইতি স্বর্গাদি নাশক ইতি অসুরসংহারক ইতি দেবপালক ইত্যাদি নামভিঃ সুপুরুহূতির্যস্য তস্মৈ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজেদের ঈশ্বরম্মন্যতামাত্র প্রকাশ করতঃ যজ্ঞের দ্বারা আমাদের ন্যায় উপাসক-গণের ফলপ্রাপ্তি এবং তাহার বিঘাতের আপনিই কারণ, ইহা বলিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'যজ্ঞ-বীর্য্যায়'—যজ্ঞের বীর্য্য বলিতে স্বর্গাদি ফলের উৎ-পাদনরূপ প্রভাব (সামর্থ্য) যাঁহা হইতে, (অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য যাঁহার অলৌকিক সামর্থ্যই সাক্ষাৎ যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইয়াছে) সেই ফলপ্রাপক আপনাকে নমস্কার—এই ভাব। 'উত বয়সে'—পুনরায় কালস্বরূপ এবং স্বর্গাদি ফলের

নাশক আপনাকে (নমস্কার)। সেইরূপ 'অস্ত্রচক্রায়' —অসুরগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের নাশক এবং আমাদের পালক আপনাকে (নমস্কার)। এইপ্রকারে স্বর্গাদির প্রাপক এবং স্বর্গাদির নাশক, অর্থাৎ 'অসুরসংহারক' এবং 'দেবপালক'—ইত্যাদি অনেক শোভন নাম যাঁহার, সেই 'সুপুরুহূতি' আপনাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

বয়ঃ সর্ব্বস্যাবয়নাদ্ভগবান্ পুরুষোত্তম
ইতি চ।
মা তন্তুচ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে
ইতি শ্রুতি ॥ ৩০ ॥

যত্তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্।
নার্ব্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধাতঃ, (গুণত্রয়স্য) ঈশিতুঃ (নিয়ন্তুঃ গুণত্রয়াত্মকানাং) তিসৃণাং গতীনাং পরমং পদং (নির্গুণ-স্বরূপং) বিসর্গস্য (তদ্বিসর্গস্য) অর্ব্বাচীনঃ (অস্মাদৃশঃ জনঃ) বেদিতুং (জ্ঞাতুং) ন অর্হতি (অতঃ কেবলং তস্মৈ নমঃ অস্তু) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ধাতঃ! আপনি স্বর্গ অপবর্গ ও নরক এই ত্রিবিধ গতির একমাত্র নিয়ন্তা, আপনার পরমধাম বৈকুণ্ঠ, আপনার বিসর্গ অর্থাৎ নানাবিধ সৃষ্টির পরবর্ত্তীকালে সৃষ্ট অর্ব্বাচীন অস্মাদৃশ ব্যক্তি তোমার ঐ পরমপদ অবগত হইতে পারে না, অতএব তোমাকে কেবলমাত্র নমস্কার করিতেছি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নশ্বর-তুচ্ছস্বর্গপদপ্রাপ্ত্যর্থমেব স্তুধ্বে নত্বনশ্বর নিত্যসুখময় বৈকুণ্ঠার্থমত্র কো হেতুস্তত্রাহুঃ—যত্তে ইতি। তিসৃণাং দেব-মনুষ্য-তির্য্যগ্গতীনাং ঈশিতুঃ প্রাপকস্য তব যৎ পরমং পদং বৈকুণ্ঠধাম তৎ বিসর্গস্যার্ব্বাচীনোঽস্মাদৃশো জনো বেদিতুমনুভবিতুং নার্হতি। ন হি ঘাসবুষাদিকং বিনা পশুরন্যৎ ক্ষীরাদিকং বাঞ্ছতি লভতে বা কুতশ্চিদিতি ভাবঃ ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নশ্বর তুচ্ছ স্বর্গপদ প্রাপ্তির জন্যই স্তব করিতেছ, কিন্তু অনশ্বর নিত্য সুখময় বৈকুণ্ঠ লাভের নিমিত্ত নহে, ইহার কারণ কি? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎ তে গতীনাং' ইত্যাদি, দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ গতিসমূহের প্রাপক আপনার যে পরম পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম, তাহা 'বিসর্গস্য অর্ব্বাচীনঃ'—ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির পরবর্ত্তী আমাদের ন্যায় কোন জন 'বেদিতুং'—অনুভব করিতে সমর্থ নহে। পশু কখনই ঘাস, বুষাদি ভিন্ন অন্য ক্ষীরাদির বাঞ্ছা করে না, কিম্বা তাহা লাভও করে না—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

দেবলোকাৎ পিতৃলোকাৎ নিরয়াচ্চাপি যৎপরম্।
তিসৃভ্যঃ পরমং স্থানং বৈষ্ণবং বিদুষাং গতিঃ ॥
ইতি মাহাত্ম্যে ॥ ৩১ ॥

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবান্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, নারায়ণ, বাসুদেব, আদিপুরুষ, মহাপুরুষ, মহানুভব, পরমমঙ্গল, (পরমং মঙ্গলং শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ যস্মিন্ সঃ তৎ সম্বোধনং) পরমকল্যাণ, পরমকারুণিক, কেবল, (নির্ব্বিকার,) জগদাধার, লোকৈকনাথ, সর্ব্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ, পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ (সন্ন্যাসাদিভিঃ) পরমেণ (অতিদৃঢ়েণ) আত্মযোগ-সমাধিনা (আত্মযোগেন অষ্টাঙ্গেন যঃ সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তেন) পরিভাবিত-পরিস্ফুট পারমহংস্যধর্ম্মেণ (পরিভাবিতে সংশোধিতে অন্তঃকরণে পরিস্ফুটঃ পরিস্ফুরিতঃ যঃ পারমহংস্যঃ ধর্ম্মঃ ভগবদ্ভজনং তেন) উদ্ঘাটিততমঃ কবাটদ্বারে (উদ্ঘাটিতং তমঃ অজ্ঞানরূপং কবাটং যস্য তস্মিন্ দ্বারভূতে) চিত্তে অপাবৃতে (প্রকটে) আত্মলোকে (প্রত্যগ্রূপে স্ব-ধামনি স্বয়ম্ উপলব্ধনিজসুখানুভবঃ (উপলব্ধম্ আবির্ভূতং নিজ-সুখং তদনুভবরূপঃ) ভবান্ (ত্বাং জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতি অতঃ) তে (তুভ্যং) ওঁ নম অস্তু ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসু-

দেব ! হে আদিপুরুষ ! হে মহাপুরুষ ! হে মহানুভব ! হে পরম মঙ্গল ! (স্বয়ং মঙ্গলরূপ) হে পরম কল্যাণ ! (মঙ্গলকারিন্) হে পরম কারুনিক ! (স্বার্থ নিরপেক্ষ পরদুঃখাসহিষ্ণো) ! হে —নির্ব্বিকার ! হে জগদাধার ! হে লোকৈকনাথ ! হে সর্ব্বেশ্বর ! হে লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিব্রাজকগণ অষ্টাঙ্গযোগসাধনা দ্বারা সমাধিযোগে চিত্তৈকাগ্রতা লাভ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে যে ভগবদ্ভজনরূপ পারমহংস্যধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় তদ্দ্বারা চিত্তের তমোরূপ কপাট উন্মুক্ত হইলে আত্মলোক অর্থাৎ প্রত্যক্স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন যে নিজসুখস্বরূপের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় আপনিই সেই সুখস্বরূপ, আপনাকে কেহই জানিতে পারে না, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুহূতয় ইত্যুক্তমতো বহুভির্নামভিঃ সম্বোধ্য স্তবতে নম ইতি। হে ভগবন্ ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ পরিপূর্ণত্বমেবাহুঃ হে নারায়ণ ত্বমেব স্বাংশাধিক্যক্রমেণ ব্যষ্টি-সমষ্টি-প্রকৃত্যন্তর্য্যামিত্বেন ক্ষীরোদ-গর্ব্ভোদ-কারণার্ণবশায়ী ভবসীত্যর্থঃ। ততোঽপি পূর্ণত্বাৎ হে বাসুদেব ব্যূহানামাদিভূত ততোঽপি পরিপূর্ণত্বাৎ হে আদিপুরুষ পরব্যোমনাথ। ননু কথমেবমবগম্যতে তত্রাহুঃ। মহাপুরুষেষু তত্তদ্ভক্তেষু মহান্তোঽনুভাবা অনুরূপ-মহাপ্রভাবা এব যস্য সঃ। ননু মহাপ্রলয়ে মদ্ভক্ত-মদ্ধাম-মদাকারাণাং কা বার্ত্তা তত্রাহুঃ। মঙ্গলানি প্রাকৃতানি পরমমঙ্গলানি অপ্রাকৃত-মঙ্গল-বস্তূনি ত্বদ্ভক্ত-ধামাদীনি তেষাং পরমকল্যাণং কুশলত্বং যতঃ। তেষাং কালনিয়ম্যত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ অপারৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যসিন্ধো-স্তব করুণামেব বহির্দর্শিনো বয়ং কালগ্রস্যমানা আশ্রয়াম ইত্যাহুঃ —হে পরম-কারুণিক অন্তর্দর্শিভিস্তু ভবানুপলব্ধ-নিজসুখানুভব এব ভবতি। কদা। আত্মযোগৈর্যম-নিয়মাদিভির্যঃ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং তেন পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবিতঃ কুতঃ পরিস্ফুটঃ পারমহংস্যধর্ম্মো ভক্তিযোগস্তেন উদ্ঘাটিততমঃ-কপাটং দ্বারং যস্য তথাভূতে চিত্তে চিত্তমন্দিরে অপাবৃতঃ অপগতাবরণঃ আত্মলোকে বৈকুণ্ঠধামনি বর্ত্তমানঃ। চিত্তস্যৈতাদৃশত্বে সতি তন্মধ্যে এব সহ-বৈকুণ্ঠলোকো ভবান্ স্ফুরতীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুহূতয়ে' (৩০ শ্লোক)—বহু নামধারী আপনাকে নমস্কার, ইহা বলা হইয়াছে, অতএব বহু নামের দ্বারা সম্বোধন-পূর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। হে ভগবন্ ! অর্থাৎ যিনি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণত্বই বলিতেছেন—হে নারায়ণ ! তুমিই নিজ অংশাধিক্যক্রমে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামিরূপে ক্ষীরোদকশায়ী, ও কারণার্ণবশায়ী হইয়া থাক—এই অর্থ। তাহা অপেক্ষাও পূর্ণত্বহেতু হে বাসুদেব ! চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেব নামরূপ, তদপেক্ষাও পরিপূর্ণ বলিয়া হে আদিপুরুষ ! পরমব্যোমাধিপতি। যদি বলেন—দেখুন, কি প্রকারে ইহা অবগত হইলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'মহাপুরুষ-মহানুভব' ! মহাপুরুষগণের বলিতে সেই সেই ভক্তগণের যে সকল মহান্ অনুভাব, অর্থাৎ অনুরূপ মহাপ্রভাবসকলই যাঁহার, সেই তুমি। দেখুন—মহাপ্রলয়কালে আমার ভক্ত, আমার ধাম ও আমার আকৃতিসমূহের কি সম্বাদ ? অর্থাৎ তাঁহারাও কি মহাপ্রকৃতিতে লীন হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ', মঙ্গল প্রাকৃত বস্তু, আর অপ্রাকৃত মঙ্গল বস্তুসমূহই পরম মঙ্গল, তোমার ভক্ত, ধাম প্রভৃতির পরম কুশলত্ব যাঁহা হইতে, সেই তুমি পরম কল্যাণরূপ, যেহেতু তোমার ভক্ত, ধামাদি কখন কালের দ্বারা নিয়মিত হয় না—এই ভাব। আরও, অপার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সিন্ধু তোমার করুণাই, কালের দ্বারা গ্রস্যমান বহির্দর্শী আমরা আশ্রয় করিয়া থাকি, ইহা বলিতেছেন—হে পরম কারুণিক ! কিন্তু অন্তর্দর্শিগণের নিকট আপনি 'উপলব্ধ-নিজসুখানুভবঃ'—নিজসুখের অনুভবস্বরূপে উপলব্ধ হন (অর্থাৎ অন্তর্য্যামী তত্ত্বের প্রকট হইলে স্বয়ংই আত্মার যে স্বরূপ-সুখের উপলব্ধি ঘটে, সেই সুখেরই অনুভবস্বরূপে আপনি তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হন)। যদি বলেন—কখন ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মযোগ-সমাধিনা' ইত্যাদি, আত্মযোগের দ্বারা বলিতে যম, নিয়মাদির দ্বারা যে সমাধি, অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, তাহার দ্বারা 'পরিভাবিতঃ'—সর্ব্বতোভাবে যে সংশোধন। তাহা কি প্রকারে হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরিস্ফুট'-ইত্যাদি, পরিস্ফুট বলিতে পরিস্ফুরিত যে পারমহংস্যধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি-

যোগ, তাহার দ্বারা তমোরূপ কপাট উন্মুক্ত হইয়াছে যে চিত্তের, সেই চিত্তমন্দিরে আবরণ অপগত হওয়ায় আত্মলোক বলিতে বৈকুণ্ঠধাম যখন প্রকটিত হয়, তখন। চিত্তের এতাদৃশ অবস্থা হইলে তন্মধ্যেই আপনি বৈকুণ্ঠলোকের সহিত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (ত্বং) অশরণঃ (আয়তনানপেক্ষঃ) অশরীরঃ (প্রাকৃত-শরীররহিতঃ) অনপেক্ষিতাস্মাৎ-সমবায়ঃ (ন অপেক্ষিতঃ অস্মৎসমবায়ঃ সাহচর্য্যং যেন সঃ তাদৃশঃ তথা জগতঃ উপাদানবারণস্বরূপোঽপি) অবিক্রিয়মাণেন (নির্ব্বিকারেণ উর্ণনাভির্যথা নির্ব্বিকারেণ স্বরূপেনৈব তন্তুময়ং স্বগৃহং সৃজতি তদ্বৎ) আত্মনা এব (স্বেনৈব স্বরূপেণ) ইদং সগুণং (বিবিধবিচিত্রগুণযুক্তং) (বিশ্বং) সৃজসি পাসি হরসি (অপি চ স্বয়ম্) অগুণঃ (রজ-আদিভিঃ নিখিলৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈশ্চ রহিতো ভবসি অতএব) তব অয়ং বিহারযোগঃ (বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলাযোগঃ) দুরববোধঃ (দুর্জ্ঞেয়ঃ) এব (ভবতীতিশেষঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আপনি আশ্রয়হীন এবং প্রাকৃত শরীর রহিত হইয়াও আমাদিগের কোনরূপ সহায়তার অপেক্ষা করিতেছেন না। আপনি এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার আত্মস্বরূপে এই মায়াগুণময় বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন। অথচ আপনি স্বয়ং নির্গুণ ; আপনার এই ক্রীড়াযোগ অতীব দুর্ব্বোধ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ-স্বীয় বৈকুণ্ঠলোকে সদা বিহরন্নাত্মারামো গুণাতীতোঽপি প্রপঞ্চলোকে অস্মদাদি-দুর্জ্ঞেয়প্রকারৈঃ সৃষ্টাদিভির্বিহরসীত্যাহঃ। দুরববোধ ইতি বিহারযোগঃ ক্রীড়াযুক্তত্বং দুরববোধ ইবেতি ত্বদ্ভক্তবিজ্ঞৈঃ সুবোধোঽপ্যন্যৈর্দুর্ব্বোধঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ যদশরণো নিরাশ্রয়এব অশরীরঃ শারীরচেষ্টারহিত এবেতি। সৃষ্টিকর্ত্তা হি সাকার এব সহস্র-শীর্ষেত্যাদি শ্রুতেঃ। ন অবেক্ষিতং অস্মাকং ইন্দ্রাদীনাং হস্তাদ্যধিষ্ঠাতৃণাং সমবায়ঃ সাহায্যং যেন সঃ। আত্মনৈব স্বেনৈব আত্মন উপাদানত্বেঽপ্যবিক্রিয়মাণেনৈব বিবর্ত্তবাদাঙ্গীকারেত্ব বিক্রিয়মাণত্বং ন চিত্রং, চিত্রং খলু তদনঙ্গীকার এব। অতএব বক্ষ্যতে গজেন্দ্রেণ নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়েতি কারণস্যাদ্ভুতত্বমুপাদানত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বমেবেতি। অগুণঃ সন্ সগুণং বিশ্বং সৃজসি কুলালাদির্হি কিঞ্চিৎস্থানমবলম্ব্য স্বশরীরঞ্চ প্রবর্ত্ত্য স-সহায়ো মৃদাদিবস্তুন্তরেণ বিক্রিয়মাণেনৈব সগুণ এব সগুণং ঘটং সৃজতীতি দৃষ্টমিতীদমেকং দুর্জ্ঞেয়ত্বং সৃষ্টৌ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্বীয় বৈকুণ্ঠলোকে সদা বিহার করিয়াও, আত্মারাম ও গুণাতীত হইয়াও তুমি এই প্রপঞ্চলোকে আমাদের দুর্জ্ঞেয়রূপে সৃষ্ট্যাদির দ্বারা বিহার করিতেছ, ইহা বলিতেছেন—'দুরববোধ ইব' ইত্যাদি, তোমার যে বিহারযোগ, ক্রীড়াযুক্তত্ব (ক্রীড়াসম্বন্ধ) অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধের ন্যায় বোধ হইতেছে, তোমার ভক্ত বিজ্ঞগণের নিকট সুবোধ হইলেও অন্যের নিকট উহা দুর্ব্বোধই—এই অর্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদশরণঃ' ইত্যাদি, তুমি নিরাশ্রয় (আশ্রয়শূন্য) এবং শারীরিক চেষ্টারহিতই। এই জগতে সৃষ্টিকর্ত্তা সাকারই হইয়া থাকেন, শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'—পুরুষ সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাদ ইত্যাদি। 'অনবেক্ষিত'—হস্তাদির অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রাদি আমাদের কোনরূপ সাহায্যের যিনি অপেক্ষা করেন না, সেই তুমি। 'আত্মনৈব'—নিজ আত্মদ্বারাই আত্মার উপাদনত্ব হইলেও অবিক্রয়মাণ (নির্ব্বিকার) হইয়াই (এই গুণময় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছ)। বিবর্ত্তবাদ অঙ্গীকার করিলে তোমার নির্ব্বিকারত্ব কোন বিচিত্র নহে, বিচিত্র ইহাই যে তাহার অনঙ্গীকার। অতএব গজেন্দ্রও বলিবেন—"নমো নমস্তেঽখিলকারণায়" (৮।৩।১৫) অর্থাৎ হে সর্ব্বকারণরূপ, অথচ তুমি নিষ্কারণ এবং অদ্ভুতকারণ, তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি ; এখানে কারণের অদ্ভুতত্ব ইহাই যে উপাদানত্ব হইলেও নির্ব্বিকারত্বই। তুমি নিজে নির্গুণ (প্রাকৃত গুণরহিত) হইয়াও সগুণ (প্রাকৃত গুণময়) বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু কুলালাদি (কুম্ভ-

কার প্রভৃতি) কোন স্থান অবলম্বন করিয়া, শরীর ধারণ করিয়া, সহায়যুক্ত হইয়া, বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্য বস্তুর দ্বারাই নিজে সগুণ হইয়াই সগুণ ঘটাদি সৃষ্টি করে—ইহা দেখা যায়, তোমার সৃষ্টিতে ইহাও এক দুর্জ্ঞেয়ত্বই ॥ ৩৩ ॥

———

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গ-পতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলফলমুপাদদাতি। আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দেবদত্তবৎ (দেবদত্তঃ যথা ইহ-সংসারে গৃহাদিনির্ম্মায়) তত্র (স্বকৃতশুভাশুভয়োঃ ফলম্ আদত্তে তথা) ভবান্ (ব্রহ্মস্বরূপঃ সন্) ইহ (সংসারে) গুণবিসর্গ-পতিতঃ (জীবরূপেণ গুণ-কার্য্যে শরীরে প্রবিষ্টঃ) পারতন্ত্র্যেণ (কালকর্ম্ম-স্বভাবাদ্যধীনতয়া) স্বকৃতকুশলাকুশলফলং (স্বকৃতয়োঃ শুভাশুভয়োঃ কুশলাকুশলং সুখদুঃখাত্মকং ফলম্) উপাদদাতি (ভুঙ্‌ক্তে)। আহোস্বিৎ, (কিম্বা) আত্মারামঃ উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শনঃ (সমঞ্জসম্ অপ্রচ্যুতং দর্শনং চিচ্ছক্তিঃ যস্য তাদৃশঃ ভবান্) উদাস্তে (উদাসীনতয়া সাক্ষিতয়া বর্ত্ততে) ইতি হ বাব ন বিদামঃ (ইত্যপি নৈব বিদ্মঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দেবদত্তাদিসংসারিজীবগণ যেমন সংসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বকৃত শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়, আপনিও কি তেমনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও এই সংসারে জীবরূপে গুণকার্য্যভূতশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কালকর্ম্মাদির অধীনে স্বকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মফলভোগ করেন, কিম্বা আত্মারাম উপশমশীল ও নিত্যচিচ্ছক্তিযুক্ত অবস্থায় কেবলমাত্র সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—শিষ্টানাং পালনং হি দুষ্টানাং সংহারং বিনা ন ভবতীত্যন্তর্ভূতসংহারকস্য পালনস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহুঃ অথেতি। দেবদত্তঃ প্রাকৃতজীবো যথা গৃহাদিকং নির্ম্মায় তত্র মিত্র-শত্রূদাসীনাদিগহনে সংসারে প্রবিশ্য স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মফলং সুখদুঃখং ভুঙ্‌ক্তে, তথৈব তত্র ভবানিত্যাদরে ত্বমপি গুণেভ্যঃ সত্ত্বরজস্তমোভ্যো বিবিধং সর্গো যেষাং তেষু গুণবিসর্গেষু দেবাসুররাক্ষসাদিষু পরস্পরবিঘাতিষু মধ্যে পতিতঃ উপেন্দ্র-কৃষ্ণ-রামাদ্যবতারেষু শিষ্টপালন-দুষ্টনিগ্রহয়োঃ প্রবৃত্তঃ ভোগৈশ্বর্য্যসুখং সংগ্রামাদিশ্রমদুঃখঞ্চ যৎ প্রাপ্নোষি, তৎ কিং পারতন্ত্র্যেণ কর্ম্মাধীনত্বেন স্বকৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ কুশলাকুশলং সুখদুঃখং উপাদদাতি স্বীকরোতি, আহোস্বিৎ কিং বা সমঞ্জসদর্শনঃ অপ্রচ্যুতচিচ্ছক্তিকঃ। উদাস্তে সাক্ষিত্বান্ সুখং দুঃখং স্বীকরোতীতি ন বিদামঃ তত্ত্বং ন বিদ্মঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিষ্টের পালনকার্য্য দুষ্টজনের সংহার ব্যতীত হয় না, এইজন্য অন্তর্ভূত-সংহারক পালনেরও দুর্জ্ঞেয়ত্বই, ইহা বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। দেবদত্ত একজন প্রাকৃত জীব, সে যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া, সেখানে মিত্র, শত্রু, উদাসীনাদি পরিবৃত সংসারে প্রবেশ-পূর্ব্বক স্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করে, সেইরূপ 'ভবান্ কিং'—আপনিও কি ? এখানে আদরার্থে ভবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'গুণ-বিসর্গ-পতিতঃ'—আপনিও কি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বিবিধ সৃষ্টি যাহাদের, সেই সকল গুণ-বিসর্গ পরস্পর আঘাতকারী দেবতা, অসুর ও রাক্ষস-দিগের মধ্যে (অর্থাৎ দেবাসুর-যুদ্ধাদিস্বরূপ গুণপরিণামের মধ্যে) পতিত হইয়া কৃষ্ণ, রামাদি অবতারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের নিগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য সুখ এবং সংগ্রামাদি শ্রমজনিত যে দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা কি 'পারতন্ত্রেণ'—কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদির অধীনে স্বকৃত পুণ্য ও পাপের কুশল ও অকুশল সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতেছেন ? 'আহোস্বিদ্'—অথবা, 'সমঞ্জস-দর্শনঃ উদাস্তে'—আপনার চিৎশক্তির কোন বিচ্যুতি ঘটে না বলিয়া, (আপনি আত্মারাম ও উপশমশীল হইয়া) সাক্ষিরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, এইহেতু সুখ, দুঃখ ভোগ করেন না, সেই তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—অথ তত্র ভগবান্ কিং দেবদত্তবদিত্যাক্ষেপঃ। অচিন্ত্যশক্তেরনন্তগুণস্য কুতঃ পারতন্ত্র্যাদিকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

———

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিত-গুণগণ ঈশ্বরেঽনবগাহ্য-মাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্কবিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ-করণাশয়-দুরবগ্রহ-বাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতি অপরিমিতগুণগণে (অপরিমিত-গুণগণাঃ যস্য তস্মিন্) ঈশ্বরে অনবগাহ্য-মাহাত্ম্যে (অনবগাহ্যম্ অতর্ক্যং মাহাত্ম্যং যস্য তস্মিন্ অসীমমহিম্নি) অর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ-করণাশয়দুর-বগ্রহবাদিনাং (বিকল্পঃ এবং বা এবং বেতি, বিতর্কঃ কিমত্রযুক্তমিতি বিচারঃ ইত্থমেবেতি তত্র প্রমাণাভাসাঃ দুষ্টপ্রমাণানি তদনুগ্রাহকাঃ কুতর্কাশ্চ অর্ব্বাচীনাঃ বস্তু-স্বরূপাসংস্পর্শিনঃ নব্যকল্পিতাঃ বিকল্পাদয়ঃ যেষু শাস্ত্রেষু তৈঃ কলিলং ব্যাকুলম্ অন্তঃকরণম্ আশয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য দুরবগ্রহস্য দুরাগ্রহস্য তৈঃ এব বাদিনঃ বিবাদপরায়ণাঃ তেষাং) বিবাদানবসরে (বিবাদস্য অনবসরে অগোচরে অবিষয়ে) উপরতসমস্তমায়াময়ে (উপরতঃ নিরস্তঃ সমস্তঃ মায়াময়ঃ সংসার যস্মিন্) কেবলে (অদ্বিতীয়ে অপি ত্বয়ি) উভয়ং ন বিরোধঃ (বিরুধ্যতে ইতি বিরোধঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বং সুখিত্ব-দুখিত্বাদিকং চ উভয়ং ত্বয়ি ভগবতি ন বিরুদ্ধম্) আত্মমায়াম্ (অঘটন-ঘটন-কারিণীম্) অন্তর্ধায় (মধ্যে নিধায়) স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ (স্বরূপদ্বয়স্য অভাবাৎ) কোঽন্বর্থঃ (কর্ত্তৃত্বাদির্দুর্ঘটঃ অসঙ্গতঃ এব ভবতীতি যদি বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি ভবেৎ তর্হি বিরোধঃ স্যাৎ ন তু তদস্তীত্যাহঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আপনার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয়। কারণ আপনি ভগবান্, আপনি অপরিমিত গুণগণশালী ঈশ্বর, আপনার মাহাত্ম্য অন্যের অবোধ্য। বৈশেষিকাদি নব্য-শাস্ত্রে বিকল্প (এইরূপ কিম্বা এইরূপ ?) বিতর্ক (এস্থলে কোনটী যুক্তযুক্ত ?) বিচার (এইরূপই হইবে) ও প্রমাণাভাস (দুষ্টপ্রমাণ) অবলম্বনপূর্ব্বক কুতর্কাদি বিদ্যমান, তদ্দ্বারা যাহাদিগের চিত্ত-বিভ্রান্ত হইয়াছে তাহারা প্রকৃতবস্তু সংস্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদের দুষ্ট আগ্রহ নিবন্ধন যে বিবাদ উপস্থিত হয় আপনি তাহার অগোচর, আপনি সমস্ত মায়া প্রপঞ্চ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, আপনি অদ্বিতীয়, আপনাতে কর্ত্তৃত্ব-অকর্ত্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কিছুই বিরুদ্ধ নহে। অঘটনঘটনপটীয়সী আত্মমায়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তির সাহায্যে আপনাতে দুর্ঘট কি আছে ? যেহেতু আপনাতে স্বরূপদ্বয় অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তি এই অবস্থাদ্বয় বর্ত্তমান নাই। (অতএব স্বকীয় মায়াপ্রভাবে তুমি সকলই করিতে পার) ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—বিরোধমুক্ত্বা ভক্তানাং মতে তস্য পরিহারমাহঃ ন হীতি, বিরুদ্ধ্যত ইতি বিরোধঃ। উভয়-মাত্মারামত্বম-প্রাকৃতসুখদুঃখিত্বং চ ত্বয়ি ন বিরুদ্ধ-মিত্যর্থঃ। ন হ্যন্যদৃষ্টান্তেন ত্বয়ি বিকল্পো যুজ্যতে অতর্কৈশ্বর্য্যত্বাদিত্যবিরোধে হেতুনাহঃ ভগবতী-ত্যাদি। প্রথমং সুখদুঃখিত্বং ভগবতী-পদদ্বয়েনাহঃ ভগবতীতি। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি বৈষ্ণবোক্তেরপ্রাকৃতজ্ঞানাদি-ষড়ৈশ্বর্য্যবত্ত্বেনাজ্ঞানমূলকং সর্ব্বমেব প্রাকৃতং সুখদুঃখং ত্বয়ি নাস্তীত্যবগতম্। ননু তর্হ্যন্যে সুখদুঃখে ময়ি কুতস্ত্যে তত্রাহঃ। অপরিগুণিত-গুণানাং প্রেমবশ্যত্বভক্তবাৎসল্যাদীনাং গণা যস্মিন্, তেন হ্যসুররাক্ষসাদিভ্যস্তুভক্তানাং প্রহলাদ-বিভীষণা-দীনাং পাণ্ডব-যাদবাদীনাং নিত্য-পার্ষদানাং সাধকভক্তানামপ্যনন্তানাং ভক্তাভাসানামস্মদাদিদেবানাঞ্চ কষ্টে বৃত্তে সতি, তত্তদ্দুষ্টসংহারার্থবিবিধপ্রয়াসজ্ঞাপিতস্য ত্বদীয়দুঃখস্য তথা তেষামেব তত্তদ্বিপদুত্তীর্ণানামব-গ্রহজাজ্জ্বল্যমানসস্যানাং কাদম্বিনী বৃষ্যমাণামৃতসিক্তা-নামিব লব্ধভবদ্দর্শনানাং পরমসুখে বৃত্তে সত্যদ্ভুতস্য তব সুখস্য চ ভক্তবাৎসল্যপ্রেমবশ্যতৈকনিদানত্বাদ-প্রাকৃতে এব তে সুখদুঃখে ভবতঃ। কিঞ্চ সুখদুঃখে অপি তে চিন্ময়সুখরূপে এব প্রেম্নশ্চিচ্ছক্তিসারবৃত্তি-ত্বাৎ কিং পুনর্ব্রজদেব্যাদীনাং বৈদেহ্যাশ্চ সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভজনিতে সুখেদুঃখে তে তু প্রেমপরমকাষ্ঠাময়-ত্বাৎ পরমসুখরূপে এব স্তঃ। ততশ্চ চিৎস্বরূপস্য তব চিৎস্বরূপয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ রমমাণস্যাত্মারামত্বং সুখদুঃখবত্ত্বমৈক্যাদবিরুদ্ধমেব প্রতিপাদিতম্। নন্বেবং কৈরপি দার্শনিকৈর্নাহং নিরূপ্যো তত্রাহঃ। ঈশ্বরে ত্বয়ি ঈশিতব্যানাং তেষাং নিরূপণাযোগ্যতা যুক্তেবেতি

ভাবঃ। যতোহনবগাহ্যং ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ত্বদ্বচনাত্তেষাং ভক্তিহীনানামবগাহনার্হং মাহাত্ম্যং যস্মিন্। ননু যুষ্মৎপ্রতিপাদিতে ষৎ ষড়ৈশ্বর্য্যাণাং প্রেম্নশ্চ চিন্ময়ত্বে তৈর্বহ্ব্য এবানুপপত্তয় উদ্গৃহ্যন্তে তত্রাহুঃ। অর্ব্বাচীন-বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শিনো বিকল্পাদয়ো যেষু শাস্ত্রেষু তৈঃ কলিলং ব্যাকুলং যদন্তঃকরণং আশয়ঃ তত্র আশেরতে সদৈব শয়িত্বা তিষ্ঠন্তি যে দুরবগ্রহাঃ দুরাগ্রহাস্তৈরেব বাদিনাং নানাবাদোদ্গ্রাহবতাং বিবাদস্যানবসরে অগোচরে। তত্র বিকল্প এবং বা এবং বেত্যাকারঃ বিতর্কঃ, কিমত্র যুক্তমিত্যনিশ্চয়ঃ। বিচার ইত্থমেবেতি নিশ্চয়ঃ। তত্র প্রমাণাভাসাঃ কুৎসিতাস্তর্কা ইতি। নন্বনুপপত্তৌ সত্যাং কুতো বিবাদাভাবস্তত্রাহুঃ। উপরতাঃ সমস্তা মায়াময়াঃ মায়িকাঃ পদার্থা যত্র তস্মিন্নিতি বিবাদানাং মায়াশক্তিকার্য্যত্বাৎ তব তু মায়া-মায়িকপদার্থাতিরিক্তবস্তুত্বাৎ কুতো বিবাদপ্রসক্তিসম্ভাবনাপীত্যর্থঃ। ননু তদপি যুষ্মৎসাহায্যার্থং সমুদ্রমন্থনাদৌ পাণ্ডবসাহায্যার্থং সারথ্যদূত্যাদৌ যাদবপালনার্থং জরাসন্ধাদ্যুপদ্রবোত্থভয়পলায়নাদৌ কর্ম্মণি প্রত্যক্ষত এব সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানং মদীয়দুঃখং কথং চিন্ময়-সুখরূপং ভবেদিত্যত আহুঃ কেবলে এবেত্যাদি। ত্বয়ি মায়াশক্তি-বিনাভূতে সত্যেব যা আত্মমায়া অচিন্ত্যযোগমায়া তাং অন্তর্দ্ধায় মধ্যে কৃত্বা কো নু অর্থো দুর্ঘট ইতি ত্বদনুভবে সুখময়ে কঃ প্রবেষ্টুং শক্নুয়াদিতি নাত্র প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণং প্রবর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি বচনাৎ। নন্বলমচিন্ত্যশক্তিস্বীকারেণ মম ভগবৎস্বরূপেণ ভক্তবাৎসল্যোত্থসুখদুঃখাদিমত্ত্বং ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বত্র তাটস্থ্যাদাত্মারামত্বমিতি স্বরূপদ্বয়স্য ক্রমেণ ধর্ম্মদ্বয়মস্তু তত্রাহুঃ—স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি। একস্যৈব ভগবতস্তব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বমেব ব্রহ্মত্বং অলৌকিকবিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বমেব ভগবত্ত্বমিতি, দূরবর্ত্তিভি-র্জ্ঞানিভিরলৌকিক-বিশেষ-গ্রহণাসমর্থৈস্ত্বমেব ব্রহ্মসমীপবর্ত্তিভির্ভক্তৈরলৌকিক - বিশেষ-গ্রহণসমর্থৈর্ভগবানিতি ত্বমেবোচ্যসে ইত্যর্থঃ। তব কৃপায়াঃ পরমাণুত্ব-পরমমহত্ত্বে এব দুরত্বসমীপত্বয়োর্হেতু জ্ঞেয়ে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিরোধ বলিয়া এক্ষণে ভক্তগণের মতে তাহার পরিহার বলিতেছেন—'ন হি বিরোধঃ' ইত্যাদি, যাহা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা বিরোধ, অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাশ্রয়-বিগ্রহ আপনাতে কোন বিরোধ নাই। 'উভয়ং'—আত্মারামত্ব এবং অপ্রাকৃত সুখ-দুঃখিত্ব আপনাতে বিরুদ্ধ নহে, এই অর্থ। অন্য কোন দৃষ্টান্তের দ্বারা আপনাতে বিকল্প (বিপরীত বিবিধ কল্পনা) যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু আপনার ঐশ্বর্য্য তর্কাতীত। অবিরোধের কারণসমূহ বলিতেছেন—'ভগবতি' ইত্যাদি। প্রথমতঃ সুখ-দুঃখিত্ব বলিতেছেন 'ভগবতি' ইত্যাদি দুইটি পদের দ্বারা। 'ভগ' শব্দের অর্থ বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'জ্ঞান-শক্তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভগ'-শব্দের অর্থ—হেয়গুণ-বিবর্জ্জিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ (প্রভাব), এইসকল যাঁহাতে নিত্য বিরাজিত তিনি ভগবান্, ইহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞানাদি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্তত্বহেতু অজ্ঞানমূলক সমস্ত প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি তোমাতে নাই, ইহাই বোধগম্য হইল। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে অন্য সুখ-দুঃখ আমাতে কি প্রকারে আছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অপরিমিত-গুণগণে', যাঁহাতে প্রেমবশ্যত্ব, ভক্তবাৎসল্যাদি অপরিমিত গুণসমূহ বিদ্যমান, সেই তোমাতে (বিরুদ্ধ কিছুই নাই)। অতএব অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি হইতে তোমার নিজভক্ত প্রহলাদ, বিভীষণাদির, নিত্যপার্ষদ পাণ্ডব, যাদবাদির, অনন্ত সাধক ভক্তগণেরও, এমন কি ভক্তাভাস আমাদের ন্যায় দেবগণেরও দুঃখ উপস্থিত হইলে, সেই সেই দুষ্টসংহারের নিমিত্ত বিবিধ প্রয়াসজনিত তোমার দুঃখের, এবং সেই সেই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ তাঁহাদেরও অনাবৃষ্টিহেতু জাজ্জ্বল্যমান শস্যসমূহের উপর মেঘের বারিধারারূপ অমৃতসিক্তের ন্যায় তোমার দর্শনলাভে পরম সুখ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহাতে উদ্ভূত তোমার সুখের, ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমবশ্যতার একনিদানত্বহেতু সেই সুখ ও দুঃখ অপ্রাকৃতই। আরও, সেই সুখ এবং দুঃখও তোমার চিন্ময় সুখরূপই, যেহেতু উহা প্রেমের চিচ্ছক্তির সারবৃত্তিরূপ, আর ব্রজদেবীগণের এবং বৈদেহীর সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভজনিত যে সুখ এবং দুঃখ, উহা প্রেমের পরাকাষ্ঠাময়ত্বহেতু পরম সুখ-রূপই। অতএব তুমি চিৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ কর বলিয়া তোমার

আত্মারামত্ব, সুখ-দুঃখযুক্তত্ব একরূপহেতু অবিরুদ্ধই প্রতিপাদিত হইল।

যদি বলেন—দেখুন, কোন দার্শনিকগণই আমাকে এভাবে নিরূপণ করেন না। তাহাতে বলিতেছেন—'ঈশ্বরে', সর্ব্বনিয়ামক আপনাতে, ঈশিতব্য তাহাদের নিরূপণের অযোগ্যতা যুক্তিযুক্তই—এই ভাব। যেহেতু 'অনবগাহ্য-মাহাত্ম্যে'—অনবগাহ্য অর্থাৎ অবিতর্ক্য মাহাত্ম্য যাঁহার তাঁহাতে। 'ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।২১),—একমাত্র অহৈতুকী ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়, আপনার এই বচন অনুসারে ভক্তিহীন তাহাদের আপনার মহিমাতে অবগাহনের অযোগ্যতাই। যদি বলেন—তোমাদের প্রতিপাদিত ষড়ৈশ্বর্য্য এবং প্রেমের চিন্ময়ত্বে তাহারা বহুবিধ অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাহাতে বলিতেছেন—'অর্ব্বাচীন' ইত্যাদি, অর্ব্বাচীন বলিতে বস্তুস্বরূপের অসংস্পর্শী বিকল্পাদি যে সকল শাস্ত্রে রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা ব্যাকুল যে অন্তঃকরণ, তাহাতে সর্ব্বদাই শয়ন করিয়া অবস্থিত যে সকল দুরাগ্রহ, তাহাদের দ্বারা নানা বাদ উত্থাপনকারী বিবাদের আপনি অগোচর (অর্থাৎ যে শাস্ত্রসমূহ অর্ব্বাচীন বলিতে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণে অযোগ্য—বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস ও কুতর্কে পরিপূর্ণ। অতএব বিবিধ বাদিগণের চিত্ত তাদৃশ শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় ব্যাকুল হইলে, তাহারা তজ্জনিত দুরাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল বিবাদ উত্থাপন করে, আপনার স্বরূপ ঐ সকল বিবাদের অগোচর)। তন্মধ্যে কোন বস্তু সম্বন্ধে—'ইহা এরূপ, কিম্বা এরূপ', এজাতীয় বুদ্ধিই বিকল্প, 'এ বিষয়ে কোন্‌টি যথার্থ', এ জাতীয় অনিশ্চিয়তা বুদ্ধিই বিতর্ক এবং 'ইহা এরূপই হইবে'—এ জাতীয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিচার। আর প্রমাণাভাস হইতেছে কুৎসিত তর্ক। যদি বলেন—দেখুন, অসঙ্গতি থাকিলে বিবাদের অনবসর কিপ্রকারে হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'উপরত-সমস্তমায়াময়ে', উপরত (নিরস্ত) হইয়াছে সমস্ত মায়াময় বলিতে মায়িক পদার্থসমূহ যেখানে, তাদৃশ তোমাতে, বিবাদসকলের মায়াশক্তির কার্য্যত্বহেতু, এবং তুমি মায়া এবং মায়িক পদার্থের অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া, কিপ্রকারে তোমাতে বিবাদপ্রসক্তির সম্ভাবনাও হইতে পারে?—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলেও তোমাদের (দেবতাদের) সাহায্যের নিমিত্ত সমুদ্রমন্থনাদিতে, পাণ্ডবগণের সাহায্যের জন্য সারথ্য, দূত্যাদি কর্ম্মে, যাদবগণের পালনের নিমিত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতির উপদ্রবে ভয় ও পলায়নাদি কর্ম্মে প্রত্যক্ষভাবে সকলের দৃশ্যমান আমার দুঃখ, কিপ্রকারে চিন্ময় সুখরূপ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কেবল এব' ইত্যাদি। আপনি স্বরূপতঃ কেবল অর্থাৎ প্রাকৃত মায়াশক্তির অস্পৃশ্য (বিশুদ্ধ অদ্বৈতস্বরূপ) হইলেও, আপনার যে আত্মমায়া বলিতে অচিন্ত্যযোগমায়া, তাহা 'অন্তর্দ্ধায়'—মধ্যে অবলম্বন করিয়াই, 'কো নু অর্থঃ দুর্ঘটঃ'—কোন্ বস্তু আপনাতে অসম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সুখময় আপনার অনুভবে কে প্রবেশ করিতে পারে? এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না—এই ভাব। যেমন স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—অচিন্ত্য (যাহা প্রকৃতির পর) ভাবসকলকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না। দেখুন—অচিন্ত্য শক্তিস্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, আমার ভগবৎস্বরূপের দ্বারা ভক্তবাৎসল্যজনিত সুখ, দুঃখাদি-যুক্তত্ব এবং ব্রহ্মস্বরূপের দ্বারা সর্ব্বত্র তটস্থরূপে (সাক্ষিরূপে) আত্মারামত্ব—এইরূপ স্বরূপদ্বয়ের যথাক্রমে দুইটি ধর্ম্ম হউক, তাহাতে বলিতেছেন—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ', (অর্থাৎ তত্ত্বতঃ তোমার স্বরূপে দ্বৈত নাই, কেবল একই পরতত্ত্বস্বরূপের ধর্ম্মদ্বয়, যাঁহারই ভগবত্ত্ব, তাঁহারই ব্রহ্মরূপ-কেবলত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে)। একই ভগবান্ তোমার নির্ব্বিশেষ জ্ঞানগম্যত্বই ব্রহ্মত্ব, এবং অলৌকিক বিশেষজ্ঞানগম্যত্বই ভগবত্ত্ব। দূরবর্ত্তী জ্ঞানিগণ অলৌকিক বিশেষগ্রহণে অসমর্থহেতু তোমাকেই ব্রহ্ম বলেন, এবং সমীপবর্ত্তী ভক্তগণ অলৌকিক বিশেষ গ্রহণে সমর্থ, এইজন্য তোমাকেই ভগবান্ বলিয়া থাকেন—এই অর্থ। তোমার কৃপার পরমাণুত্ব এবং পরমমহত্ত্বই দূরত্ব এবং সমীপত্বের হেতু বলিয়া বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ ভক্তগণে তোমার কৃপার আধিক্যহেতু তাঁহারা তোমার সমীপে থাকিয়া তোমার অপ্রাকৃত রূপ রস সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করেন, অপরপক্ষে জ্ঞানিগণে তোমার কৃপার অল্প প্রকাশহেতু তাহারা দূরে অবস্থান

করতঃ তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করেন।)॥ ৩৫॥

মধ্ব—উপরতসমস্তমায়াময়ে। প্রাকৃতস্বভাববর্জ্জিতে। কেবলং স্বাত্মমায়াং নিজসামর্থ্যম্। স্বরূপদ্বয়াভাবাদিত্যাদি-সমাধানম্। স্বতন্ত্রঃ পরতন্ত্রো বাজ্ঞোঽজ্ঞোদুঃখী সুখী নু কিম্। ইত্যাদি সংশয়ঃ কুস্যাজ্ঞানিনাং পুরুষোত্তমে।

তস্যানন্তগুণত্বাৎ পূর্ণশক্তিত্বাচ্চ হরেঃ।
স্বাতন্ত্র্যাদিকমেবাস্য বিদো জানন্তি নিশ্চয়াৎ॥
ঘটকত্বাদ্দুর্ঘটস্য দুর্জ্জেয়ত্বাচ্চ সর্ব্বশঃ।
তচ্ছক্তেরবিদো জীবং পরতন্ত্রং বদন্ত্যমুম্।
এবং দুর্ঘটয়া শক্ত্যাজ্ঞোঽজ্ঞানাং পরমেশ্বরঃ ॥৩৫॥

সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা রজ্জুখণ্ডঃ (যথার্থবুদ্ধীনাং রজ্জুরূপেণ ভাসমানঃ অপি) সর্পাদিধিয়াং (সর্পাদিবিষয়া ধীঃ যেষাং তেষাং ভয়ঙ্করাদিরূপেণ প্রতিভাতি যথার্থবুদ্ধীনাং রজ্জুজ্ঞানবতাং অভয়ং প্রযচ্ছতি ইতি তথা ত্বং সচ্চিদানন্দপূর্ণগুণ-স্বরূপেণ ভাসমানঃ অপি) সমবিষমমতীনাং (সমমতীনাং যথার্থ বুদ্ধীনাং বিষমমতীনাং ভ্রান্তবুদ্ধীনাং) মতম্ অনুসরসি (আনন্দং নিরানন্দং চ যথাক্রমং প্রযচ্ছসি)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—যেমন রজ্জুখণ্ডকে যথার্থবুদ্ধিশালী ব্যক্তি রজ্জু বলিয়াই জানিতে পারে বলিয়া তাহা হইতে কখনও ভয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করিয়া তাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমিও তেমনি সমবুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিকে অভয় প্রদান কর এবং বিষমবুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে ভয় প্রদান কর। বস্তুতঃ তাহারা নিজ-নিজ মতিভেদেই যথাক্রমে ভয় ও অভয় প্রাপ্ত হয়—তোমাতে সমবিষমভাব নাই॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। তদপি সংসারপরম্পরা সিদ্ধ্যর্থং তেষামভক্তানাং মতং নৈবোচ্ছন্নীকরোষীত্যাহুঃ। সমা ব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ বিষমা তৎপ্রাতিকূল্যবত্ত্বাচ্চ মতির্যেষাম্। যদ্বা স্বরূপভূতাভ্যাং ব্রহ্মত্ব-ভগবত্ত্বাভ্যাং সমেঽপি একেরূপেঽপি ত্বয়ি বিষমা মায়াতীতস্য ব্রহ্মণ এব মায়া-শাবল্যে সতি ভগবত্ত্বমিত্যেবং বৈষমাবতী মতির্যেষাং মতমনুসরসি প্রাপ্নোষি, মতমেবাহুঃ—সর্পাদিধিয়াং রজ্জু খণ্ড ইব ব্রহ্মণ্যাত্মারামত্বমেব সত্যং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং তু মায়াপ্রত্যায়িতত্বাদমূলকং সুখদুঃখাদিকং অলীকমেবেতি নৈবাস্তি বিরোধ ইতি॥ ৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তাহা হইলেও সংসারপরম্পরা সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকল অভক্তগণের মত কখন উচ্ছেদ কর না—ইহা বলিতেছেন—'সমবিষম-মতীনাং', ব্রহ্ম-বিষয়ত্ব বলিয়া সম এবং তৎপ্রাতিকূল্যহেতু বিষম বুদ্ধি যাহাদের, অথবা—স্বরূপভূত ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্বের দ্বারা একরূপ হইলেও, তোমাতে বিষমা অর্থাৎ মায়াতীত ব্রহ্মেরই মায়াযুক্তত্ব হইলে ভগবত্ত্ব—এইপ্রকার বিরুদ্ধ মতি যাহাদের, তাহাদের মত তুমি অনুসরণ করিয়া থাক (অর্থাৎ তোমার মায়াবশতঃ লোকের মতিভেদ ঘটিলে, তাহারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে তোমার মধ্যে সাম্য বা বৈষম্য দর্শন করে)। মত বলিতেছেন—'সর্পাদিধিয়াং রজ্জুখণ্ড ইব' (অর্থাৎ রজ্জুস্বরূপের যাথার্থ্য অবধারণরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সাদৃশ্যবশতঃ রজ্জুতে যাহাদিগের সর্পবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাদিগের নিকটে যেমন একই রজ্জু বিভিন্নাকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সম-বিষমমতিদিগের অর্থাৎ অনিশ্চিতবুদ্ধিদিগের সম্বন্ধে তুমি তাহাদের বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া নানাকারে প্রতিভাত হইয়া থাক)। রজ্জুখণ্ডে সর্পাদি বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়, ব্রহ্মস্বরূপে আত্মারামত্বই সত্য, কিন্তু ভক্তবাৎসল্যাদির মায়াপ্রত্যায়িতত্বহেতু অমূলক সুখ-দুঃখাদি মিথ্যাই—এই প্রকারে কোন বিরোধ নাই॥ ৩৬॥

মধ্ব—

যথা রজ্জুঃসর্পধিয়া রজ্জুবুধ্যাগম্যতে।
তথা যথার্থবুদ্ধ্যা চ মিথ্যা বুদ্ধ্যাবগম্যতে।
স্বেচ্ছয়ৈব মহাবিষ্ণুঃ ফলাদশ্চানুসারতঃ ॥৩৬॥

ইতি তন্ত্র-ভাগবতে।

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সকলজগৎকারণকারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ (বিচারে কৃতে) সঃ এব হি (যঃ নানারূপেণ প্রতীতঃ সঃ এব ভবান্) সর্ব্ববস্তুনি (সর্ব্বপ্রপঞ্চে) বস্তুস্বরূপঃ (সদ্রূপঃ পরমার্থভূতঃ) সর্ব্বেশ্বরঃ সকল-জগৎকারণ-কারণভূত) সকল-জগতঃ যানি কারণানি মহদাদীনি তেষাম্ অপি কারণভূতঃ) সর্ব্ব-প্রত্যগাত্মত্বাৎ (সর্ব্বেষাং জীবানাং প্রত্যগাত্মত্বাৎ অন্তর্য্যামিত্বাৎ) সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিতঃ (সর্ব্বেষাং গুণানাং গুণকার্য্যত্বেন জড়ানাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাম্ আভাসৈঃ প্রকাশৈঃ উপলক্ষিতঃ অন্যথা জড়-তাদাত্ম্যাধ্যাসে জীবস্যাপি জড়-প্রায়ত্বাৎ ত্বাং বিনা জীবস্যাপি নঃ প্রকাশঃ ইতি অতঃ সর্ব্ব-লয়াধিষ্ঠান-তয়া "নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ) একঃ (ভবান্) এব পর্য্যবসিতঃ (ইতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বিচার করিলে দেখা যায় যে, যিনি নানারূপে প্রতীত হন, তিনিই সকল প্রপঞ্চে পরমার্থ-ভূত সৎ-স্বরূপ, তিনিই সর্ব্বেশ্বর জগৎকারণ মহ-দাদিরও কারণীভূত, তিনিই সর্ব্বজীবের প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, তিনিই সকল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-প্রভৃতির প্রকাশকরূপে উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন সকলই জড়প্রায় "নেতি নেতি" এই শ্রুতিদ্বারা পর্য্যবসিত। সেই তিনি—আপনি ভিন্ন আর কেহই নহেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞমতমপহায় তদ্ভক্ত-সম্মতং মতমেব বয়মনুসরাম ইত্যাহুঃ। স এব পূর্ব্বোক্ত-ভগবত্ত্বাদিবিশেষেণ বিশিষ্ট এব বস্তুস্বরূপঃ। বাস্তব বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মত্বাৎ ইন্দ্রিয়া-গোচরত্বাৎ অপ্রত্যক্ষোঽপি সর্ব্বেষাং গুণানাং বুদ্ধীন্দ্রিয়া-দীনাং আভাসৈঃ প্রকাশৈরূপ আধিক্যেন লক্ষিতঃ জ্ঞাতঃ, অনুমিত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং গুণপ্রকাশৈর-নুমীয়তে ভবানিতি। পর্য্যবশেষিতঃ মায়া-মায়িক-বস্তুমাত্র-নিষেধেন নেতি নেত্যাদি শ্রুতিভিরিতি ভাগ-বতামৃত দৃষ্টাঃ। বিনা শারীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদি-সংশ্রয়ম্। বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গম-মিত্যাদ্যাঃ কারিকাঃ অনুসৃত্য দুরববোধ ইত্যাদীনি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এইপ্রকার, অতএব সর্ব্বজ্ঞগণের মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভক্তজনের সম্মত মতই আমরা অনুসরণ করিব, ইহা বলিতে-ছেন—'স এব' ইত্যাদি। সেই পূর্ব্বোক্ত ভগবত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা যিনি বিশিষ্ট, তিনিই এক-মাত্র 'বস্তুস্বরূপ', অর্থাৎ সৎস্বরূপ। 'সর্ব্বপ্রত্য-গাত্মত্বাৎ'—যেহেতু তিনি সকলের প্রত্যগাত্মা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। তিনি অপ্রত্যক্ষ হইলেও 'সর্ব্বগুণা-ভাসোপলক্ষিতঃ'—সমস্ত গুণের বলিতে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশকরূপে উপলক্ষিত, অর্থাৎ আধিক্য-রূপে অনুমিত হইয়া থাকেন। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—'গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্' (১০।২। ৩৫), অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী আপনার দ্বারা জড় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, এইরূপ চিন্তায় আপনার কেবল অনুমান হয় মাত্র, কিন্তু আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয় না। (অনুমানের প্রকার এইরূপ—যিনি বুদ্ধ্যাদি গুণের সাক্ষী এবং অধিষ্ঠাতা আছেন বলিয়া বুদ্ধ্যাদি প্রকাশিত হইতে পারিতেছে, অতএব বুদ্ধ্যা-দির প্রকাশের দ্বারা ঈশ্বরের অনুমান হয়, কিন্তু তাহার দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ করা যায় না। শ্রীভগ-বানের কৃপাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।) 'পর্য্যবশেষিতঃ'—শ্রুতিতেও বস্তুবিচারে 'নেতি, নেতি' ইত্যাদি ক্রমে মায়া, মায়িক বস্তুমাত্র সর্ব্ব পদার্থের নিরাস দ্বারা একমাত্র আপনিই অব-শিষ্ট থাকেন, ইহা বলা হইয়াছে। ভাগবতামৃত গ্রন্থ দৃষ্টে 'দুরববোধ' (৩৩-৩৭ অনুচ্ছেদ) ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইল। শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত লঘুভাগবতামৃতের কারিকা—'বিনা শারীরচেষ্টত্বং' (১৭২) ইত্যাদি। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা যথা—শরীরচেষ্টারহিত, ভূম্যাদি আশ্রয়হীন, সহকারি-বর্জ্জিত ও অবিক্রিয় তোমার কর্ম্ম অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। গদ্যে 'গুণবিসর্গ'—শব্দে দেবাসুর-সংগ্রামাদি বুঝিতে হইবে। তাহাতে পতিত বলিতে আসক্ত। পার-তন্ত্র্য, অর্থাৎ পরাধীনতা। যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার যে পরাধীনতা উহা কৃপাজনিত, সেইহেতু তুমি স্বকৃত, অর্থাৎ আত্মীয়দেবাদিকৃত সুখদুঃখাদিরূপ শুভাশুভ-ফলকে কি নিজের বলিয়া মনে কর? অথবা আত্মারামতানিবন্ধন তাহাতে একেবারেই উদাসীন থাক? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিরুদ্ধ অনন্তশক্তিবিশিষ্ট তোমাতে এই উভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণ-

দ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি বিশেষণ-পঞ্চক তাহাতে হেতু। তন্মধ্যে 'ভগবৎ'—শব্দদ্বারা সার্ব্বজ্ঞ্য, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি পদ হইতে সদ্‌গুণত্ব অর্থাৎ ভক্ত-বাৎসল্য ও দুষ্টবিনাশিত্বাদি, এবং 'কেবল-' পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের অর্থাৎ অনভিব্যক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বরূপের স্পষ্টই অনুভব হইতেছে। যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বত্র (দেবতাগণে ও ভক্তগণে) ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা আছে, তথাপি ভগবৎপদ ও অপরিগণিত-গুণগণ—এই দুই পদের দ্বারা ভক্তানুকূল্যের সম্ভাবনা অর্থাৎ প্রাপ্তি আছে, ইত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

অথহ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টি-শ্রুতি-বিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিতরাং নিরত-নির্ব্বৃতমনসঃ কথমুহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থ-কুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ হ বাব (অতএব হি হে) মধুমথন! তব সকৃল্লীঢ়য়া (সকৃৎ অপি লীঢ়য়া আস্বাদিতয়া) মহিমামৃত-রসসমুদ্রবিপ্রুষা (মহিমা এব অমৃতরস-সমুদ্রঃ তস্য বিপ্রুষা বিন্দুমাত্রেণ ভগবদ্ ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ) স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন (নিষ্যন্দমানম্ অতিশয়েন স্রবৎ যৎ অবিরতং নিরন্তরং সুখং তেন) বিস্মারিতদৃষ্টিশ্রুতিবিষয়সুখলেশাভাসাঃ (বিস্মারিতাঃ দৃষ্টিশ্রুতিবিষয়াঃ সুখলেশাভাসাঃ যেষাং তে) পরমভাগবতাঃ একান্তিনঃ (নিষ্ঠাবন্তঃ ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্যাঃ) সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি (সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ে সুহৃদি চ) সর্ব্বাত্মনি ভগবতি (ত্বয়ি) নিতরাং (অতিশয়েন) নিরত-নির্ব্বৃত-মনসঃ (নির্ব্বৃতং সুখেন প্রতিষ্ঠিতং মনঃ যেষাং তে অর্পিত-চিত্তাঃ সন্তঃ) স্বার্থকুশলাঃ হি (যস্মাৎ স্বার্থে পুরুষার্থে কুশলাঃ নিপুণাঃ) আত্ম-প্রিয়সুহৃদঃ (আত্মা ত্বমেব প্রিয়ঃ সুহৃচ্চ যেষাং তে ভক্তাঃ) পুনঃ ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং (বিনা) কথম্ উহ বা এতে সাধবঃ বিসৃজন্তি (পরিত্যক্তুম্ অর্হন্তি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। যত্র (যস্যাম্ অনুসেবায়াং সত্যাং সেবকস্য) ন পুনঃ অয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ (অস্মিন্ সংসারে পুনঃ ন ভ্রমণং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মধুসূদন, তোমার মহিমামৃত-সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও যাঁহারা একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এক অজস্র আনন্দ প্রস্রবণ উত্থিত হইয়া মায়িক-দৃষ্টি-শ্রুতিজাত বিষয়-সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত পরমভাগবত। তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ্ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ আপনাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমসুখ লাভ করেন। যাঁহারা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাঁহাদের আত্মা ও প্রিয় সুহৃদ্, সেই ভক্তগণ, যাহাতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না—আপনার সেই চরণাম্বুজ-সেবা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং বহির্ম্মুখানাক্ষিপ্য তদ্ভক্তান্ স্তুবন্তি। অথ হেতি সকৃদপ্যবলীঢ়য়া আস্বাদিতয়া জনিতেন সুখেন প্রেমানন্দেন একান্তিনঃ তৎসেবৈকতান-মানসত্বাৎ দেবর্ষ্যাদীন্ অনুপাসীনাঃ, তদপি দেবর্ষ্যাদয়স্তেষু বহুতরমেব প্রসীদন্তীত্যাহঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রিয়সুহৃদি সর্ব্বেষামাত্মনি চেতি। ত্বৎসেবায়াং সত্যাং তে সর্ব্বেঽপি সেবিতা এব বভূবুরিতি ভাবঃ। স্বার্থকুশলা ইতি। ত্বেন ত্বৎসেবা-ত্যাগিনঃ কুযোগিপ্রভৃতয়ঃ স্বার্থঘাতিন এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে বহির্ম্মুখগণের আক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ভক্তগণের স্তুতি করিতেছেন—'অথ হ' ইত্যাদি। 'সকৃৎ লীঢ়য়া'—যাঁহারা আপনার মাহাত্ম্যরূপ সুধারস-সিন্ধুর কণামাত্র একবার আস্বাদন-জনিত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন, তাঁহারা দৃষ্টি ও শ্রুতির বিষয়ীভূত (ঐহিক ও পারলৌকিক) যাবতীয় সুখ-লেশাভাস বিস্মৃত হইয়াছেন। 'একান্তিনঃ'—সেই পরমভাগবত সাধু মহাপুরুষগণ, আপনার সেবাতেই একনিষ্ঠচিত্ত বলিয়া দেবর্ষি প্রভৃতির উপাসনা না করিলেও, দেবর্ষিগণ তাঁহাদের প্রতি বহুভাবে প্রসন্নই থাকেন ইহা বলা হইয়াছে, যেহেতু সকল প্রাণিগণের প্রিয়সুহৃৎ ও সকলের আত্মস্বরূপ আপনার সেবা করা হইলে, তাঁহারা সকলেই সেবিত হইয়া থাকেন—এই ভাব।

'স্বার্থকুশলাঃ'—তাঁহারাই বাস্তব স্বার্থসাধনে সুনিপুণ, (এইজন্যই তাঁহারা একনিষ্ঠভাবে সকলের আত্মস্বরূপ আপনাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক শান্তিসুখ উপভোগ করেতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে আপনার পাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন ?) ইহার দ্বারা আপনার সেবা-পরিত্যাগী কুযোগী প্রভৃতি স্বার্থ-ঘাতীই —এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

———

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোক-মনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতি-দনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োঽয়মিতি স্বাত্মমায়য়া সুরনরমৃগ-মিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর দধর্থ এবমেনমপি ভগবন্ জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) ত্রিভুবনাত্মভবন ! (ত্রিভুবন-মাত্মা স্বরূপং ভবনঞ্চ যস্য হে ত্রিলোকাত্মন্ ! ত্রিভু-বনাশ্রয় !) হে ত্রিবিক্রম ! (ত্রিষু ভুবনেষু বিক্রম ! হে বামনরূপধারিন্ !) হে ত্রিনয়ন ! (ত্রিষু লোকেষু নয়নং দৃষ্টিঃ যস্য অথবা ত্রীন্ লোকান্ নয়তীতি তথা) ত্রিলোকমনোহরানুভাব (ত্রয়াণাং লোকানাং মনোহরঃ অনুভাবঃ যস্য) তবৈব বিভূতয়ঃ (হে) ভগবন্ ! দিতিদনুজাদয়ঃ অপি (দিতিজাঃ দৈত্যাঃ দনুজাঃ দানবাঃ অপি শব্দাৎ মনুষ্যাদয়শ্চ তবৈব বিভূতয়ঃ ।) তেষাম্ অয়ম্ উপক্রমসময়ঃ, (উদ্যম-কালঃ অয়ং ভবতীতি মত্বা) ইতি (হেতোঃ) হে দণ্ডধর ! স্বাত্মমায়য়া (স্ব-স্বরূপভূতয়া মায়য়া শক্ত্যা) সুরনরমৃগমিশ্রিতজলচরাকৃতিভিঃ (সুরাকৃতিঃ বামন-নাদিঃ, নরাকৃতিঃ রামকৃষ্ণাদিঃ, মৃগাকৃতিঃ বরাহাদিঃ, মিশ্রিতাকৃতিঃ হয়গ্রীবনৃসিংহাদিঃ, জলচরাকৃতিঃ মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ তদাকৃতিভিঃ) যথাপরাধং (তেষাং) দণ্ডং দধর্থ । এবং (তথৈব) হে ভগবন্ ! যদি মন্যসে (হন্তুমিচ্ছসি তদা) এনং ত্বাষ্ট্রং (বৃত্রমপি) জহি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, হে ত্রিভুবন-জনক, হে ত্রিবিক্রম, (বামনরূপধারি), হে ত্রিনয়ন, (নৃসিংহ-রূপধারিন্), হে ত্রিলোক-মনোহরানুভাবশীল, দৈত্য-দানব এবং মনুষ্য প্রভৃতিও আপনারই বিভূতি ; হে দণ্ডধর, আপনি সর্ব্বদাই দৈত্যগণের অভ্যুত্থানকাল অবগত হইয়া স্বকীয় মায়া-শক্তিবলে কখনও—সুরাকৃতি বামনাদি অবতার, কখনও নরাকৃতি রাম-কৃষ্ণাদি-অবতার, কখনও মৃগাকৃতি বরাহাদি-অব-তার, কখনও মিশ্রাকৃতি হয়গ্রীব-নৃসিংহাদি-অবতার এবং কখনও জলচরাকৃতি মৎস্যকূর্ম্মাদি-অবতার বিগ্রহধারণ পূর্ব্বক অসুরগণের অপরাধানুযায়ী দণ্ড-বিধান করিয়াছ। হে ভগবন্, অদ্য এই বৃত্রাসুরকেও যদি বধযোগ্য মনে কর, তাহা হইলে সেইরূপভাবে বিনাশ কর ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্ভক্তেষু মধ্যে সকামত্বাদ্বয়মেবাতি-নিকৃষ্টা ইতি দ্যোতয়ন্তঃ প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়ন্তি। ত্রিভু-বনমাত্মভবনং যস্য ত্বদ্ভক্তা দেবমনুষ্যাদয়ো যত্র স্থিত্বা ত্বাং সেবন্তে তদিদমসুরাক্রান্তমভূদিতি ভাবঃ। ত্রিভি-র্বিক্রমৈস্ত্রীন্ লোকান্ নয়সীতি যদেব ত্রিভুবনং বাম-নাবতারে ত্রিভিরেব পাদৈঃ প্রতিগৃহ্য বলেঃ সকাশা-দানীয়াস্মভ্যং দাস্যসীতি ভাবঃ। ত্রিলোকেতি সং-প্রত্যপি ত্রিলোকস্থা জনাস্তবানুভাবং পশ্যন্তু দৈত্যং সংহরেতি ভাবঃ। ননু পরহিংসাং সমুদ্দিশ্য মাং যজধ্বে তত্রাহুঃ। তবৈব বিভূতয়ো যদ্যপি তদপি তেষাং উপক্রম-সময়ো নায়মিতি জ্ঞাত্বা নিবেদয়াম ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ হে দণ্ডধর পূর্ব্বং দণ্ডং দধর্থ এবমধুনাপি উপ সমীপকাল এব ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার ভক্তগণের মধ্যে সকাম বলিয়া আমরাই অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ইহা দ্যোতনা করতঃ প্রকৃত বিষয় জানাইতেছেন—'ত্রিভুবনাত্মভবন' ইত্যাদি, ত্রিভুবন নিজ ভবন যাঁহার (অর্থাৎ ত্রিভুবন আপনার স্বরূপ ও আবাসস্থান, অথবা আপনি ত্রিভু-বনের আত্মা ও আধার), সেই তুমি। তোমার ভক্ত দেব, মনুষ্য প্রভৃতি যেখানে থাকিয়া তোমার সেবা করে, তাহা এখন অসুরগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে —এই ভাব। 'ত্রিবিক্রম, ত্রিনয়ন'—তিনটি বিক্রমের দ্বারা তিন লোক তুমি পালন করিয়া থাক, যে ত্রিভু-বন বামন অবতারে তিনটি পাদ-বিক্রমের দ্বারাই পরিগ্রহ করতঃ মহারাজ বলির নিকট হইতে আন-য়নপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করিবে—এই ভাব। 'ত্রিলোক-মনোহরানুভাব'—ত্রিলোকের মনোহর স্বভাব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ এক্ষণেও ত্রিলোকস্থ জনগণ তোমার অনুভাব (প্রভাব) দর্শন করুক, দৈত্যদিগকে সংহার

কর—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, পরহিংসা উদ্দেশ্য করিয়া আমার যজনা (সেবা) করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিভূতয়ঃ', এই দৈত্য দানব প্রভৃতি উৎপীড়কগণ যদিও আপনারই বিভূতিস্বরূপ, তথাপি এখন তাহাদের 'উপক্রম-সময়ঃ'—অভ্যুত্থান কাল নহে, ইহা জানিয়া নিবেদন করিতেছি, এই ভাব। অতএব হে দণ্ডধর ! পূর্ব্বে যেমন দণ্ড ধারণ করিয়াছিলে, এখনও তদ্রূপ দণ্ড ধারণ কর, (অর্থাৎ সম্প্রতি যদি বৃত্রাসুরকে বধযোগ্য মনে কর, তবে তাহার সংহার কর)॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—

ত্রিনয়নো নৃসিংহরূপী

বিষ্ণোনৃসিংহনামানি ত্রিনেত্রোগ্রাদিকানি তু।

ইতি শব্দনির্ণয়ে।

বিবিধং ভাবপাত্রত্বাৎ সর্ব্বে বিষ্ণোর্বিভূতয়ঃ॥

ইতি চ॥ ৩৯ ॥

অস্মাকং তাবকানাং ততত্ত নতানাং হরে তব চরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধহৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরেণাত্মসাৎকৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিতবিশদরুচিরশিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিত-মধুরমুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ ! (হে) ততত্ত ! (পিতামহ !) হে হরে ! তাবকানাং (ত্বদীয়ানাং তব পাদয়োঃ) নতানাং তবচরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধহৃদয়নিগড়ানাং (তব চরণনলিনযুগলধ্যানেন এব অনুবদ্ধঃ হৃদয়ে নিগড়ঃ শৃঙখলা যেষাং তেষাং) স্বলিঙ্গবিবরেণ (নিজমূর্ত্তিপ্রকটনেন) আত্মসাৎ-কৃতানাং (স্বকীয়ানাং স্বকীয়ত্বেন অঙ্গীকৃতানাং) অস্মাকম্ অনুকম্পানুরঞ্জিত-বিশদ-রুচির-শিশির-স্মিতাবলোকেন (অনুকম্পয়া অনুরঞ্জিতং সানুরাগঞ্চ তং বিশদং রুচিরঞ্চ শিশরঞ্চ স্মিতং তৎসহিতেন অবলোকনেন) বিগলিতমধুরমুখরসামৃতকলয়া (অনুকম্পয়া এব বিগলিতঃ মধুরঃ মুখরসঃ প্রিয়বাক্ স এব অমৃতকলা তয়া চ) অন্তস্তাপম্ (অন্তঃস্থিতং তাপং বৃত্র-ভয়ং) শময়িতুম্ অর্হসি (ত্বমেব দূরীকুরু)॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে রক্ষক, হে পিতামহ, হে অনঘ, (হরে), আমরা আপনার চরণযুগলে প্রণত, আপনার চরণারবিন্দযুগল ধ্যানে আমাদের চিত্ত শৃঙ্খলিত আপনি নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক অনুকম্পানুরঞ্জিত বিশদ শীতল মৃদুহাসিযুক্ত অবলোকন এবং অনুকম্পাজাত মধুরপ্রিয় বচনসুধা-দ্বারা আমাদের "বৃত্র"-ভয়-জনিত মনস্তাপ প্রশমিত করুন॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্তুত্বা কৃপাবলোকমধুরমাশ্বাস-বাগমৃতং প্রার্থয়ন্তে অস্মাকমিতি। হে ততত্ত হে পিতামহ তব চরণনলিনযুগলমেব ধ্যানানুবদ্ধহৃদয়স্য নিগড়ঃ শৃঙ্খলা যেষাং ত্বচ্চরণারবিন্দান্মনো-মধুপং আক্রষ্টুং ন শক্নুম ইত্যর্থঃ। স্বলিঙ্গবিবরেণ নিজ-মূর্ত্তিপ্রকটনেন বিগলিতঃ মুখচন্দ্রান্নিঃসৃতঃ মধুরো মুখরসঃ প্রিয়বাক্ স এবামৃতকলা তয়া চ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্তুতি করিয়া দেবগণ শ্রীভগবানের কৃপাবলোকনযুক্ত মধুর আশ্বাস-বাক্যরূপ অমৃত প্রার্থনা করিতেছেন—'অস্মাকম্' ইত্যাদি। হে তত-তত ! (পিতার যিনি পিতা অর্থাৎ আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তাঁহারও যিনি পিতা) হে পিতামহ ! তোমার চরণকমলযুগলই ধ্যানে অনুবদ্ধ-হৃদয়ের 'নিগড়' বলিতে শৃঙ্খলা যাহাদের, অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম হইতে আমাদের মনোরূপ ভ্রমরকে আকর্ষণ করিতে আমরা সমর্থ নহি—এই অর্থ। 'স্বলিঙ্গবিবরেণ'—নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, 'বিগলিত-মধুর-মুখরসামৃতকলয়া'—বিগলিত অর্থাৎ তোমার মুখচন্দ্র হইতে নিঃসৃত যে মধুর মুখরস বলিতে প্রিয়বাক্য, তাহাই অমৃতকলা, তাহার দ্বারা (অর্থাৎ বিগলিত সুমধুর প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতকলা-দ্বারা আমাদিগকে নিজজনরূপে অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমাদের চিত্তের সন্তাপ প্রশমিত কর।)॥ ৪০ ॥

অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়-নিমিত্তায়মানদিব্যমায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্মপ্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানোপলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়া-

নিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (হে) ভগবন্ ! অস্মাভিঃ অখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়নিমিত্তায়মানদিব্যমায়াবিনোদস্য (অখিলজগতাম্ উৎপত্ত্যাদিষু নিমিত্তায়মানয়া যা দিব্যা অন্তরঙ্গ-শক্ত্যাত্মিকা মায়া তয়া বিনোদঃ যস্য তস্য) সকলজীব-নিকায়ানাং (জীবসমূহানাম্) অন্তর্হৃদয়েষু ব্রহ্মপ্রত্যগাত্মস্বরূপেণ (ব্রহ্মস্বরূপেণ উদাসীনতয়া প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী তদ্রূপেণ চ তথা) বহিঃ অপি চ প্রধানরূপেণ (অবস্থিতস্য তব) যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং (দেশকালদেহাবস্থানবিশেষান্ অনুল্লঙ্ঘ্য) তদুপাদানোপলম্ভকতয়া (তেষাম্ উপলম্ভকতয়া চ) অনুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণঃ (সর্ব্বেষাং প্রত্যয়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং সাক্ষিণঃ) আকাশশরীরস্য (আকাশবৎ নির্ব্বিকারং শরীরং স্বরূপং যস্য তস্য) সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ (তব) ইহ (ইদানীং) কিয়ান্ বা হিরণ্যরেতসঃ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিঃ ইব (যথা) হিরণ্যরেতসঃ (অগ্নেঃ তদংশভূতৈঃ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিঃ প্রকাশঃ ন ক্রিয়তে তথা অস্মাভিঃ অপি সর্ব্বজ্ঞস্য তবাগ্রে কার্য্যার্থঃ প্রকাশয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ অর্থ বিশেষঃ বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাৎ)। (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া-দ্বারা সর্ব্বদা বিলাস করিতেছেন। সকল জীবসমূহের হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে এবং বাহিরে প্রকৃতিরূপে আপনিই বিরাজ করিতেছেন, দেশকাল ও বাল্যপৌগণ্ডাদি দেহাবস্থার অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়া এই সকলের ঐ সমস্ত উপাদান জ্ঞাতারূপেও আপনিই প্রতীয়মান্ হইতেছেন, আপনি বুদ্ধ্যাদি সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী, আপনি আকাশের ন্যায় অথাৎ গুণাদির দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হন না, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা, অংশগত স্ফুলিঙ্গসমূহ যেরূপ অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ স্ফুলিঙ্গসদৃশ চিৎকণ আমরাও সর্ব্বজ্ঞ আপনার নিকট কার্য্যার্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ আপনি সমস্ত জ্ঞাত আছেন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তব ত্বয়ি কিয়ানর্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয় ইত্যন্বয়ঃ। প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী তদ্রূপেণ বহিরপি বিষয়েষু প্রধানং মায়া ইন্দ্রিয়াদিকং তদ্রূপেণ দেশশ্চ কালশ্চ দেহস্যাবস্থানবিশেষা বাল্যাদয়শ্চ তাননতিক্রম্য অনুভবতঃ। তেষাং দেবাদিজীবনিকায়ানাং উপাদানতয়া করণত্বেন উপলম্ভকতয়া প্রকাশত্বেন চ হৃদ্গতং বিজ্ঞাপনীয়ং জানত ইত্যর্থঃ। আকাশবদ্‌গুণৈরলিপ্তং শরীরং যস্য হিরণ্যরেতসো বহ্নে্র্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিস্তৎকণভূতৈরিবাস্মাভিঃ ॥ ৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তব'—আপনাকে কি বিষয় জানাইবার আছে ?—এই অন্বয়। যেহেতু আপনি 'প্রত্যগাত্মা'—অন্তর্য্যামী, তদ্রূপে, অর্থাৎ জীব-সকলের হৃদয়ে ব্রহ্ম ও অন্তর্য্যামিরূপে এবং বহির্ভাগেও 'প্রধানরূপেণ'—প্রধান বলিতে মায়া, ইন্দ্রিয়াদি, তদ্রূপে, অর্থাৎ বহির্ভাগে প্রকৃতিরূপে এবং দেশ, কাল ও দেহের অবস্থাবিশেষ যে বাল্যাদি তাহা অতিক্রম না করিয়া, অর্থাৎ সেই সেই অবস্থাবিশেষের অনুকূলভাবে তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ হইয়া সকলকে অনুভব করিতেছেন। সেই সকল দেবাদি জীবসমূহের উপাদান কারণরূপে এবং উপলম্ভক অর্থাৎ প্রকাশকস্বরূপে তাহাদের হৃদ্গত সকল ভাবই আপনার বিদিত—এই অর্থ। 'আকাশ-শরীরস্য'—আকাশের ন্যায় গুণের দ্বারা অলিপ্ত শরীর যাঁহার, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বলিয়া (আপনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা)। 'হিরণ্যরেতসঃ'—হিরণ্যরেতাঃ বহ্নি, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি যেরূপ অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমরা আপনার নিকট কোন্ কাম্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারি ? (অর্থাৎ আপনি সমস্তই অবগত আছেন।) ॥ ৪১ ॥

অতএব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণশতপলাশচ্ছায়াং বিবিধবৃজিনসংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং বয়ং যৎকামেনোপসাদিতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অতএব (সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ) বয়ং যৎকামেন (যস্য কার্য্যস্য কামেন) উপসৃতানাং (শরণাগতানাং

ত্বদ্ভক্তানাং) বিবিধবৃজিনসংসারপরিশ্রমোপশমনীং (বিবিধৈঃ বৃজিনৈঃ দুঃখৈঃ যঃ সংসারপরিশ্রমঃ তস্য উপশমকরীং) ভগবতঃ পরমগুরোঃ তব চরণশতপলাশচ্ছায়াং (চরণম্ এব শতপলাশং কমলং তস্য ছায়াম) উপসাদিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) তৎ অস্মাকং (কার্য্যং ত্বং) স্বয়ং (বিজ্ঞপ্তিমন্তরেণৈব) উপকল্পয় (সম্পাদয়) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আমরা যে কার্য্যসিদ্ধি কামনায় ভগবান পরমগুরুরূপী আপনার চরণকমলচ্ছায়ায় উপনীত হইয়াছি আমাদিগের সেই কার্য্য আপনি স্বয়ংই সম্পাদন করুন। আপনার এই চরণকমলচ্ছায়ায় শরণাগত ভক্তগণের বিবিধ পাপজনিত সংসার পরিশ্রমের উপশম করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব বয়ং যৎকামেন যস্য কামনয়া চরণপদ্মচ্ছায়াং উপসাদিতাঃ স্বয়ং ত্বয়ৈব প্রাপিতাঃ। তৎকার্য্যং স্বয়মেব উপকল্পয় সম্পাদয়। ছায়াং কীদৃশীং উপসৃতানাং ভক্তানাং পরিশ্রমোপশমনীম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমরা 'যৎকামেন'—যে কামনায় আপনার চরণকমলের ছায়ায় 'উপসাদিতাঃ'—উপনীত হইয়াছি, অর্থাৎ আপনি নিজেই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কার্য্য আপনি স্বয়ংই সম্পাদন করুন। ছায়া কিপ্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'উপসৃতানাং পরিশ্রমোপশমনীম্', শরণাগত ভক্তজনের পরিশ্রমের উপশম-কারিণী (অর্থাৎ আপনার চরণছায়া শরণাগত জনের বিবিধ পাপজনিত সংসার শ্রান্তি দূর করে।) ॥ ৪২ ॥

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্ ।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (হে) কৃষ্ণ! যেন নঃ (অস্মাকং) তেজাংসি অস্ত্রায়ুধানি (অস্ত্রাণি আয়ুধানি) চ গ্রস্তানি (তং) ঈশ! ভুবনত্রয়ং গ্রসন্তং ত্বাষ্ট্রং জহি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ঈশ! আপনি ত্রিভুবনগ্রাসকর্ত্তা ত্বষ্টৃনন্দন বৃত্রাসুরকে সংহার করুন। হে কৃষ্ণ! এই অসুর আমাদিগের তেজোরাশি অস্ত্র এবং আয়ুধ সকলকেও গ্রাস করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বত্রৈব স্তুতিষু শুদ্ধভক্তেরুৎকর্ষকথনাৎ কদাচিদ্ভক্তিমেব দদাতি ভগবাংস্তথা সতি প্রেমাশ্রুকম্পাদিমন্তোবয়ং স্বর্গীয়সুখেষু বৈমুখ্যোদয়াৎ পৃথিব্যামেব পর্য্যটিষ্যামোঽস্মদ্বৈরিণ এবামরাবতীমধ্যাস্য বিরাজিষ্যন্তঃ ইত্যাশঙ্কয়া গাম্ভীর্য্যাভাবেন চ স্পষ্টমেব কামমাহুরথো ইতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বত্র স্তুতিবাক্যে শুদ্ধভক্তির উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায়, কখন শ্রীভগবান্ ভক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ হইলে প্রেমাশ্রুকম্পাদিযুক্ত আমরা স্বর্গীয় সুখে বৈমুখ্যের উদয়ে পৃথিবীতেই পর্য্যটন করিব, আর আমাদের শত্রুগণ অমরাবতী অধিকারপূর্ব্বক বিরাজ করিবে—এইরূপ আশঙ্কায় গাম্ভীর্য্যের অভাববশতঃ দেবগণ স্পষ্টভাবেই তাহাদের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন—'অথ' ইত্যাদি (অর্থাৎ হে ঈশ! যে বৃত্রাসুর আমাদের তেজ, অস্ত্র ও আয়ুধসমূহ গ্রাস করিয়া সম্প্রতি ত্রিভুবন গ্রাস করিতেছে, হে কৃষ্ণ! আপনি তাহার সংহার করুন।) ॥ ৪৩ ॥

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়
কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায় ।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তা-
বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—হংসায় (শুদ্ধায়) দহ্রনিলয়ায় (দহ্রং দহরং হৃদয়াকাশং তৎ নিলয়ঃ যস্য তস্মৈ হৃদয়াকাশনিকেতায়) নিরীক্ষকায় (বুদ্ধ্যাদি সাক্ষিণে) কৃষ্ণায় (সদানন্দরূপায়) মৃষ্টযশসে (মৃষ্টম্ উজ্জ্বলং যশঃ যস্য তস্মৈ) নিরুপক্রমায় (আদিশূন্যায়) সৎসংগ্রহায় (সদ্ভিঃ সংগৃহ্যতে যঃ তস্মৈ) ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তৌ (ভবপান্থঃ পথি বর্ত্তমানঃ তস্য জনস্য নিজশ্রমাপ্তৌ স্বশরণপ্রাপ্তৌ সত্যাম্) অন্তে (সংসারস্য অন্তে) পরীষ্টগতয়ে (পরীষ্টা সর্ব্বতঃ পূজিতা উত্তমা গতিঃ ফলরূপা যঃ তস্মৈ) হরয়ে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আপনি অতি বিশুদ্ধ, হৃদয়াকাশবাসী, চিত্তবৃত্ত্যাদির সাক্ষী, সদানন্দ কৃষ্ণস্বরূপ, উজ্জ্বল যশস্বী, অনাদি, সৎসংগ্রাহ্য, অথবা সতের অনুগ্রাহক। যে সংসার-পান্থগণ আপনার শরণাগত হয় সংসারান্তে আপনি তাহাদের উত্তম ফলরূপে লভ্য হইয়া থাকেন, অতএব হে হরে! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তব চরণয়োঃ পতামঃ শীঘ্রং জহীতি বৈকল্যেন শ্রীকৃষ্ণরূপিণং তং সর্ব্বমেব স্বাভিলষিতমভিব্যঞ্জয়ন্তঃ প্রণমন্তি। হংসায় সারাসারৌ বিমৃশ্য সারগ্রাহিণে। দহ্রনিলয়ায় অস্মদ্ধৃদয়সরোনিকেতায় অত্রাস্মদ্ধৃদয়েষু প্রস্তুতং কামমপি নিরীক্ষমাণায়। ততশ্চ মৃষ্টযশসে অস্মন্মহাবিপৎত্রায়কত্ব-লক্ষণং যশস্তে লোকা গায়ন্ত্বিতি ভাবঃ। নিরুপক্রমায় অস্মন্নিবেদিতকৃত্যেষূপক্রমং বিনৈব তৎ সম্পাদনসমর্থায়। কিন্তু সতাং ভক্তানামেব প্রয়াসেনাপি সংগ্রহো ন চান্যবস্তূনাং যস্য তস্মৈ, নমোঽকিঞ্চনবিত্তায়েতি বচনাৎ। কিঞ্চ ভববর্ত্মনি যে পান্থা স্তেষামস্মদাদি-দুর্জীবানাং শুদ্ধভক্তিরহিতানামপি নিজস্যাশ্রমস্য প্রাপ্তৌ অবিদ্যাং তীর্ত্বা স্বানন্দাধিগমে সতীত্যর্থঃ। সংসারস্য অন্তে পরি সর্ব্বতোভাবেনেষ্টা বাঞ্ছিতা গতিঃ সাযুজ্যং সালোক্যং দাস্যাদি প্রেমা বা যতস্তস্মৈ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার চরণযুগলে পতিত হইতেছি, শীঘ্র বৃত্রাসুরকে বধ কর—এইরূপ বৈকল্যবশতঃ দেবগণ শ্রীকৃষ্ণরূপী সেই ভগবান্‌কে সমস্ত নিজ অভিলষিত প্রকাশপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন— 'হংসায়' ইত্যাদি, সার ও অসার বিবেচনা করতঃ সারগ্রাহী অতি বিশুদ্ধ আপনাকে নমস্কার। 'দহ্রনিলয়ায়'—আমাদের হৃদয়রূপ সরোবরে নিবাসকারী, এখানে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত অভিলাষও যিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, (সেই আপনাকে নমস্কার)। 'মৃষ্টযশসে'—বিশুদ্ধ যশ যাঁহার, আমাদের মহাবিপদ হইতে ত্রাণরূপ তোমার যশ লোকে গান করুক, এই ভাব। 'নিরুপক্রমায়'—আমাদের নিবেদিত কার্য্যে উপক্রম (উদ্যম) বিনাই তাহা সম্পাদনে সমর্থ (আপনাকে নমস্কার)। কিন্তু 'সৎসংগ্রহায়'—সৎ বলিতে ভক্তগণেরই (প্রদত্ত বস্তু) কষ্টসাধ্য হইলেও যিনি সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু অপর বস্তু নহে, যেমন কুন্তীদেবীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—'নমোঽকিঞ্চনবিত্তায়', (১।৮।২৭), অর্থাৎ অকিঞ্চন ভক্তগণই যাঁহার বিত্ত বলিতে সর্ব্বস্ব, সেই তোমাকে প্রণাম করি। আরও, 'ভবপান্থ-নিজাশ্রমাপ্তৌ'—সংসারপথের পথিক যাহারা, সেই আমাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তিরহিত দুষ্ট জীবগণেরও নিজের নিবাসস্থানের প্রাপ্তি-বিষয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যা উত্তীর্ণ হইয়া স্বানন্দ লাভ হইলে, এই অর্থ। 'অন্তে'— সংসারের পরে (সংসারদশার অবসানে) 'পরীষ্টগতয়ে'—পরি সর্ব্বতোভাবে ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছিত গতি বলিতে সাযুজ্য, সালোক্য, দাস্যাদি অথবা প্রেম যাঁহা হইতে, সেই শ্রীহরি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—নিরূপক্রমোহরির্নিত্যামপ্রযত্নো হ্যুপক্রমেৎ। ইতি চ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ।
সমুপস্থানমাকর্ণ্য প্রাহ তানভিনন্দিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্! এবং সাদরং (যথা ভবতি তথা) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ) অভিনন্দিতঃ (প্রসাদিতঃ) হরিঃ সমুপস্থানং (স্বকীয়ম্ উপস্থানং স্তোত্রম্ আকর্ণ্য) অথ (অনন্তরং) তান্ প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক কহিলেন, হে রাজন্! দেবগণ এই ভাবে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রীহরির স্তুতি করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠ মদুপস্থানবিদ্যয়া।
আত্মৈশ্বর্য্যস্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) সুরশ্রেষ্ঠ! মদুপস্থানবিদ্যয়া (মদীয়ং যদুপস্থানং স্তোত্রং তৎসহিতয়া বিদ্যয়া জ্ঞানেন) বঃ (যুষ্মাকম্) অহং

প্রীতঃ (অস্মি) যয়া (বিদ্যয়া) পুংসাং আত্মৈশ্বর্য্য-স্মৃতিঃ (আত্মনঃ মম ঐশ্বর্য্যস্য অসংসারিত্বাদেঃ পূর্ব্বোক্তস্য স্মৃতিঃ) ময়ি ভক্তিঃ চ (ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে দেবরাজ ! তোমরা যেরূপ জ্ঞানের দ্বারা আমার স্তুতি করিয়াছ আমি তাহাতে তোমাদের প্রতি প্রীত হইলাম। এই জ্ঞান হইতেই আমার সংসার ভাব শূন্যত্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিষয়ে পুরুষের স্মৃতি এবং তাহা হইতে আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—মমোপস্থানং স্তোত্রমেব বিদ্যা তয়া। আত্মৈশ্বর্য্যেতি যে মামনয়া স্তুবন্তি তেষাং মদৈশ্বর্য্য-স্মৃতির্ভবেৎ। আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসীত্যতর্কৈশ্বর্য্যোক্তেঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদুপস্থান-বিদ্যয়া'—আমার উপস্থান বলিতে স্তোত্রই বিদ্যা (জ্ঞান), তাহার দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। 'আত্মৈশ্বর্য্যস্মৃতিঃ'—যাহারা এই স্তোত্রের দ্বারা আমাকে স্তব করিবে, তাহাদের আমার ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি হইবে। যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'আত্মনৈব' ইত্যাদি (৬।৯।৩৩), অর্থাৎ তুমি আশ্রয়শূন্য ও শরীররহিত এবং স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও আমাদিগের (দেবতাদিগের) সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, অবিক্রিয়-স্বরূপদ্বারাই সগুণ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক—ইহাই তোমার অতর্ক্য ঐশ্বর্য্য ॥ ৪৬ ॥

———

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ।
ময্যেকান্তমতির্নান্যন্মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিবুধর্ষভাঃ! ময়ি প্রীতে (সতি) কিং দুরাপং (কিং দুর্ল্লভং) তথাপি ময়ি একান্তমতিঃ (একান্তা একরসা ভক্তিরূপা মতিঃ যস্য সঃ) তত্ত্ববিৎ মত্তঃ অন্যৎ (কিমপি) ন বাঞ্ছতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ ! যদ্যপি আমি প্রীত হইলে কোন বস্তুই দুর্ল্লভ থাকে না, তথাপি আমার অনন্যভক্ত তত্ত্বজ্ঞানীজন আমাকে ভিন্ন আর কিছুই বাঞ্ছা করে না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অহো দৌর্ভাগ্যং মূর্খতা চ যুষ্মাকং অনয়া বিদ্যয়া মাং স্তুত্বাপি ভক্তিং ন প্রার্থয়ধ্বে ইত্যাহ কিমিতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো ! তোমাদের কি দুর্ভাগ্য ও মূর্খতা, এই বিদ্যার দ্বারা আমাকে স্তুতি করিয়াও ভক্তি প্রার্থনা করিতেছ না, ইহা বলিতেছেন—'কিং দুরাপং' ইত্যাদি (অর্থাৎ হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমি সন্তুষ্ট হইলে কাহারও পক্ষে যদিও কোন বস্তুই দুর্ল্লভ হয় না, তথাপি যিনি একনিষ্ঠভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করেন, সেরূপ কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিকট আমা-ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না।) ॥ ৪৭ ॥

———

ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্।
তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্‌যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—গুণবস্তুদৃক্ (গুণেষু বিষয়েষু তত্ত্বদর্শী অনাত্মজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) কৃপণঃ (পুরুষঃ) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ ন বেদ (ন জানাতি) তস্য (অজ্ঞস্য) তান্ (বিষয়ান্) ইচ্ছতঃ যদি কশ্চিৎ (তান্ বিষয়ান্) যচ্ছেৎ (দদ্যাৎ তদা) সঃ অপি (দাতাপি) তথাবিধঃ (জ্ঞেয়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—গুণজাত বিষয়কেই যাহারা তত্ত্ব বলিয়া জানে তাহারা কৃপণ, তাহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কি তাহা জানে না এবং তাদৃশ বিষয়েচ্ছুগণের অভিপ্রেত বিষয় যদি কেহ দান করেন তাহা হইলে সেই দাতাও তাদৃশ অজ্ঞ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি যূয়ং মূর্খা বিষয়ানভিলষন্তঃ স্বভদ্রাভদ্রং ন জানীথ তদপ্যহন্তু বিজ্ঞস্তান্ কথং যুষ্মভ্যং দদামি। নহি মাতা সুতেভ্যঃ স্বহস্তেন বিষং দদাতীত্যাহ নেতি। গুণান্ বিষয়ানেব বস্তু পুরুষার্থং পশ্যতীতি স আত্মনঃ শ্রেয়ো ন বেদ। তস্য তস্মৈ তানেব যো বিজ্ঞোঽপি যচ্ছেৎ সোঽপি অজ্ঞ এব ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও তোমরা মূর্খ, বিষয়া-ভিলাষী হইয়া নিজের শুভাশুভ কিছুই জান না, তথাপি আমি ত বিজ্ঞ, তাহা তোমাদিগকে কি প্রকারে দিতে পারি ? মাতা কখন নিজ সন্তানদিগকে স্বহস্তে বিষ প্রদান করিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—'ন

বেদ' ইত্যাদি। 'গুণ-বস্তুদৃক্'—গুণ বলিতে বিষয়-কেই যে ব্যক্তি যথার্থ পুরুষার্থ বোধ করে, সে কখনও নিজের মঙ্গল জানিতে (বা লাভ করিতে) পারে না। আর তাহাকে সেই বিষয়সমূহই যে নিজে বিজ্ঞ হইয়াও দান করে, সে ব্যক্তিও তাহার তুল্য অজ্ঞই ॥ ৪৮ ॥

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপিভিষক্তমঃ॥৪৯

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং (পরমানন্দ-প্রাপ্তিসাধনং ভগবদ্ভজনং) বিদ্বান্ (জানাতি সঃ) অজ্ঞায় (জনায়) কর্ম্ম (প্রবৃত্তিমার্গং দুঃখকারণ-বিষয়প্রাপ্তিসাধনং) নহি বক্তি। (তদুপদেশমপি নৈব করোতি তৎসম্পাদনং তু দূরতঃ) ভিষক্তমঃ (যথাহি সদ্বৈদ্যঃ) অপথ্যং বাঞ্ছতঃ অপি রোগিণঃ (তৎ) ন রাতি (দদাতি তদ্বৎ অজ্ঞায় ভগবদ্ভক্তঃ প্রবৃত্তিমার্গং ন উপদিশতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বয়ং পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধন ভগবদ্ভজন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি কখনও অজ্ঞজনকে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ প্রদান করেন না। (তাহা সম্পাদন করিয়া দেওয়া ত দূরের কথা)। রোগী অপথ্য ইচ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহাকে অপথ্য দান করিতে পারেন না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্ম ন বক্তি প্রবৃত্তিমার্গং নোপদিশতি অপথ্যং যথা ন রাতি ন দদাতি ভিষক্তমঃ সদ্বৈদ্যঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্ম ন বক্তি'—প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ করেন না, 'অপথ্যং যথা ন রাতি'—যেমন রোগী অপথ্য সেবনে ইচ্ছুক হইলেও সুচিকিৎসক তাহা কখনও দান করেন না ॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—

যদি সোঽপি তথাবিধঃ। অত্যুত্তমো ন ভবতি চেৎ।
যুষ্মৎকমো মৎপ্রিয় এব। অন্যথা ন দদ্যামিতি ভাবঃ।
বিষ্ণোঃ প্রিয়ং কাময়ন্তি দবানৈবাপ্রিয়ং কৃচিৎ।
যদ্যপ্রিয়ং কাময়ন্তি নরাতীশোহিতো হি সঃ ॥
ইতি তন্ত্র-ভাগবতে ॥ ৪৯ ॥

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মঘবন্ ! ঋষিসত্তমম্ (ঋষি-শ্রেষ্ঠং) দধ্যঞ্চং যাত (গচ্ছত)। এবং বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবতু) বিদ্যা ব্রততপঃসারং (বিদ্যয়া ব্রতৈঃ তপসা চ সারং দৃঢ়ং) গাত্রং (তস্য শরীরং) মা চিরং যাচত (শীঘ্রং যাচধ্বম্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে মঘবন্ (ইন্দ্র !) তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধ্যঞ্চের নিকট গমন কর। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যা দ্বারা তাঁহার শরীর অতি সুদৃঢ় হইয়াছে। সত্বর তাঁহার ঐ দেহ প্রার্থনা কর। এবিষয়ে বিলম্ব করিও না ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি যদি দেহারামাত্বাদ্বিষয়ান্ বিনা ম্রিয়ধ্বে তর্হি তত্রোপায়ং শৃণুতেত্যাহ মঘবন্নিতি। বিদ্যয়া ব্রতৈস্তপসা চ সারং দৃঢ়ং গাত্রং শরীরং যাচত যাচধ্বম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও, যদি দেহ-ভোগের নিমিত্ত বিষয় ব্যতীত মারাই যাও, তবে তদ্বি-ষয়ে উপায় শ্রবণ কর. ইহা বলিতেছেন—'হে মঘবন্' ইত্যাদি। 'বিদ্যা-ব্রত-তপঃসারং'—বিদ্যা, ব্রত ও তপোবলে দৃঢ় (দধীচি মুনির) সেই দেহটি প্রার্থনা কর ॥ ৫০ ॥

স বা অধিগতো দধ্যঙ্ঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
যদ্বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃঃ—স বা অধিগতঃ (প্রথমং স্বয়মেব প্রাপ্তা সন্ পশ্চাৎ) দধ্যঙ্ ঙশ্বিভ্যাং নিষ্কলং ব্রহ্ম (বিশুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানম্) (উপদিশেশ।) যদ্বা (যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া) অশ্বশিরঃ নাম (লব্ধ্বা) তয়ো (অশ্বিনী-কুমারয়োঃ) অমরতাং ব্যধাৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—সেই দধ্যঞ্চ (দধীচি) ঋষি স্বয়ং বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি ঐ ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করিয়াছিলেন। দধ্যঞ্চ (দধীচি) অশ্বশির ধারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানোপ-দেশ প্রদান করায় ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের অশ্ব-শির আখ্যা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ উপদেশ হইতে জীব-ন্মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তদীয়ং বিদ্যাতিশয়মাহ—স বা ইতি দ্বাভ্যাম্। এবং হ্যত্র প্রসিদ্ধা কথা। নিশম্যাথর্ব্বণং দক্ষং প্রবর্গ্যব্রহ্মবিদ্যয়োঃ। দধ্যঞ্চং সমুপাগম্য তমূচতুরথাশ্বিনৌ। ভগবন্ দেহি নৌ বিদ্যামিতি শ্রুত্বা সচাব্রবীৎ। কর্ম্মণ্যবস্থিতোঽদ্যাহং পশ্চাদ্বক্ষ্যামি গচ্ছতম্। তয়োর্নির্গতয়োরেব শক্র আগত্য তং মুনিম্। উবাচ ভিষজোর্বিদ্যাং মাবাদীরশ্বিনোর্মুনে। যদি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য ব্রবীষ সহসৈব তে। শিরশ্ছিন্দ্যাং ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা স যযৌ হরিঃ। ইন্দ্রে গতে তথাভ্যেত্য নাসত্যাবূচতুর্দ্বিজম্। তন্মুখাদিন্দ্রগদিতং শ্রুত্বা তাবূচতুঃ পুনঃ। আবাং তব শিরশ্ছিত্বা পূর্ব্বমশ্বস্য মস্তকম্। সন্ধ্যাস্যাবস্ততো ব্রূহি তেন বিদ্যাঞ্চ নৌ দ্বিজ। তস্মিন্নিন্দ্রেণ সংছিন্নে পুনঃ সন্ধ্যায় মস্তকম্। নিজং তে দক্ষিণাং দত্বা গমিষ্যাবো যথাগতম্। এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তয়োঃ। প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিত ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ। দধ্যঙ্নিষ্কলং শুদ্ধং ব্রহ্ম অধিগতঃ জ্ঞাতবান্। নিষ্কৃতমিতি পাঠে কৃতাদনিত্যপদার্থান্নিষ্ক্রান্তম্। ততোঽশ্বিভ্যাং প্রাদাদিত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ। ব্রহ্ম কীদৃশং যদ্বে অশ্বশিরসা প্রোক্তত্বাদশ্বশিরো নাম। তয়োরমরতাং জীবন্মুক্তত্বং ব্যধাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ। অশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযতানুবাচেতি ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দধীচি মুনির ব্রহ্মবিদ্যার আতিশয্য বলিতেছেন—'স বা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ আখ্যান আছে—অথর্ব্বঋষির সন্তান দধীচি মুনি প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যা) ও ব্রহ্মবিদ্যায় নিপুণ, ইহা শ্রবণ করতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—'ভগবন্! আমাদিগকে ঐ বিদ্যা প্রদান করুন'। তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ মুনি বলিলেন—'সম্প্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিবিষ্ট রহিয়াছি, এখন যাও, পরে বলিব।' তাঁহারা মুনির আশ্রম হইতে নির্গত হওয়ামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া মুনিকে বলিলেন—'হে মুনে! অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৈদ্য, ভিষক্‌দের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন না। যদি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ করেন, তবে আমি তৎক্ষণাৎ আপনার শিরশ্ছেদন করিব, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' এই বলিয়া দেবরাজ প্রস্থান করিলে, অবিলম্বেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় বিদ্যার্থী হইয়া ঐ মুনির আশ্রমে আগমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট ইন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—'আমরা প্রথমে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বের মুণ্ড সন্ধান করিব, আপনি ঐ মুখ দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পরে ইন্দ্র ঐ মুণ্ড ছেদন করিলে, আমরা পুনরায় আপনার নিজ মস্তক সন্ধান করিয়া দিব এবং বিদ্যোপদেশের নিমিত্ত দক্ষিণা দিয়া যাইব।' দধ্যঞ্চ মুনি ঐ কথা শুনিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বমুণ্ড দ্বারা প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, এইজন্য ঐ বিদ্যা 'অশ্বশির' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্লোকার্থ এইরূপ—ঐ মুনি 'দধ্যঙ্' বলিতে নিষ্কল শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত ছিলেন। 'নিষ্কলং'—এই স্থলে 'নিষ্কৃতং', এইরূপ পাঠে 'কৃত' অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত—এইরূপ অর্থ। তারপর ঐ বিদ্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত সম্বন্ধ। ব্রহ্ম কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—যাহা অশ্বের শিরঃ দ্বারা কথিত হইয়াছিল, এই কারণে 'অশ্বশিরঃ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই অশ্বিনীকুমারদিগের অমরতা বলিতে জীবন্মুক্তত্ব লাভ হইয়াছিল। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—অশ্বের মস্তক দ্বারা এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্ত্বষ্ট্রে বর্ম্মাভেদ্যং মদাত্মকম্।
বিশ্বরূপায় যৎ প্রাদাৎ ত্বষ্টা যৎ ত্বমধাস্ততঃ ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—আথর্ব্বণঃ দধ্যঙ্ মদাত্মকম্ অভেদ্যং বর্ম্ম (শ্রীনারায়ণ কবচমধিগতঃ) যৎ ত্বষ্ট্রে প্রাদাৎ। ত্বষ্টা চ বিশ্বরূপায় (স্ব-পুত্রায় প্রাদাৎ) যচ্চ ত্বং ততঃ (বিশ্বরূপাৎ) অধাঃ (ধৃতবানসি অধুনা তদেবং বিদ্যাসারং তদ্গাত্রং ততঃ যাচধ্বং যূয়মিতি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—দধ্যঞ্চ (দধীচি) ঋষি মদীয়স্বরূপ দুর্ভেদ্য নারায়ণ কবচ লাভ করিয়া ত্বষ্টাকে ও ত্বষ্টা বিশ্বরূপকে প্রদান করেন এবং তুমি বিশ্বরূপের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছ। ঐ বিদ্যাবলে দধ্যঞ্চের (দধীচির) গাত্র অতি সুদৃঢ়, তোমরা এখন তাহার গাত্র দান করিতে প্রার্থনা কর ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—মদাত্মকং বর্ম্ম শ্রীনারায়ণকবচং ত্বষ্ট্রে প্রাদাৎ যৎ কবচং ত্বষ্টা বিশ্বরূপায় স্বপুত্রায় প্রাদাৎ ততো বিশ্বরূপাৎ ত্বং যৎ অধা ধৃতবানসি অতএব বিদ্যয়া সারং গাত্রং যাচধ্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদাত্মকং বর্ম্ম'—অথর্ব্ববেদজ্ঞ দধীচি মুনি মদাত্মক বলিতে শ্রীনারায়ণ কবচ ত্বষ্টাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ত্বষ্টা উহা নিজপুত্র বিশ্বরূপকে দান করেন। তারপর সেই বিশ্বরূপ হইতে তুমি যাহা গ্রহণ করিয়াছ। অতএব ঐ বিদ্যার দ্বারা দৃঢ় (দধীচির) দেহ প্রার্থনা কর, এই অর্থ। ॥ ৫২ ॥

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্ম্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি।
ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
যেন বৃত্রশিরো হর্ত্তা মত্তেজ উপবৃংহিতঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—অশ্বিভ্যাং (যুষ্মাসু এব স্থিতাভ্যাম্ অশ্বিভ্যাং স্বশিষ্যাভ্যাং) যাচিতঃ (সন্ তয়োঃ প্রীত্যর্থং) ধর্ম্মজ্ঞঃ (পরার্ত্তিহরণং পরো ধর্ম্মঃ ইতি জানন্) যুষ্মভ্যম্ অঙ্গানি (অস্থীনি) দাস্যতি। ততঃ তৈঃ (অস্থিভিঃ) বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতঃ (বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মিতঃ) আয়ুধশ্রেষ্ঠঃ (বজ্রঃ ভবিষ্যতি) যেন (বজ্রেন) মত্তেজ উপবৃংহিতঃ (মম তেজসা উপবৃংহিতঃ বর্দ্ধিতঃ সন্) বৃত্রশিরঃ হর্ত্তা (হরিষ্যতি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাদের জন্য তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার গাত্র তোমাদিগকে সমর্পণ করিবেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না, যেহেতু তিনি অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ। তিনি গাত্র দান করিলে তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্র নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং কো দাতা যঃ স্বগাত্রমপি দদ্যাৎ তত্রাহ যুষ্মভ্যমিতি। বিশেষতোঽশ্বিভ্যাং শিষ্যপ্রীত্যা দাস্যতি। অশ্বিভ্যাং হেতুভ্যামিতি বা। তৈরঙ্গৈরস্থিভিঃ ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এমন কে দাতা আছেন, যিনি নিজ শরীরও দান করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'যুষ্মভ্যম্' ইত্যাদি। বিশেষতঃ 'অশ্বিভ্যাং'—অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রার্থনা করিলে শিষ্যপ্রীতিতে নিজ অঙ্গ প্রদান করিবেন, অথবা—অশ্বিযুগলের নিমিত্তেই। (অর্থাৎ তোমাদের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির নিকট প্রার্থনা করিলে ধর্ম্মজ্ঞ, বিশেষতঃ শিষ্যবৎসল ঋষি অবশ্যই নিজ অঙ্গসমুদয় দান করিবেন)। 'তৈঃ অঙ্গৈঃ'—সেই অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বজ্ররূপ উত্তম অস্ত্র হইবে ॥৫৩॥

মধ্ব—সমর্থা অপি যাচন্তি দেবামুন্যাদিকান্ ক্বচিৎ।
আজ্ঞয়ৈব হরেস্তেষাং যশোঽর্থমপি নান্যথা।
ইতি চ ॥ ৫৩ ॥

তস্মিন্ বিনিহতে যূয়ং তেজোঽস্ত্রায়ুধ সম্পদঃ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ ভদ্রং বো ন হিংসন্তি চ মৎপরান্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ভগবদুপদেশো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (বৃত্রে) বিনিহতে (সতি) তেজোঽস্ত্রায়ুধসম্পদঃ (তেজশ্চ অস্ত্রাণি চ আয়ুধানি চ সম্পদশ্চ) যূয়ং ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ। (এবং) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবিষ্যতি)। মৎপরান্ (মদ্ভক্তান্ কেঽপি) ন হিংসন্তি (ইতি নিশ্চিতম্) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আমার তেজদ্বারা অতিশয় তেজস্বী হইয়া তুমি উক্ত বজ্রদ্বারাই বৃত্রের শিরশ্ছেদন করিতে পারিবে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে তোমরা তেজঃ অস্ত্র ও আয়ুধ-সম্পদ্ পুনরায় লাভ করিবে এবং তোমাদের মঙ্গল হইবে। এই ত্রিভুবন-গ্রাসী মহাসুর তোমাদিগকে হনন করিবে এরূপ শঙ্কা করিও না, কারণ মৎপরায়ণব্যক্তিকে কেহই হিংসা করিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সর্ব্বগ্রাসিনা বৃত্রেণ সার্দ্ধং যোদ্ধুং ন শক্নুমস্তস্মাত্তং হন্তুং স্বয়মেব যতস্বেত্যত আহ ন হিংসন্তীতি বৃত্রস্তদ্বশীভূতা অসুরাশ্চ মৎপরান্ যুষ্মান্ ন ঘ্নন্তি, বৃত্রস্য পরমভক্তত্বেন মদর্থং স্বদেহমপি জিহাসোর্বস্তুতো যুষ্মাসু দ্বেষো নাস্ত্যেব যথা যুষ্মাকং তস্মিন্নিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সর্ব্বগ্রাসী বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা সক্ষম নহি, অতএব তাহার বধের জন্য আপনি নিজেই যত্নবান্ হউন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন হিংসন্তি', বৃত্র এবং তাহার অধীন অসুরগণ মৎপরায়ণ তোমাদিগকে হিংসা করিতে পারে না। বৃত্র পরমভক্ত বলিয়া আমার উদ্দেশ্যে নিজদেহও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি তাহার কোনই বিদ্বেষ নাই, যেরূপ তাহার প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব রহিয়াছে—এই ভাব ॥৫৪

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

ইন্দ্রমেবং সমাবিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইন্দ্রের দধীচি-মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরপ্রমুখ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদাদেশে দেবগণ দধীচিমুনি সন্নিধানে তদীয় দেহ প্রার্থনা করিলে দধীচিমুনি তাহাদের মুখে ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে উপহাসচ্ছলে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য অনিত্য-দেহদ্বারা পরোপকার করাই একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া নিজদেহ দেবগণকে প্রদান করেন।

দধীচিমুনি প্রথমে নিজ স্থূলদেহ-গত পঞ্চভূত ক্রমে ক্রমে তাহাদের মূলকারণে নিযুক্ত করিয়া অবশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বজ্র ধারণপূর্ব্বক দেবগণ-পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণ করিলেন।

সত্যযুগাবসানে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্ম্মদাতীরে দেবাসুর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই সংগ্রামে অসুরগণ দেবতাদিগের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের সেনাপতি বৃত্রাসুরকে সংগ্রাম মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে বৃত্রাসুর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন যে, যুদ্ধে মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, কেননা তদ্দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় এবং জয়ী হইলে জড়প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, অতএব যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ হরিঃ ইন্দ্রম্ এবং (উক্তপ্রকারেণ) সমাদিশ্য পশ্যতাম্ (অবলোকয়তাং) অনিমেষানাং (নিমেষ-শূন্যানাং দেবানাং পুরতঃ) তত্র এব অন্তর্দধে (তিরোহিতোঽভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভগবান্ বিশ্বভাবন শ্রীহরি ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া দেবগণের সম্মুখেই ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—দধীচো যাচিতাৎ প্রাপ্তৈরস্থিভির্বজ্র-নির্ম্মিতিঃ। দশমেঽভূজ্জয়শ্চাজৌ দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে দধীচির নিকট প্রার্থিত হইয়া প্রাপ্ত অস্থির দ্বারা বজ্রের নির্ম্মাণ

এবং অসুরগণের সহিত যুদ্ধে দেবতাদিগের জয়—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তথাভিযাচিতো দেবৈর্ঋষিরাথর্ব্বণো মহান্ ।
মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (যথা ভগবতা শিক্ষিতং) তথা দেবৈঃ অভিযাচিতঃ মহান্ (উদারচিত্তঃ) আথর্ব্বণঃ (দধ্যঙ্) ঋষিঃ মোদমানঃ (এব) প্রহসন্ ইব ইদম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ভগবানের উপদেশানুসারে দেবগণ উদারচিত্ত অথর্ব্বপুত্র দধীচিমুনির নিকট তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যাখ্যানচ্ছলে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মোদমানোঽপি প্রহসন্নিব যাচঞা-প্রত্যাখ্যানেন তান্ তিরস্কুর্ব্বন্নিব ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মোদমানঃ'—দেবতা ও ঋষিগণ মহাত্মা দধীচির নিকট দেহ প্রার্থনা করিলে, তিনি অন্তরে হর্ষযুক্ত হইলেও, 'প্রহসন্নিব'—প্রকাশ্যে যেন যাচঞা প্রত্যাখ্যান করিয়াই উপহাসের ভঙ্গীতে তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন ॥ ২ ॥

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাম্ ।
সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৃন্দারকাঃ ! (দেবাঃ) যূয়ং (সাত্ত্বিকত্বেন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন চ প্রসিদ্ধা অপি) শরীরিণাং সংস্থায়াং (মৃত্যৌ) যঃ তু চেতনাপহঃ (মূর্চ্ছাজনকঃ) (অতএব) দুঃসহঃ অভিদ্রোহঃ (দুঃখলক্ষণ্যঃ উপদ্রবঃ) (ভবতি) (তম্ কিং) ন জানীথ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ ! তোমরা দেবতা হইয়াও শরীরধারিদিগের অন্তকালে যে চেতনাপহারিণী অসহ্যযন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা কি জানিতে পার না ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্থায়াং মৃত্যৌ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্থায়াং'—মৃত্যুকালে (দেহধারী জীবগণের যে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাও কি তোমরা জান না ?) ॥ ৩ ॥

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ ।
ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) ইহ জীবানাম্ (প্রিয়েষু বস্তুষু মধ্যে) আত্মা (দেহঃ) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) (অতঃ) জিজীবিষূণাম্ ঈপ্সিতঃ (ধনাদি দত্ত্বাপি রক্ষণীয়ঃ) (অতঃ) ভিক্ষমাণায় (অতিথিরূপেণ যাচমানায়) বিষ্ণবে (অপি) তং দাতুং কঃ উৎসহেত ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে জীবগণের দেহই একমাত্র প্রিয়তম বস্তু, অতএব যাঁহারা জীবিত থাকিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের এই দেহটী (সর্ব্বতোভাবে) রক্ষা করা উচিত। সুতরাং বিষ্ণুও যদি অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া তাহা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও কে তাহাকে ঐ দেহ দান করিতে উৎসাহী হইতে পারেন ? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা দেহঃ বয়ং জানীম এব কিন্তু বিষ্ণুরেবাস্মন্মুখেন যাচতে ইতি চেত্তত্রাহ—বিষ্ণবেঽপি দাতুং ক উৎসহেত ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মা'—বলিতে এখানে দেহ, তাহা জীবগণের যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা আমরা জানি, কিন্তু বিষ্ণুই আমাদের মুখে প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বলিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিষ্ণবেঽপি', বিষ্ণুও যদি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও কে এই দেহ দান করিতে উৎসাহী হইতে পারে ? ॥ ৪ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ—

কিং ন তদ্দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাম্ ।
ভবদ্বিধানাং মহতাং পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—(হে) ব্রহ্মণ, ভবদ্বিধানাং ভূতানুকম্পিনাং (প্রাণিষু দয়াতিশয়বতাং) মহতাম্ (উদার-চিত্তানাম্ অতএব) পুণ্যশ্লোকেড্য-কর্ম্মণাং (পুণ্যশ্লোকৈঃ সংকীর্ত্তিভিঃ অপি ঈড্যানি

স্তত্যানি কর্ম্মাণি যেষাং তেষাং) পুংসাং (যৎ) দুস্ত্যজং (ত্যক্তুমশক্যং) তৎ কিং নু (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ পুণ্যবান্ লোকগণও যাঁহাদের কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, প্রাণিবর্গের প্রতি দয়াপরবশ তাদৃশ আপনাদের মত মহাজনগণের (পরোপকারের জন্য) এই সংসারে অদেয় কি আছে ? ৫ ॥

———

নূনং স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটম্ ।
যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বার্থপরঃ (স্বর্গাদ্যৈশ্বর্য্যভোগাভিলাষী) লোকঃ (যাচকাদিজনঃ) পরসঙ্কটং (পরস্য সঙ্কটং পীড়াং) নূনং ন বেদ (ন জানাতি) । (যাচকঃ) যদি (দাতুঃ ক্লেশং) বেদ (তর্হি) ন যাচেত, (তস্য) যদ্বীশ্বরঃ (দানসমর্থঃ বেদ) (তর্হি সোঽপি) ন ইতি (ন দাস্যামি ইতি) নাহ (অতো যথা তব সঙ্কটং বয়ং স্বার্থপরাঃ ন জানীমঃ এবং প্রত্যচক্ষাণস্তম্ অস্মৎসঙ্কটং ন জানাসীতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—স্বার্থপর লোকগণ নিশ্চয়ই পরের (দাতার) ক্লেশ বুঝিতে পারে না। যাচক যদি দাতার ক্লেশ বুঝিতে পারে তাহা হইলে সে যেমন প্রার্থনা করে না, সেইরূপ দানসমর্থ ব্যক্তিও যদি যাচকের ক্লেশ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিও যাচককে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষিরাহ—নূনমিত্যাদি ন যাচতেত্যন্তম্ । দেবাঃ প্রত্যাহুঃ নূনমিত্যাদিপদ্যমেব ন যাচতেতি চতুরক্ষর-বিনাভূতম্ । ততশ্চার্থান্তরন্যাসস্যাত্র বিশেষতোঽয়মর্থঃ । যাচকো লোকঃ নূনং স্বার্থপরঃ স্বর্গাদ্যৈশ্বর্য্যভোগপরঃ । পরস্য দাতুঃ সঙ্কটং স্বদেহাস্থিপ্রদানে পীড়াং ন বেদ । যদি দেবত্বেন বিবেকবত্ত্বাদ্বেদ তর্হি ন যাচেতেতি তেন যুষ্মাকং বিবেকাভাবান্ন দেবত্বং, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি-পশুতুল্যত্বমিতি ঋষিণোক্তং শ্রুত্বা দেবৈঃ প্রত্যুক্তম্ । দাতা লোকোঽপি নূনং স্বার্থপরঃ দেহেন্দ্রিয়াদিষু মমত্বে চিরজীবিত্বসুখপরঃ পরেষাং যাচকানাং সঙ্কটং ঘোরশত্রূপদ্রবাদিদুঃখং ন বেদ, যদি ঋষিত্বেন বিজ্ঞান-বিবেকদয়াদিমত্ত্বাদ্বেদ তর্হি নেতি নাহং ন দাস্যামীতি ন ব্রূয়াৎ, যদ্‌যস্মাদীশ্বরঃ তদ্দানসমর্থঃ তেন তবাপি বিজ্ঞানাদ্যভাবান্ন ঋষিত্বম্ । প্রত্যুত শোকমোহাদিসম্ভাবাদ্‌গবাদিপশুতুল্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নূনং—ইত্যাদি শ্লোকের উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'নূনং' এই পদ হইতে 'ন যাচতে'—এই পর্য্যন্ত ঋষি বলিলেন। দেবগণও 'নূনম্' ইত্যাদি পদ্যই 'ন যাচতে'—এই চতুরক্ষর বাদ দিয়া প্রত্যুত্তর করিতেছেন। এখানে অর্থান্তরন্যাসের বিশেষ অর্থ এইরূপ—যাচক ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বার্থপর, অর্থাৎ স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য ভোগাকাঙ্ক্ষী, পরের (দাতার) সঙ্কট, নিজদেহের অস্থিপ্রদানে পীড়া জানে না। যদি দেবত্ব ও বিবেকবান্ বলিয়া পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারিত, তবে যাচ্ঞা করিত না। ইহাতে তোমাদের বিবেকের অভাবহেতুই দেবত্বও নাই, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি পশুতুল্যই তোমরা। ঋষির এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবগণ প্রত্যুত্তর দিতেছেন—দাতা ব্যক্তিও নিশ্চয় স্বার্থপর, নিজ দেহেন্দ্রিয়াদিতে মমত্বহেতু চিরকাল জীবিত থাকিয়া সুখাভিলাষী হইয়া যাচকদিগের সঙ্কট, ঘোর শত্রুর উপদ্রবাদি দুঃখ বুঝিতে পারে না, যদি ঋষি বলিয়া বিজ্ঞান ও বিবেকবান্ হইতেন, তাহা হইলে, 'নেতি'—আমি দিব না, এইরূপ বলিতে পারিতেন না, 'যদীশ্বরঃ'—যেহেতু তিনি দান করিতে সক্ষম। ইহাতে আপনারও বিজ্ঞানাদির অভাবহেতু ঋষিত্বই নাই, বরং শোকমোহাদি বিদ্যমান থাকায় গবাদি পশুতুল্যত্বই—এই ভাব ॥ ৬ ॥

মধ্ব—

আজ্ঞয়ৈব মহাবিষ্ণোঃ কার্য্যার্থমপি চ ক্বচিৎ ।
নীচানপি চ যাচন্তে স্বামিনো গুণবত্তরাঃ ॥
নীচবাক্যং বদেয়ুশ্চ সুরানৈতাবতা ক্বচিৎ ।
তেজঃ ক্ষিতির্ভবেদেষাং জনকস্য যথার্ভকাৎ ॥
ইতি তন্ত্রমালায়াম্ ॥

———

শ্রীঋষিরুবাচ—

ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ ।
এষঃ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—বঃ (যুষ্মাকং মুখাৎ) ধর্ম্মং শ্রোতুকামেন মে (ময়া) যূয়ং প্রত্যুদাহৃতাঃ (প্রত্যুক্ত্যাঃ) (অতঃ) এষঃ অহং ত্যজন্তং (মাং ত্যক্ত্বা যান্তম্) প্রিয়ম্ আত্মানং (দেহং) বঃ (যুষ্মাকম্ অর্থে) সন্ত্যজামি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষি কহিলেন,—আপনাদের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমি আপনাদিগের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। অতএব আমি অতিশয় প্রিয় হইলেও যে দেহ কোনদিন অবশ্যই আমাকে ত্যাগ করিবে, তাহা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করিতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেনেতি। স ধর্ম্মো যুষ্মৎপ্রত্যুত্তরেণৈব শ্রুতঃ। যদ্বা, ধ্বনিরয়ং বক্রোক্ত্যৈব ধর্ম্মো ন শ্রুতঃ কিন্তু বাক্-চাতুর্য্যং শ্রুতং, ভবতু তাবৎ স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয় ইত্যাহ—এষ ইতি। আত্মানং দেহং ত্যজন্তং অচিরাদেব ত্যক্ষন্তং সম্যক্ ত্যজামীতি স দেহো যাবন্মাং ন ত্যজতি তাবদহমেব তং ত্যজামি যুষ্মভ্যং দদামীত্যেতাবত্তু ভাগ্যং মম ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন'—আপনাদের নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণের অভিপ্রায়ে আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্ম আপনাদের প্রত্যুত্তরেই আমার শ্রবণ করা হইয়াছে। অথবা—বক্রোক্তির দ্বারা এখানে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে—ধর্ম্ম শ্রুত হয় নাই, কিন্তু বাক্-চাতুর্য্যই শ্রুত হইয়াছে। যাহা হউক, আমার অভিপ্রায় জানাইতেছি, ইহা বলিতেছেন—'এষঃ' ইত্যাদি। এই দেহ আমার অতি প্রিয় হইলেও, একদিন অবশ্যই সে আমাকে ত্যাগ করিবে, অতএব সেই দেহ যতক্ষণ আমাকে ত্যাগ না করে, ততক্ষণ আমিই 'সন্ত্যজামি'—ত্যাগ করিতেছি, অর্থাৎ আপনাদের জন্য উহা প্রদান করিতেছি, এইপ্রকারই (এইটুকুই) আমার সৌভাগ্য হউক—এই ভাব ॥ ৭ ॥

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথাঃ ! যঃ পুমান্ ভূতদয়য়া (ভূতানাং দয়য়া হেতুনা) অধ্রুবেন (অনিত্যেন) আত্মনা (দেহেন) ধর্ম্মং যশঃ (বা) ন ঈহেত (ন সম্পাদয়েৎ) সঃ স্থাবরৈঃ অপি শোচ্যঃ (স্থাবরেভ্যঃ অপি জড়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ ! যে পুরুষ প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অনিত্য এই দেহ দ্বারা ধর্ম্ম এবং যশঃ অর্জ্জনে চেষ্টা না করেন, সে স্থাবর-বৃক্ষাদি হইতেও জড় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে নাথাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে নাথাঃ'—হে প্রভুগণ ! ৮ ॥

এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মা (স্বয়ং) ভূতশোকহর্ষাভ্যাং (ভূতানাং শোকেন) শোচতি (হর্ষেণ চ) হৃষ্যতি (তস্য) যঃ ধর্ম্মঃ (পুণ্যবিশেষঃ) সঃ পুণ্যশ্লোকৈঃ উপাসিতঃ এতাবান্ (এব) অব্যয়ঃ (অক্ষয়ঃ ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি প্রাণিবর্গের শোকে শোকান্বিত ও আনন্দে আনন্দযুক্ত হয়েন, তাহার ধর্ম্মই পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ অক্ষয় ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা মনঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মা'—বলিতে এখানে মন ॥ ৯ ॥

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মর্ত্ত্যঃ পারকৈঃ (মরণানন্তরং শ্বশৃগালাদিভির্ভক্ষ্যৈঃ) অস্বার্থৈঃ (স্বার্থোপযোগশূন্যৈঃ) ক্ষণভঙ্গুরৈঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ (স্বং বিত্তং জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাদয়ঃ বিগ্রহঃ দেহঃ তৈঃ) যৎ ন উপকুর্য্যাৎ (পরোপকারং ন কুর্য্যাৎ যদি) (তদা তস্য) অহো দৈন্যম্ অহো কষ্টং (তস্য জীবনং কেবলং দৈন্যেন দুঃখভোগার্থম্ এব ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কুকুরশৃগালাদির ভক্ষ্য, এবং যাহার

দ্বারা নিজের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই ও যাহা ক্ষণ-স্থায়ী, এইরূপ ধন, পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ ও নিজের দেহ দ্বারা যদি পরের উপকার না হয় তাহা হইলে তাহার জীবন কেবল দুঃখ-ভোগপরই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অদাতারমাক্ষিপতি অহো ইতি। পারক্যৈঃ শৃগালাদিভির্ভক্ষ্যৈঃ স্বং বিত্তং জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাদয়ঃ বিগ্রহা দেহাস্তৈঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহারা দান করে না, তাহাদিগের নিমিত্ত আক্ষেপ (অনুশোচনা) করিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি। 'পারক্যৈঃ'—যাহা পরকীয়, অর্থাৎ পরিণামে শৃগালাদির ভক্ষ্য। 'স্ব-জ্ঞাতি-বিগ্রহৈঃ—স্ব বলিতে ধন, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ এবং নিজ দেহের দ্বারা (যাহারা অপরের উপকার করে না, তাহাদিগের জীবন অতিশয় দুঃখময়।) ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তনুম্।
পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মনং সন্নয়ন্ জহৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচঃ—এবং কৃত-ব্যবসিতঃ (কৃতং ব্যবসিতং নিশ্চয়ঃ যেন সঃ) আথ-র্ব্বণঃ দধ্যঙ্ পরে ব্রহ্মণি ভগবতি আত্মানং (মনঃ) সন্নয়ন্ (একীকুর্ব্বন্) তনুং জহৌ (তত্যাজ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—অথর্ব্ব-পুত্র দধীচিঋষি এরূপে স্বকীয় অস্থিদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরব্রহ্ম ভগবানে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে একীভূত করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং মনঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—মনকে ভগবানে যুক্ত করিয়া দেহত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১৩।৫৫ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র-কথা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ধৃতরাষ্ট্র নিজদেহ-গত পঞ্চভূতকে ক্রমে ক্রমে তাহাদের কারণে নিযুক্ত করিয়া অহঙ্কারকে তাহার কারণ মহত্তত্ত্বে নিযুক্ত করিলেন। পরে মহত্তত্ত্বকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত করিয়া ক্রমে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে পরিণত হয়, দেহরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে তদ্রূপ তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্নজীবভাব-প্রাপ্ত ব্রহ্ম পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।৫।৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাই হইল। কিন্তু এই প্রকার মত মায়াবাদ-দূষিত—অতিশয় দুষ্ট, উপরি উক্ত ১২।৫।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীরামানুজস্বামীপাদ বেদান্ত তত্ত্বসার গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ যেমন শব্দ গুণযুক্ত, অতিশয় অবকাশপ্রদ আকাশ ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অল্প অবকাশদায়ক হইলেও ঘটের ভঙ্গুরত্বাদি স্বাভাবিক দোষ দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং ঘটভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিশয় অবকাশ-দায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্য-সঙ্কল্পাদি-গুণযুক্ত সংসারী জীব সংসারদশায় অল্পজ্ঞ এবং ভগবানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্ম-মরণাদি দেহ-ধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ-মৃত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্মের সহিত একই ভাব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের সহিত একই ভাবার্থে—অপহত অপমৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ-প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান শ্লোকে দধীচিমুনিও ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় নিজ দেহ-গত পঞ্চভূতকে তাহাদের কারণে নিযুক্ত করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মাকে যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত করিয়া পাঞ্চ-ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ একীভূত করিলেন অর্থে স্থূললিঙ্গ দেহ-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলেন ইহাই শ্রুতি-সম্মত অর্থ।

(বেদান্ত-তত্ত্বসার ১২শ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ॥ ১১ ॥

যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিস্তত্ত্বদৃগ্ ধ্বস্তবন্ধনঃ।
আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিঃ (যতাঃ বশীকৃতাঃ অক্ষাঃ ইন্দ্রিয়াণি অসবঃ প্রাণাঃ মনঃ বুদ্ধিশ্চ যেন সঃ) তত্ত্বদৃক্ (অতঃ) ধ্বস্তবন্ধনঃ (ধ্বস্তানি গতানি বন্ধনানি যস্য সঃ) পরমং যোগং (সমাধিলক্ষণম্) আস্থিতঃ (সন্) গতং (ত্যক্তং) দেহং ন বুবুধে (ন অনুভূতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি তখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া সমাধিতে পরমার্থ তত্ত্ব দর্শন করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার বন্ধন সকল ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তিনি দেহবিয়োগ অনুভব করিতে পারেন নাই ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগং সমাধিং গতং স্বস্মাদ্বিচ্যুতম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগং'—সমাধিতে যুক্ত হওয়ায়, 'গতং'—নিজদেহের পতন বুঝিতে পারেন নাই ॥ ১২ ॥

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥
বৃতো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্গজেন্দ্রোপর্য্যশোভত।
স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ মুনেঃ শক্তিভিঃ বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মিতং বজ্রম্ উদ্যম্য ভগবৎতেজসা অন্বিতঃ উৎসিক্তঃ (উর্জ্জতঃ) সর্ব্বৈঃ দেবগণৈঃ বৃত গজেন্দ্রোপরি (গজেন্দ্রস্য ঐরাবতস্য উপরিস্থিতঃ) মুনিগণৈঃ (চ) স্তূয়মানঃ ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্ ইব অশোভত ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবরাজ, দধীচিমুনির অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বজ্রঅস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক মুনির শক্তিদ্বারা শক্তিমান্ ও ভগবত্তেজে তেজীয়ান এবং সর্ব্ব দেবগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণ করিলেন, তৎকালে মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। এইরূপে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সক্‌থিভিরস্থিভিঃ শক্তিভিরিতি চ পাঠঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সক্‌থিভিঃ'—অস্থিসকলের দ্বারা, এইস্থলে 'শক্তিভিঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে ॥ ১৩-১৪ ॥

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছক্রমসুরানীকযূথপৈঃ।
পর্য্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্ধকম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! ক্রুদ্ধঃ রুদ্রঃ অন্ধকম্ ইব (সঃ ইন্দ্রঃ) ক্রুদ্ধ (সন্) ওজসা (বেগেন) অসুরানীকযূথপৈঃ (অসুরাণীকানাং দৈত্যসৈন্যানাং যূথপৈঃ যূথপতিভিঃ) পর্য্যস্তং (পরিবৃতং) শক্রং বৃত্রং ছেত্তুম্ অভ্যদ্রবৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ধকের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, ইন্দ্রও সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরসেনাদল-পরিবৃত শক্র বৃত্রাসুরের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পর্য্যস্তং পরিবৃতং অন্তকমিবেতি রুদ্রোহি যমমপি সংহর্ত্তুং শক্নোতীত্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা সিংহঃ সিংহমিবেতিবদয়ং দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্য্যস্তং—অসুরযূথপতিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত (বৃত্রের প্রতি ইন্দ্র ধাবিত হইলেন)। 'অন্তকম্ ইব'—অন্তক বলিতে যম, শ্রীরুদ্রদেব যমকেও সংহার করিতে সমর্থ, এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। অথবা—সিংহ যেমন সিংহের প্রতি ধাবিত হয়, উহার ন্যায় এই দৃষ্টান্ত। ('অন্ধকম্ ইব'—এই পাঠে পুরাকালে ভগবান্ রুদ্র যেরূপ ক্রোধভরে অন্ধক নামক অসুরের সংহারের জন্য তাহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ।) ॥ ১৫ ॥

ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরমদারুণঃ।
ত্রেতামুখে নর্ম্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ প্রথমে যুগে (কৃতযুগাবসানে) ত্রেতামুখে (ত্রেতাযুগস্য মুখে প্রারম্ভে) নর্ম্মদায়াং (নর্ম্মদাতীরে) সুরাণাম্ অসুরৈঃ (সহ) পরমদারুণঃ রণঃ (সংগ্রামঃ) অভবৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সত্যযুগাবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ সময়ে নর্ম্মদাতীরে অসুরগণের সহিত দেবতাগণের এক অতি ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রেতাযুগে ত্রেতারম্ভে। প্রথমে যুগে বৈবস্বত মন্বন্তরস্য প্রথমে চতুর্যুগে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রেতামুখে' — ত্রেতাযুগের আরম্ভে। 'প্রথমে যুগে'—বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম চতুর্যুগে ॥ ১৬ ॥

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ ।
মরুদ্ভির্ঋভুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিম্ ॥ ১৭॥
দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া ।
নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্ মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! রুদ্রৈঃ বসুভিঃ আদিত্যৈঃ অশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ মরুদ্ভিঃ ঋভুভিঃ (চ) সাধ্যৈঃ বিশ্বেদেবৈঃ (চ) স্বয়া শ্রিয়া (চ) রোচমানং বজ্রধরং শক্রম্ (ইন্দ্রং) দৃষ্ট্বা বৃত্রঃপুরঃসরাঃ (বৃত্রঃ পুরঃসরঃ স্বামী যেষাং তে) অসুরাঃ মৃধে (যুদ্ধে) নামৃষ্যন্ (নাসহন্ত) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, মরুৎসকল, ঋভুসমূহ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ ও স্বীয় ঐশ্বর্য্য সহ পরিবৃত মরুৎপতি বজ্রধর ইন্দ্রকে দেখিয়া তদীয় তেজ সহ্য করিতে পারিল না ॥ ১৭-১৮ ॥

নমুচিঃ সম্বরোঽনর্ব্বা দ্বিমূর্দ্ধা ঋষভোঽসুরঃ ।
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ প্রহেতির্হেতিরুৎকলঃ ।
দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসি চ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥
সুমালিমালিপ্রমুখাঃ কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদাঃ ।
প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদম্ ॥ ২১ ॥
অভ্যর্দ্দয়ন্নসম্ভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্ম্মদাঃ ।
গদাভিঃ পরিঘৈর্ব্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—নমুচিঃ শম্বরঃ অনর্ব্বা দ্বিমূর্দ্ধা ঋষভঃ অসুরঃ হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ বিপ্রচিত্তিঃ অয়োমুখঃ পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ প্রহেতিঃ হেতিঃ উৎকলঃ (ইত্যন্তাঃ) কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদাঃ (স্বর্ণভূষিতাঃ) সহস্রশঃ (অন্যে চ) দৈতেয়াঃ দানবাঃ যক্ষাঃ রক্ষাংসি চ দুর্ম্মদাঃ (অতিমর্ত্তাঃ) অসম্ভ্রান্তা (নির্ভীকাঃ) সুমালিমালিপ্রমুখাঃ চ (অসুরাঃ) মৃত্যোঃ অপি দুরাসদং (দুর্ধর্ষং) ইন্দ্রসেনাগ্রং সিংহনাদেন (ভয়ঙ্কর-গর্জ্জনেন) প্রতিষিধ্য (নিবার্য্য) গদাভিঃ পরিঘৈঃ বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ অভ্যর্দ্দয়ন্ (পীড়িতবন্তঃ) ॥১৯-২২ ।

অনুবাদ—স্বর্ণ-পরিচ্ছেদ-ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, অসুর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষর্ব্বপা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল ও অন্যান্য স্বর্ণময় পরিচ্ছেদে বিভূষিত সহস্র সহস্র দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালিপ্রমুখ দুর্দ্দান্ত অসুরগণ সিংহের মত গর্জ্জন করিতে করিতে নির্ভীকভাবে মৃত্যুরও আক্রমণের অযোগ্য ইন্দ্রসৈন্যদিগকে বাধাপ্রদান করিয়া গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ১৯-২২ ॥

শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ।
সর্ব্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বতঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভিঃ ভুশুণ্ডিভিঃ শস্ত্রৈঃ অস্ত্রৈঃ চ বিবুধর্ষভান্ (দেবশ্রেষ্ঠান্) অবাকিরন্ (বিক্ষিপ্তবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(সেই অসুরগণ) চতুর্দ্দিক হইতে শূল, পরশ্বধ (কুঠার) খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্র ও শস্ত্রদ্বারা দেবতাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্যাৎ শতঘ্নী চতুর্হস্তা লৌহকণ্টকসঞ্চিতা। ভুশুণ্ডী সর্ব্বতো লৌহকণ্টকানুক্রমোন্নতেত্যভিধানম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতঘ্নী'—চতুর্হস্ত-পরিমিত লৌহ-কণ্টকযুক্ত অস্ত্রবিশেষ, যাহার দ্বারা শত লোককে মারা যায়। 'ভুশুণ্ডী'—সর্ব্বত্র লৌহকণ্টকের অনুক্রমে উন্নত মারণাস্ত্র ॥ ২৩ ॥

ন তেঽদৃশ্যন্ত সঞ্ছন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ ।
পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—নভোঘনৈঃ (আকাশস্থৈঃ মেঘৈঃ) জ্যোতীংষি ইব (নক্ষত্রাদীনি যথা ন দৃশ্যন্তে তদ্বৎ) পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈঃ (পুঙ্খঃ শরস্য মূলপ্রদেশঃ একস্য মূলদেশমনু তৎসংলগ্নঃ অপরস্য পুঙ্খঃ যথা ভবতি তথা পতিতৈঃ) শরজালৈঃ সমন্ততঃ সঞ্ছন্নাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে (দেবাঃ) ন অদৃশ্যন্ত ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আকাশস্থ মেঘমণ্ডলে নক্ষত্রসমূহ

যেরূপ দৃষ্ট হয় না, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চতুর্দ্দিকে পতিত শরজালে আচ্ছন্ন দেবগণ সেইরূপ অদৃশ্য হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তে দেবাঃ পুঙ্খঃ শরস্য মূলদেশঃ একস্য পুঙ্খমনু পতিতো যঃ শরস্তস্য পুঙ্খমন্বেবং পতিতৈঃ। নভস্থৈর্ঘনৈর্জ্যোতীংষীবেত্যনেন তেষাং তদপ্রাপ্তিঃ সূচিতা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—দেবগণ, 'পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈঃ—পুঙ্খ বলিতে শরের মূলপ্রদেশ, একটির মূলপ্রদেশের 'অনু'—তৎসংলগ্ন যে শর, তাহার মূলভাগের পর আর একটি—এরূপভাবে পতিত, অর্থাৎ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের একটির মূলভাগে অপরটির মূলভাগ সংলগ্ন হইলে, সেই নিবিড় বাণজালদ্বারা চারিদিক আচ্ছন্ন হওয়ায় দেবতাগণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন না, যেমন 'নভোঘনৈঃ'—আকাশস্থিত চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ মেঘাচ্ছন্ন হইলে দেখা যায় না, তদ্রূপ। ইহার দ্বারা অসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজাল দেবগণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহাই সূচিত হইল ॥ ২৪ ॥

ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যসেদুঃ সুরসৈনিকান্।
ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘাঃ (শস্ত্রাণাম্ অস্ত্রাণাম্ চ যানি বর্ষাণি তেষাম্ ওঘাঃ) সুরসৈনিকান্ ন হি অসেদুঃ (ন প্রাপুঃ) (যতঃ) লঘুহস্তৈঃ (শীঘ্রভেদিভিঃ) দেবৈঃ সিদ্ধপথে (আকাশমার্গে স্বপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব) সহস্রধা ছিন্নাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অসুরগণের সে সকল অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ, দেবসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের উপরে পতিত হয় নাই। যেহেতু ক্ষিপ্রহস্ত (দ্রুতবান্ সজ্ঞানে অভ্যস্ত) দেবগণ আকাশ-মার্গে (লক্ষ্যস্থানে পেঁৗছিবার পূর্ব্বেই) সহস্র খণ্ডে তাহা ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অথ ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ।
অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘাঃ (ক্ষীণাঃ অস্ত্রাণাং শস্ত্রাণাং চ ওঘাঃ যেষাং তে অসুরাঃ) অথ (অনন্তরং) গিরিশৃঙ্গ-দ্রুমোপলৈঃ (গিরিশৃঙ্গৈঃ দ্রুমৈঃ উপলৈঃ পাষাণৈশ্চ) সুরবলম্ (দেবসৈন্যম্) অভ্যবর্ষন্ তান্ চ (গিরিশৃঙ্গাদীন্) (দেবাঃ) পূর্ব্ববৎ (অস্ত্রাদিবৎ) চিচ্ছিদুঃ (ছন্নবন্নঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অসুরগণ তাহাদের প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, অনন্তর দেবসৈন্যগণের উপর পর্ব্বত, শৃঙ্গ, বৃক্ষ, পাষাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবগণও পূর্ব্বের ন্যায় তাহা আকাশমার্গেই ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশাম্য
শস্ত্রাস্ত্রপূগৈরথ বৃত্রনাথাঃ।
দ্রুমৈর্দৃশদ্ভিবিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈ-
রবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তান্ ইন্দ্রসৈনিকান্ শস্ত্রাস্ত্রপূগৈঃ (শস্ত্রাণাম্ অস্ত্রানাং চ পূগৈঃ সমূহৈঃ) অক্ষতান্ (ক্ষতশূন্যান্) স্বস্তিমতঃ (সুখিনঃ) তথা দ্রুমৈঃ দৃশদ্ভি বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈঃ অবিক্ষতান্ নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) বৃত্রনাথাঃ (বৃত্রঃ নাথঃ যেষাং তে অসুরাঃ) তত্রসুঃ (ভীতাঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে সেই সুরসৈন্যগণ অক্ষত ও কুশলে, এবং বৃক্ষ, প্রস্তর ও গিরিশৃঙ্গের আঘাতে অবিক্ষত আছেন দেখিয়া বৃত্রাসুরের সৈন্যগণ ভীত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিশাম্য দৃষ্ট্বা, তত্রসুর্ভীতাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশাম্য'—দেখিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রসৈন্যগণকে অক্ষত ও সুখী দেখিয়া অসুরসৈন্যগণ, 'তত্রসুঃ'—ভীত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ
কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু
ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা উষতী রূক্ষবাচঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মহৎসু (সাধুষু) ক্ষুদ্রৈঃ (পুরুষৈঃ) প্রযুক্তাঃ উষতীঃ (উষত্য অকল্যাণ্যঃ) রূক্ষবাচঃ

(রূক্ষাঃ পরুষাঃ বাচঃ) (বৃথা ভবন্তি তথা) কৃষ্ণানুকূলেষু (কৃষ্ণঃ অনুকূলঃ যেষাং তেষু) দেবগণেষু দৈত্যৈঃ কৃতাঃ কৃতাঃ (পুনঃ পুনঃ কৃতাঃ) প্রয়াসাঃ (প্রহারপ্রযত্নলক্ষণাঃ) সর্ব্বে বিমোঘাঃ (বৃথা) অভবন্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যেমন নীচলোক মহদ্ব্যক্তির প্রতি ক্রোধোদ্দীপক কোন রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা মহজ্জনের ক্ষোভ উৎপাদন করে না, পরন্তু নিষ্ফলই হয়, সেইরূপ অসুরগণ দেবগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ যে সকল প্রতিকূল আবরণ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহায় থাকায় সেই সবও নিষ্ফল হইয়া পড়িল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাঃ কৃতাঃ পুনঃ পুনঃ কৃতাঃ যথা মহৎসু বৈষ্ণবেষু উষতীরুষত্যঃ যূয়ং শীঘ্রং ম্রিয়ধ্বমিত্যকল্যাণ্যঃ। রূক্ষাঃ পরুষা বাচঃ রে রে অধমা ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাঃ কৃতাঃ'—পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলেও দুর্জ্জনগণের বাক্য যেরূপ 'মহৎসু'—বৈষ্ণবগণে বিফল হয়। কিরূপ বাক্য? তাহাতে বলিতেছেন, 'উষতীঃ'—তোমরা শীঘ্র মর, এইরূপ অকল্যাণকর, এবং 'রূক্ষাঃ'—কর্কশ পীড়াজনক বাক্য, যেমন—রে রে অধম ইত্যাদি। (সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের অনুকূল, সেই দেবতাগণের প্রতি অসুরদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ-চেষ্টাও সম্পূর্ণরূপেই বিফল হইয়াছিল।) ॥ ২৮ ॥

তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য
হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য
পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হরৌ অভক্তাঃ (হরি-বিদ্বেষিণঃ) হতযুদ্ধ-দর্পাঃ (হতঃ নিবৃত্তঃ যুদ্ধে দর্পঃ গর্ব্বঃ যেষাং তে) আত্তসারাঃ (আত্তঃ পরৈঃ গৃহীতঃ সারঃ ধৈর্য্যং তথাভূতাঃ যেষাং) তে (অতিপ্রসিদ্ধাঃ অসুরাঃ) স্বপ্রয়াসং বিতথং (বিফলম্) নিরীক্ষ্য আজিমুখে (যুদ্ধারম্ভে) পতিং (বৃত্রং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) পলায়নায় মনঃ দধুঃ (চিত্তং নিযোজয়ামাসুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হরির প্রতি অসুরগণের ভক্তি না থাকায় তাহাদের যুদ্ধগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, দেবগণ তাহাদের ধৈর্য্য অপহরণ করিয়াছেন। অসুরগণ, তাহাদের সকল যত্ন বিফল হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধারম্ভে তাহাদের প্রভু বৃত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ২৯ ॥

বৃত্রোঽসুরাংস্তাননুগান্মনস্বী
প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলঞ্চ ভগ্নং
ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগ্নং (পরৈঃ ক্ষতযুক্তং কৃতম্ অতএব) তীব্রেণ ভয়েন পলায়িতং (চ) (স্ব) বলং (সৈন্যং) প্রেক্ষ্য প্রধাবতঃ (পলায়মানান্) তান্ (বীরতয়া প্রসিদ্ধান্) অনুগান্ (স্বান্তরঙ্গান্ অপি) অসুরান্ প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মনস্বী (ধীরঃ) বীরঃ বৃত্রঃ বিহস্য (তেষাম্ উপহাসং কৃত্বা) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) বভাষে (উক্তবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শক্রকর্তৃক অভিভূত হইয়া অতিশয় ভয়ে নিজ সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে, এবং বীর বলিয়া যে সকল অসুরগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সকল একান্তঅনুগত অসুরগণও পলায়ন করিতেছে দেখিয়া ধীরপুরুষ প্রবীর বৃত্রাসুর হাস্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনাং
জগাদ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্
ময়ানর্ব্বন্ শম্বর মে শৃণুধ্বম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষপ্রবীরঃ (পুরুষেষু প্রকৃষ্টঃ বীরঃ বৃত্রঃ) কালোপপন্নাং (তদবসরোচিতাং) মনস্বিনাং রুচিরাং (শৌর্য্যব্যঞ্জিকাং) বাচং জগাদ (উবাচ) হে বিপ্রচিত্তে! (হে) নমুচে! (হে) পুলোমন্! (হে) ময়! (হে) অনর্ব্বন্! শম্বর! মে (বচঃ) শৃণুধ্বম্ (শৃণুত) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পুরুষপ্রবীর বৃত্রাসুর শৌর্য্যব্যঞ্জক ও

সমরানুসারে প্রয়োগযোগ্য মনস্বিগণের মনোজ্ঞ এই বাক্য বলিলেন—হে বিপ্রচিত্তি! হে নমুচি! হে পুলোমন! হে ময়! হে অনর্ব্বন্! হে শম্বর! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ
প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং
কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—জাতস্য (প্রাণিমাত্রস্য) মৃত্যুঃ এব সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) ধ্রুবঃ (কুত্রাপি ত্রিলোক্যাং গত্বাপ্যনিবার্য্যঃ) যস্য ইহ (সংসারে) প্রতিক্রিয়া (নিবৃত্ত্যুপায়ঃ ন চ কৢপ্তা (ভগবতাপি নৈব নির্ম্মিতা) ততঃ (মৃত্যোঃ) যদি লোকঃ (স্বর্গঃ) ইহ যশঃ (চ) (স্যাৎ) অথ (তর্হি) অমুং যুক্তং (সমুচিতং) মৃত্যুং কঃ নাম ন বৃণীত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—জগৎ-জীবমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারে কেহ, যাহার প্রতিকারের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই, ভগবানও যাহার প্রতিকারের উপায় বিধান করেন নাই, সেই মৃত্যু হইতে যদি ইহকালে যশ ও পরকালে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে কোন্ ব্যক্তি এই সমুচিত মৃত্যুকে বরণ না করে? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ততো মৃত্যোরিহ যশঃ স্বর্গশ্চ যদি স্যাৎ অথ তর্হি অমুং মৃত্যুং যুক্তং সমুচিতম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই মৃত্যু হইতে যদি যশঃ ও স্বর্গলাভ সম্ভবপর হয়, 'অথ'—তাহা হইলে সেই মৃত্যু 'যুক্তং'—সমুচিতই ॥ ৩২ ॥

দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ
যদ্ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্-
যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যোগরতঃ (যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ) জিতাসুঃ (বশীকৃতপ্রাণেন্দ্রিয়শ্চ সন্) ব্রহ্মসন্ধারণয়া (ভগবদ্ধ্যানেন) কলেবরং বিজহ্যাৎ ইতি যৎ, (সঃ একঃ) মৃত্যুঃ অগ্রণীঃ (অনিবৃত্তঃ অপরাঙ্‌মুখশ্চ সন্) বীরশয়ে (রণভূমৌ) কলেবরং বিজহ্যাৎ ইতি যৎ (স চ একঃ মৃত্যুঃ) (এতৌ) দ্বৌ (মৃত্যু) ইহ (শাস্ত্রে) সম্মতৌ (অতএব) দুরাপৌ (দুর্ল্লভৌ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের নিরোধপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করা এই একপ্রকার মৃত্যু, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শরীর পরিত্যাগ করা ইহাই এক প্রকার মৃত্যু। এই দুইটীই ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্মত মৃত্যু, অতএব ইহা অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বীরশয়ে সংগ্রামে অনিবৃত্তঃ অভিমুখস্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-
ষষ্ঠস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীরশয়ে'—বীরগণ যেখানে শয়ন করেন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, 'অনিবৃত্তঃ'—অগ্রগামী (বীরপুরুষ রণে পরাঙ্‌মুখ হন না।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে বিশ্বরূপোপাখ্যানে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ত এবং শংসতো ধর্ম্মং বচঃ পত্যুরচেতসঃ।
নৈবাগৃহ্ণন্ত সম্ভ্রান্তাঃ পলায়নপরা নৃপ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃত্রের জ্ঞান, বল ও ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৃত্রাসুর পলায়নরত নিজ সৈন্যগণকে যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা শ্রবণ করে নাই। তখন সে মাতৃকুক্ষী হইতে পুরীষের ন্যায় বৃথা জন্মগ্রহণকারী পলায়নরত সেনাগণের প্রতি ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক আস্পর্দ্ধাসহকারে দেবতাগণকে সম্মুখে অবস্থান করিতে বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহাতে দেবতাগণ ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে বৃত্রাসুর তাহাদিগকে পদদলিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর সেই গদা বামহস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করিল। তাহাতে ঐরাবত আহত হইয়া ইন্দ্রকে পৃষ্ঠে লইয়া সপ্তধনু দূরে পতিত হইল। ইন্দ্র বৃত্রাসুরভ্রাতা ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে প্রথমে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিয়া পরে তাঁহাকে হত্যা করেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের ঐ প্রকার নৃশংশ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বক্ষ্যমান বলিতে লাগিল—ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহাদের একমাত্র সহায় তাঁহাদের জয়, সম্পদ এবং সন্তোষাদি গুণ অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে অলভ্য কিছু নাই। তথাপি ভগবান্ ভক্তের মঙ্গল-কামনায় ঐ সকল জড়সম্পদ তাহাদিগকে প্রদান করেন না। উহাই ভগবানের কৃপা। অতএব আমি যেন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের দাসানুদাস হইতে পারি এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ, কীর্ত্তন ও সেবা করিতে পারি। দেহপুত্রকলত্রাদিতে অনাসক্ত হইয়া যেন ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা লাভ হয়। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। এতদ্ব্যতীত ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য অথবা মুক্তি আমার প্রয়োজন নাই।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (হে) নৃপ! এবং ধর্ম্মং শংসতঃ (কথয়তঃ) পত্যুঃ (বৃত্রস্য) বচঃ অচেতসঃ (ব্যাকুল-চিত্তাঃ) সম্ভ্রান্তাঃ (ভয়ত্রস্তাঃ) পলায়নপরাঃ (চ) তে (অসুরাঃ) নৈব অগৃহ্ণন্ত (নৈব অগৃহ্ণন্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! অসুরপতি বৃত্র এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেও ব্যাকুলহৃদয়, পলায়নরত, ভীত অসুরগণ তাহার বাক্য গ্রহণ করিল না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একাদশে তু সংগ্রামমধ্যে বৃত্রস্য বর্ণিতাঃ।
শৌর্য্যময্যো গিরঃ কাশ্চিৎ প্রেমময্যশ্চ কাশ্চন ॥০

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে সংগ্রামকালে বৃত্রাসুরের কিছু বীরত্বব্যঞ্জক এবং কিছু প্রেমময় বাক্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

বিশীর্য্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ।
কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বাতপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশক্রুরমর্ষিতঃ।
তান্ নিবার্য্যৌজসা রাজন্নির্ভর্ৎস্যেদমুবাচ হ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! কালানুকূলৈ (কালানুবর্ত্তিভিঃ) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) কাল্যমানাং (বিদ্রাব্যমাণাম্) (অতএব) অনাথবৎ (অনাথাম্ ইব) বিশীর্য্যমাণাম্ আসুরীং (স্বকায়াং) পৃতনাং (সেনাং) দৃষ্ট্বা সংক্রুদ্ধঃ অমর্ষিতঃ (অসহনঃ) অসুরর্ষভঃ ইন্দ্রশক্রুঃ (বৃত্রঃ) অতপ্যত (ততশ্চ) ওজসা (বলেন) তান্ (ত্রিদশান্) নিবার্য্য নির্ভর্ৎস্য চ ইদং (বক্ষ্যমাণং বচনং) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! দেবতাগণ শুভসময় বুঝিয়া অসুরসেনাকে বিতাড়িত করিতেছিলেন, এবং তাহারা নিরাশ্রয়ের ন্যায় বিশীর্ণ হইতেছিল। অসুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রশক্রু বৃত্র তাহা দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত

হইয়াছিলেন। অনন্তর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারিত করিয়া তিরস্কার করিতে করিতে ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ২-৩॥

বিশ্বনাথ—অনাথবৎ অনাথামিব তাংস্ত্রিদশান্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাথবৎ'—নিরাশ্রয়ের ন্যায় অসুরসৈন্যগণকে বিশীর্ণ হইতে দেখিয়া, 'তান্'—সেই দেবতাগণকে (ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বৃত্রাসুর এইরূপ বলিলেন।) ২-৩ ॥

কিং ব উচ্চরিতৈর্মাতুর্ধাবদ্ভিঃ পৃষ্ঠতো হতৈঃ।
ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দেবাঃ!) মাতুঃ উচ্চরিতৈঃ (পুরুষ-বদুদরাৎ নির্গতৈঃ) ধাবদ্ভিঃ (পলায়মানৈঃ) পৃষ্ঠতঃ হতৈঃ (দৈত্যৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং তব ইত্যর্থঃ) কিং (ফলং ন যশঃ নাপি ধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ) শূরমানিনাম্ (আত্মানং শূরং মন্যমানানাং) ভীতবধঃ (ভীতস্য যঃ বধঃ) (সঃ) শ্লাঘ্যঃ ন (ভবতি) ন হি (নাপি) স্বর্গ্যঃ (স্বর্গহেতুঃ ভবতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(হে দেবগণ!) এই পলায়নরত অসুর সকল মাতৃজঠর হইতে পুরীষের ন্যায় বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বস্তুতঃ ইহাদের জন্ম নিরর্থক। এতাদৃশ শত্রুকে পশ্চাৎদিক হইতে বধ করিয়া আপনাদের লাভ কি? নিজকে যাঁহারা বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের ভীতকে বধ করা কখনও প্রশংসনীয় নহে এবং তাহাতে স্বর্গও লাভ হয় না॥ ৪

বিশ্বনাথ—হে মাতুরুচ্চরিতাঃ পুরীষতুল্যা দেবাঃ পৃষ্ঠতো হতৈর্দৈত্যৈঃ কিং ন যশো নাপি ধর্ম্মঃ। তৃতীয়ান্তপাঠে দৈত্যানাং বিশেষণং ভীতানাং বধো ন শ্লাঘ্যঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণোরুভয়োরপি যশো ধর্ম্মাভাবব্যঞ্জকত্বাৎ জুগুপ্সিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে মাতুঃ উচ্চরিতাঃ'—মাতার পুরীষের ন্যায় হীন দেবগণ! 'পৃষ্ঠতঃ হতৈঃ'—শত্রুকে পশ্চাৎদিক্ হইতে বধ করিয়া তোমাদের লাভ কি? ইহাতে কোন যশঃ, অথবা ধর্ম্মও নাই। এই স্থলে তৃতীয়ান্ত, অর্থাৎ 'উচ্চারিতৈঃ'—এইরূপ পাঠে, উহা দৈত্যগণের বিশেষণ। পলায়ণপর দৈত্যগণ মাতার পুরীষের ন্যায় হীন, তাহাদিগকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে আহত করিয়া তোমাদের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? যেহেতু ভীতগণের বধ প্রশংসনীয় নহে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েরই যশঃ ও ধর্ম্মের অভাবে উহা নিন্দনীয়ই—এই অর্থ ॥ ৪ ॥

যদি বঃ প্রধনে শ্রদ্ধা সারং বা ক্ষুল্লকা হৃদি।
অগ্রে তিষ্ঠত মাত্রং মে ন চেদ্গ্রাম্যসুখে স্পৃহা ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) যদি বঃ (যুষ্মাকং) প্রধনে (যুদ্ধে) শ্রদ্ধা হৃদি সারং (ধৈর্য্যং) (বা অস্তি) চেৎ (যদি) গ্রাম্যসুখে (বিষয়ভোগে) স্পৃহা (ইচ্ছা) ন (অস্তি) (তদা) ক্ষুল্লকাঃ! (ক্ষুদ্রাঃ!) মাত্রং (ক্ষণমাত্রং) মে (মম) অগ্রে তিষ্ঠত (যদি মদগ্রে যোদ্ধুং ন শক্নুথ তদা কেবলং তিষ্ঠত অন্যথা নাহং ভীতান্ হন্মি ইতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যদি তোমাদের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে এবং গ্রাম্যসুখে অর্থাৎ বিষয়ভোগে অভিলাষ না থাকে, তবে হে ক্ষুদ্রদেবগণ! ক্ষণমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রধনে যুদ্ধে সারং ধৈর্য্যং হে ক্ষুল্লকাঃ ক্ষুদ্রাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রধনে'—যুদ্ধে। 'সারং'—ধৈর্য্য। 'হে ক্ষুল্লকাঃ'—হে ক্ষুদ্র দেবগণ! (যদি তোমাদের যুদ্ধবিষয়ে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে এবং ঐহিক বিষয়সুখে আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকালমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান কর।) ॥ ৫ ॥

এবং সুরগণান্ ক্রুদ্ধো ভীষয়ন্ বপুষা রিপূন্।
ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুমহাপ্রাণঃ (মহাবলঃ বৃত্রঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) এবং (বচসা) বপুষা (শরীরেণ) রিপূন্ (স্ব-শত্রূন্) সুরগণান্ ভীষয়ন্ ব্যনদৎ (নাদং চকার) যেন (বৃত্রনাদেন হেতুনা) লোকাঃ (প্রাণিনঃ সর্ব্বে) বিচেতসঃ (জ্ঞানশূন্যাঃ জাতাঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মহাবলশালী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া

স্বকীয় বিশাল শরীর প্রদর্শনে শত্রু দেবগণকে ভীত করিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যে, তাহাতে সমস্ত প্রাণিবর্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৬ ॥

তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ ।
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তেন বৃত্রবিস্ফোটনেন (বৃত্রস্য বিস্ফোটনেন নাদেন সর্ব্বে দেবগণাঃ মূর্চ্ছিতা অশনিনা (বজ্রাঘাতেন) হতাঃ যথা (ইব) ভূমৌ নিপেতুঃ বৈ (পতিতাঃ এব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বৃত্রাসুরের সেই ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৈ ইতি চার্থে বিস্ফোটিতং উরুপ্রগণ্ডয়োঃ করতলাঘাতস্তেন চ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈ'—ইহা 'চ-কার' অর্থে। 'বিস্ফোটিত'—বলিতে উরু ও প্রগণ্ডের (কনুই অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগের) উপর যে করতলের আঘাত; তাহার দ্বারা (অর্থাৎ বৃত্রাসুর বাহুতে করতলের যে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়াছিল, তাহাতেই দেবগণ বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত লইয়াছিলেন।) ॥ ৭ ॥

মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং
নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ ।
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূল ওজসা
নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ (রণরঙ্গে রণভূমৌ দুষ্টঃ মদঃ গর্ব্বঃ যস্য সঃ) উদ্যতশূলঃ (উদ্যতং শূলং যেন সঃ বৃত্রঃ) ওজসা (স্ব-সামর্থ্যেন) গাং (পৃথ্বীং) কম্পয়ন্ উন্মদঃ (উদ্‌গতঃ মদঃ যস্য সঃ) যূথপতিঃ (গজঃ) নালং যথা (নলানাং বনমিব) আতুরং (ভীতম্) (অতঃ) নিমীলিতাক্ষং সুরসৈন্যং (দেবসৈন্যং) পদ্ভ্যাং মমর্দ্দ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—রণরঙ্গে উন্মত্ত বৃত্রাসুর তদীয় শূল উত্তোলন করিয়া নিজবলে পৃথিবী কম্পিত করিল। তাহার ভয়ে দেবগণ ভীত হইয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিলেও সে (বৃত্রাসুর) মদমত্ত যূথপতি হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, সেইরূপ তাহাদিগকেও পদদলিত করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আতুরত্বাদেব মুদ্রিতনেত্রম্। নলানাং বনং নালং যূথপতির্হস্তী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিমীলিতাক্ষং' — ভয়াতুর বলিয়াই মুদ্রিতনেত্র দেবসৈন্যগণকে। 'নালং বনং' —নলসকলের বন নাল, তাহা যূথপতি হস্তী যেমন পদদলিত করে (সেইরূপ পদযুগলদ্বারা বৃত্রাসুর দেবসৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল।) ॥ ৮ ॥

বিলোক্য তং বজ্রধরোঽত্যমর্ষিতঃ
স্বশত্রবেঽভিদ্রবতে মহাগদাম্ ।
চিক্ষেপ তামাপততীং সুদুঃসহাং
জগ্রাহ বামেন করেণ লীলয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রধরঃ (ইন্দ্রঃ) তৎ (দেবদলন্) বিলোক্য অত্যমর্ষিতঃ (অসহমানঃ) অভিদ্রবতে (স্বসম্মুখম্ আগচ্ছতে) স্বশত্রবে (তস্মৈ) (তং হন্তুং) মহাগদাং চিক্ষেপ (বৃত্রঃ চ) আপততীং সুদুঃসহাম্ (অপি) তাং বামেন করেণ লীলয়া (হেলয়া) জগ্রাহ (ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ তদ্দর্শনে অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া সেই আক্রমণকারী স্বকীয় শত্রুর প্রতি এক মহাগদা নিঃক্ষেপ করিলেন। বৃত্রাসুরও স্বীয় অভিমুখে নিপতিত অপরের দুঃসহ গদাকে অনায়াসে বামহস্তে ধারণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অভিদ্রবতে সম্মুখমাগচ্ছতে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিদ্রবতে' — নিজের সম্মুখে আগমনকারী (নিজশত্রু বৃত্রাসুরকে বজ্রধারী ইন্দ্র একটি গদা নিক্ষেপ করিলেন।) ॥ ৯ ॥

স ইন্দ্রশত্রুঃ কুপিতো ভৃশং তয়া
মহেন্দ্রবাহং গদয়োরুবিক্রমঃ ।
জঘান কুম্ভস্থল উন্নদন্ মৃধে
তৎকর্ম্ম সর্ব্বে সমপূজয়ন্নৃপ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! সঃ উরুবিক্রমঃ (উগ্রপরাক্রমঃ) ইন্দ্রশত্রুঃ (বৃত্রঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) কুপিতঃ (অতঃ) মৃধে (সংগ্রামে) উন্নদন্ তয়া (গদয়া) মহেন্দ্রবাহম্ (ঐরাবতং) কুম্ভস্থলে (মস্তকে) জঘান (তস্য) তৎকর্ম্ম সর্ব্বে (স্বপরসৈনিকাঃ) সমপূজয়ন্ (সৎকৃতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অনন্তর অতি বিক্রমশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রও অতিশয় কুপিত হইয়া সংগ্রামমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেই গদাদ্বারাই ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করিলেন, স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্যগণ সকলেই তাহার সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

ঐরাবতো বৃত্রগদাভিমৃষ্টো
বিঘূর্ণিতোঽদ্রিঃ কুলিশাহতো যথা ।
অপাসরদ্ভিন্নমুখঃ সহেন্দ্রো
মুঞ্চন্নসৃক্ সপ্তধনুর্ভৃশার্ত্তঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—বৃত্রগদাভিমৃষ্টঃ (বৃত্রস্য গদয়া অভিমৃষ্টঃ অভিহতঃ) ভিন্নমুখঃ (বিদীর্ণবক্ত্রঃ) ভৃশার্ত্তঃ (অতিপীড়িতঃ) সহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রং বহন্) ঐরাবতঃ অসৃক্ (রক্তং) মুঞ্চন্ বিঘূর্ণিতঃ কুলিশাহতঃ (কুলিশেন বজ্রেন আহতঃ) অদ্রিঃ যথা (পর্ব্বতঃ ইব) (সন) সপ্তধনুঃ (অষ্টাবিংশতি-হস্তমাত্রং দেশম্) অপাসরৎ (তির্য্যক্ পৃষ্ঠতঃ বা গতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুরের গদাঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐরাবত অতিশয় পীড়িত হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে এবং বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে পৃষ্ঠে ইন্দ্রকে লইয়া সপ্তধনু অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি হস্ত দূরে পতিত হইল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভিন্নমুখঃ বিদীর্ণবক্ত্রঃ সপ্তধনুরষ্টাবিংশতিহস্তমাত্রম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভিন্নমুখঃ'—বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হইয়াছিল । 'সপ্তধনুঃ'—বলিতে অষ্টাবিংশতি হস্ত পরিমিত স্থান ॥১১

ন সন্নবাহায় বিষণ্ণচেতসে
প্রাযুঙ্ক্ত ভূয়ঃ স গদাং মহাত্মা ।
ইন্দ্রোঽমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শ-
বীতব্যথক্ষতবাহোঽবতস্থে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মা (ধর্ম্মাত্মা) সঃ (বৃত্রঃ) সন্নবাহায় (সন্নঃ অবসন্নঃ বাহঃ বাহনং যস্য তস্মৈ) (অতএব) বিষণ্ণচেতসে (বিষণ্ণং বিষাদেন ব্যাকুলং চেতঃ যস্য তস্মৈ) ইন্দ্রায় ভূয়ঃ (পুনরপি) গদাং ন প্রাযুঙ্ক্ত (ন চিক্ষেপ) ইন্দ্রঃ (তু) অমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শবীতব্যথক্ষতবাহঃ, (অমৃতস্যন্দী অমৃতশ্রাবী যঃ স্বকরঃ তেন যঃ অভিমর্শঃ স্পর্শঃ তেন বীতা গতা ব্যথা পীড়া যস্য তথাভূতঃ ক্ষতঃ বাহঃ হস্তী যস্য সঃ তথাভূতঃ) অবতস্থে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মপ্রাণ বৃত্র, বাহন ঐরাবতকে অবসন্ন দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনর্ব্বার গদা নিঃক্ষেপ করেন নাই, ইত্যবসরে ইন্দ্রও অমৃতশ্রাবী স্বীয় করস্পর্শে ঐরাবতের ক্ষত ব্যথা অপনোদন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সন্নোঽবসন্নোবাহো যস্য তস্মৈ । অমৃতস্যন্দী অমৃতস্রাবী যঃ স্বকরস্তস্যাভিমর্শেন স্পর্শেন গতব্যথঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্নবাহায়'—সন্ন বলিতে অবসন্ন (অবসাদগ্রস্ত) বাহন যাহার, সেই ইন্দ্রের প্রতি (বৃত্রাসুর পুনরায় গদানিক্ষেপ করে নাই) । 'অমৃতস্যন্দী'—ইন্দ্র অমৃতস্রাবী নিজ করস্পর্শে ঐরাবতের ব্যথা অপনোদিত করিলেন ॥ ২২ ॥

স তং নৃপেন্দ্রাহবকাম্যয়া রিপুং
বজ্রায়ুধং ভ্রাতৃহণং বিলোক্য ।
স্মরংশ্চ তৎকর্ম্ম নৃশংসমংহঃ
শোকেন মোহেন হসন্ জগাদ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপেন্দ্র ! স আহবকাম্যয়া (যুদ্ধেচ্ছয়া) বজ্রায়ুধ (বজ্রং গৃহীত্বা অবস্থিতং) রিপুং ভ্রাতৃহণং (বিশ্বরূপং হতবন্তং) তম্ (ইন্দ্রং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) নৃশংসং ক্রূরং অংহঃ (পাপরূপং) তৎকর্ম্ম (তৎকৃতম) স্মরন্ শোকেন মোহেন (ভ্রাতৃস্নেহেন চ সন্তপ্তঃ অপি) হসন্ জগাদ (উক্তবান্) ॥১৩

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বৃত্রাসুর তাহার ভ্রাতৃহন্তা শত্রু ইন্দ্রকে যুদ্ধেচ্ছায় বজ্র ধারণ করিয়া সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার (ইন্দ্রের) ভ্রাতৃহননরূপ নিষ্ঠুর ও পাপকর্ম্মের স্মরণ করিতে করিতে শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল ॥ ১৩ ।

বিশ্বনাথ—নৃশংসং ক্রূরম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'নৃশংসং'— ক্রূরস্বভাব (ইন্দ্রকে দেখিয়া) ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৃত্র উবাচ—

দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপু-
র্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ ।
দিষ্ট্যানৃণোঽদ্যাহমসত্তম ত্বয়া
মচ্ছূলনির্ভিন্নদৃশদ্দৃদাচিরাৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবৃত্রঃ উবাচ । (হে) অসত্তম ! যঃ ব্রহ্মহা (ব্রাহ্মণং হতবান্) (এবং) গুরুহা (মম) ভ্রাতৃহা চ রিপুঃ (সঃ) ভবান্ অদ্য মে (মম) (অগ্রতঃ) সমবস্থিতঃ (এতৎ) দিষ্ট্যা (ভদ্রং জাতং) মচ্ছূল নির্ভিন্নদৃশদ্ হৃদা (মম শূলেন নির্ভিন্নং দৃশৎ পাষাণসদৃশং হৃৎ হৃদয়ং যস্য তেন) ত্বয়া (নিমিত্তেন) অদ্য অচিরাৎ (এব) (ভ্রাতুঃ) অনৃণঃ (স্যাম্ এতৎ দিষ্ট্যা ভদ্রমেব) ॥ ১৪ ।

অনুবাদ—বৃত্রাসুর বলিল—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, গুরুবধ এবং মদীয় ভ্রাতৃবধ করিয়াছে, ভাগ্যবশতঃ সেই তুমি অদ্য শত্রুভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ । কি সৌভাগ্য ! রে পাপিষ্ঠ, যদি আমার শূলে তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদারণ হয় তাহা হইলে আমি আজ অচিরেই ভ্রাতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মচ্ছূলেন নির্ভিন্নং দৃশতুল্যং হৃদ্‌যস্য তথাভূতেন সতা অদ্যাহমনৃণোঽভূবম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মচ্ছূল-নির্ভিন্ন-দৃশদ্দৃদা'—আমার শূলের দ্বারা নির্ভিন্ন প্রস্তরতুল্য হৃদয় যাহার, সেইরূপ হইলে, অর্থাৎ যদি আমার শূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে অদ্য আমি ভ্রাতৃ-ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব ॥ ১৪ ॥

যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতে-
র্গুরোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য ।
বিস্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ
পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ স্বর্গকামঃ (ভবান্) আত্মবিদঃ দ্বিজাতেঃ (ব্রাহ্মণস্য) গুরোঃ অপাপস্য দীক্ষিতস্য (যজ্ঞে দীক্ষাবতঃ) ন (অস্মাকম্) অগ্রজস্য (বিশ্বরূপস্য) বিস্রভ্য (উপাধ্যায়-ত্বয়াবরণেন বিশ্বাসং দত্ত্বা) স্বর্গকামঃ (যাজ্ঞিকঃ পুরুষঃ) অকরুণঃ (দয়াশূন্যঃ সন্) পশোঃ ইব (যথা পশোঃ শিরঃ ছিনত্তি তদ্বৎ ইতি) খড়্গেন শিরাংসি অবৃশ্চৎ (বিচ্ছেদ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যে তুমি স্বর্গকামনায় আত্মজ্ঞানী, নিষ্পাপ, দীক্ষিত, বিশেষতঃ তোমার গুরু আমার ভ্রাতা ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিয়া বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক স্বর্গকামী যাজ্ঞিক পুরুষ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে পশুর শিরচ্ছেদ করে, সেইরূপ খড়্গদ্বারা শিরচ্ছেদ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বর্গকামো যাজ্ঞিকো ভবাংশ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বর্গকামঃ' —স্বর্গকামী যাজ্ঞিক যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে পশুর শিরশ্ছেদ করে, তুমিও সেরূপ স্বর্গের আধিপত্য রক্ষার জন্য বিশ্বরূপের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

শ্রীহ্রীদয়াকীর্ত্তিভিরুজ্ঝিতং ত্বাং
স্বকর্ম্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্ ।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহ-
মস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীহ্রীদয়াকীর্ত্তিভিঃ (সদ্‌গুণৈঃ) উজ্ঝিতং (ত্যক্তং) স্বকর্ম্মণা (স্বকৃতেন পুরুষাদৈঃ চ (পুরুষান্ অদন্তীতি পুরুষ্যাদাঃ রাক্ষসাঃ তৈঃ অপি) গর্হ্যং (নিন্দ্যং) মচ্ছূলবিভিন্নদেহং (মম শূলেন বিভিন্নঃ দেহঃ যস্য তম্ অতএব) কৃচ্ছ্রেণ (মৃতম্) অস্পৃষ্টবহ্নিম্ অদগ্ধদেহং) (তং) ত্বাং গৃধ্রাঃ সমদন্তি (সম্যক্ প্রকারেণ ভক্ষয়ন্তি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সম্পদ, লজ্জা, দয়া, যশঃ প্রভৃতি সদ্‌গুণভ্রষ্ট, নিজ কর্ম্মবশে রাক্ষসাদিরও নিন্দনীয় তোমাকে আমার এই শূলদ্বারা ভিন্ন করিতেছি,

তাহাতে তোমাকে অতিকষ্টে মরিতে হইবে, অগ্নিও তোমার সেই দেহ স্পর্শ করিবে না প্রত্যুত গৃধ্রগণই তাহা ভক্ষণ করিবে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমদন্তীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদিতি লট্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমদন্তি'—ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান-সামীপ্যে লট্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ আমার শূলদ্বারা বিদীর্ণ অগ্নিরও অস্পৃষ্ট তোমার এই দেহ গৃধ্রগণই ভক্ষণ করিবে ॥ ১৬ ॥

অন্যেঽনু যে ত্বেহ নৃশংসমজ্ঞা
যদুদ্যতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্ ।
তৈর্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাত-
ত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈর্যজামি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে তু যে অজ্ঞাঃ (মৎপ্রভাবানভিজ্ঞঃ) যৎ (যদি) নৃশংসং (ক্রূরম্) ত্বা (ত্বাং) অনুবর্ত্তমানাঃ উদ্যতাস্ত্রাঃ (সন্তঃ) ইহ (সংগ্রামে) মহ্যং (মাং) প্রহরন্তি (প্রহরিষ্যন্তি) (তদা) তৈঃ নিশাত-ত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈঃ (নিশাতেন তীক্ষ্ণীকৃতেন শূলেন নির্ভিন্নঃ গলঃ যেষাং তৈঃ) সগণান্ (ভূতপ্রেতাদিগণ-সহিতান্) ভূতনাথান্ (ভৈরবাদীন্) যজামি (যক্ষ্যামি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এবং অন্যান্য দেবগণও যদি আমার প্রভাব না জানিয়া ক্রূরপ্রকৃতি তোমারই অনুবর্ত্তন করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও) এই তীক্ষ্ণ শূলদ্বারা তাহাদের কণ্ঠ ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভূতপ্রেতাদিসহ ভূতনাথের যজ্ঞ করিব ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যে যে ত্বা ত্বাং অনুগতাঃ তৈর্যজামি যক্ষ্যামি অসুরদ্বারৈব। তেন চাসুরান্ অসুরেষ্ট-দেবান্ ভূতনাথাংশ্চ প্রীণয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যে যে'—অন্য যে সকল দেবতা তোমার অনুসরণ করিতেছে, 'তৈঃ যজামি'—অসুরদ্বারাই তাহাদের অর্চ্চনা করিব। ইহাতে অসুরগণ, তাহাদের ইষ্টদেব ও (ভৈরবাদি) ভূত-নাথগণের প্রীতিবিধান করিব— এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

অথো হরে মে কুলিশেন বীর
হর্ত্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ ।
তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায়
মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর ! (হে) হরে ! (ইন্দ্রঃ !) অথো (অথবা) ইহ (সংগ্রামে) ভবান্ এব যদি প্রমথ্য (মম সেনাং বিলোড্য) কুলিশেন (বজ্রেণ) মে (মম) শিরঃ হর্ত্তা (হরিষ্যতি) তত্র (তর্হি) ভূতবলিং (ভূতেভ্যো বলিং) বিধায় (তেভ্যঃ) অনৃণঃ (বিমুক্তকর্ম্মবন্ধনঃ সন্) মনস্বিনাং (ধীরাণাং নারদাদীনাং) পাদরজঃ প্রপৎস্যে (ধীরাণাং পদং প্রাপ্স্যামি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে বীর ইন্দ্র ! অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রদ্বারা সবিক্রমে আমার শিরশ্ছেদ কর তাহা হইলেও আমি আমার এই দেহ ভূতগণকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ধীরজনোচিত পদবী লাভ করিব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অথো অথবা ভূতেভ্যঃ শৃগালাদিভ্যো বলিং স্বদেহেনাতিস্থূলেন বিধায় দত্ত্বা অনৃণঃ শোধিত-ঋণঃ সন্ মনস্বিনাং শ্রীনারদাদিভক্তানাং পাদরজঃ প্রাপ্স্যামি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অথবা, 'ভূতবলিং'—আমার এই অতিস্থূল দেহের দ্বারা শৃগালাদি প্রাণিগণকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক ঋণশোধ করিয়া, 'মনস্বিনাং'—নারদাদি ভক্তগণের পদবী প্রাপ্ত হইব ॥ ১৮

সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং
পুরঃস্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্ ।
মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রঃ
স্যান্নিষ্ফলঃ কৃপণার্থেব যাচ্ঞা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরেশ ! বৈরিণি (শত্রৌ) ময়ি (বৃত্রাসুরে) পুরঃস্থিতে (ভবদগ্রে বর্ত্তমানে সত্যপি) অমোঘং (কুত্রাপি অপ্রতিহতং) বজ্রং কস্মাৎ (হেতোঃ) ন হিনোষি (মাং প্রতি ন ক্ষিপসি) মা সংশয়িষ্ঠাঃ (সন্দেহং ন কার্ষীঃ) কৃপাণার্থা (কৃপণাদ্ অর্থঃ প্রয়োজনং তস্যাঃ সা) যাচ্ঞা (প্রার্থনা) ইব

(তাদৃশী প্রার্থনা যথা বিফলা ভবতি তথা ময়ি বিফলতাং গতা) গদা ইব বজ্রঃ নিষ্ফলঃ ন স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সুরপতে ! আমি তোমার শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি জন্য আমার প্রতি অমোঘ বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ না। কৃপণের নিকট প্রার্থনা করিলে উহা যেরূপ নিষ্ফল হয়, আমার প্রতি তোমার নিক্ষিপ্ত গদা সেইরূপ বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বজ্র তাদৃশ বিফল হইবে না, অতএব তুমি এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিও না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং যথা জীবিত্বা স্বর্গীয়বিষয়ভোগমভিলষসি তথৈবাহং মৃত্বা বৈকুণ্ঠে ভগবতঃ সাক্ষাচ্চরণসেবামভিলাষামীতি তব চ মম চাভীষ্টং সিধ্যতু কিমিতি মদ্বধে বিলম্বসে ইত্যাহ সুরেশেতি। বজ্রক্ষেপস্যৈবম্ভূতং লক্ষ্যং কদা প্রাপ্স্যসীত্যাহ। পুর এব কেবলং স্থিতে নতু কমপি প্রতীকারং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। ননু মহাসত্ত্বে ত্বয়ি কদাচিদ্বজ্রক্ষেপো নিষ্ফলঃ স্যাদিতি শঙ্কে তত্রাহ অমোঘমব্যর্থম্। ননু গদা যথা মদীয়ৈব ত্বৎপাণিগতা মম পীড়াকরী সাক্ষাদেবাভূৎ তথৈব যদি বজ্রোঽপি স্যাত্তদাহং কিং করিষ্যামীত্যত আহ—মেতি। কৃপণাদর্থং প্রয়োজনং যস্যাঃ সা যাচঞা যথা নিষ্ফলা তথা বজ্রং নিষ্ফলং ন স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি যেরূপ জীবিত থাকিয়া স্বর্গীয় বিষয়ভোগের অভিলাষ করিতেছ, আমিও তদ্রূপ মরণের পর বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ চরণসেবার অভিলাষ করিতেছি, অতএব তোমার ও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক, তবে কিজন্য আমার বধে বিলম্ব করিতেছ ? ইহা বলিতেছেন—'সুরেশ' ইত্যাদি। বজ্রনিক্ষেপের এইরূপ লক্ষ্যস্থল কোথায় পাইবে ? ইহা বলিতেছেন—'পুরঃস্থিতে', যে কেবল তোমার সম্মুখেই অবস্থিত আছে, কিন্তু কোনও প্রতীকার করিতেছে না—এই অর্থ। যদি বলেন—বিশাল দেহ তোমাতে কখনও বজ্রনিক্ষেপ যদি নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অমোঘং'—ঐ বজ্রটি অব্যর্থ। দেখ—আমার গদা যেমন তোমার হস্তগত হইয়া সাক্ষাৎ আমার পীড়াকরী হইয়াছিল, সেইরূপ যদি বজ্রও হয়, তখন আমি কি করিব ? ইহাতে বলিতেছেন—'মা সংশয়িষ্ঠাঃ', কোন সংশয় করিও না। 'কৃপণার্থেব'—কৃপণ হইতে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার সেইরূপ যাচঞা, অর্থাৎ কৃপণের নিকট যাচঞা করিলে উহা যেরূপ নিষ্ফল হয়, সেইরূপ বজ্র কখন নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৯ ॥

নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা
হরের্দধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো
যতো হরিবির্জয়ঃ শ্রীগুর্ণাস্ততঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ননু (নিশ্চিতমেতৎ) (হে) শক্র ! এষঃ তব বজ্রঃ হরেঃ তেজসা দধীচেঃ তপসা (তপোজনিততেজসা) তেজিতঃ (তীক্ষ্ণীকৃতঃ) (অতঃ) বিষ্ণুযন্ত্রিতঃ (বিষ্ণুনা যন্ত্রিতঃ প্রেরিতঃ) (ত্বং) তেনৈব (বজ্রেণ) শত্রুং (মাং) জহি যতঃ (যত্র পক্ষে) হরিঃ ততঃ (তস্মিন্ পক্ষে) বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাশ্চ (দয়াসন্তোষসৌশীল্যাদয়ঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্র ! তোমার এই বজ্র ভগবান্ শ্রীহরির তেজে ও দধীচিমুনির তপস্যায় অতিশয় তেজযুক্ত হইয়াছে, তুমিও বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, অতএব ইহাদ্বারা তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্ হরি যে পক্ষ অবলম্বন করেন, সেই-পক্ষে জয়, সম্পদ, এবং সন্তোষাদিগুণসমূহ অবশ্যম্ভাবী ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অমোঘত্বে হেতুং বদন্ প্রোৎসাহয়তি। নন্বিতি হরের্ভগবতঃ তেজসা দধীচেস্তপসা চ তেজিতস্তীক্ষ্ণীকৃতঃ। বিষ্ণুনা যন্ত্রিতঃ প্রেরিতঃ, যতো যত্র পক্ষে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বজ্রের নিষ্ফলত্বে কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রোৎসাহিত করিতেছেন—'নন্বেষ' ইত্যাদি। ভগবান্ শ্রীহরির তেজ এবং দধীচি মুনির তপস্যার দ্বারা 'তেজিতঃ'—তীক্ষ্ণীকৃত, অর্থাৎ শাণিত হইয়াছে এই বজ্র। 'বিষ্ণুযন্ত্রিতঃ'—বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (তুমি ইহাদ্বারাই শত্রু সংহার কর)। 'যতঃ'—যে পক্ষে শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন, (তথায় বিজয়, শ্রী ও সদ্গুণসমূহের উদয় অবশ্যম্ভাবী।) ॥ ২০ ॥

অহং সমাধায় মনো যথাহ নঃ
সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে ।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো
গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অহং তু ত্বদ্‌বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশঃ (তব বজ্রস্য রংহসা বেগেন লুলিতঃ ছিন্নঃ গ্রাম্যপাশঃ সংসার-বন্ধনভূতঃ দেহঃ যস্য সঃ) অপবিদ্ধলোকঃ (অপবিদ্ধাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ তল্লোকবিষয়ভোগবাসনা যেন তথাভূতঃ সন্) সঙ্কর্ষণঃ (মৎপতিঃ) যথা আহ (তথা) তচ্চরণারবিন্দে (তদীয়চরণপদ্মে) মনঃ সমাধায় (স্থিরীকৃত্য) মুনেঃ (মননশীলস্য ভগবদ্‌ভক্তস্য) গতিং (ভগবন্তম্) যামি (যাস্যামি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আমিও তোমার বজ্রবেগে সংসার-বন্ধনভূত কলেবর ছিন্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণানন্তর ভগবদ্‌ভক্তগণের গতি লাভ করিব ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অয়মেবং মাং প্রলোভ্য পুনঃ পরাক্রমাবিষ্কারেণ বজ্রঞ্চ নিষ্ফলয্য পুনরপি মাং হনিষ্যতীতি মা মংস্থাঃ । অহং যৎ কারোমি তদেকাগ্রমনাঃ শৃণ্বিত্যাহ অহমিতি । সঙ্কর্ষণো নোঽস্মাকং প্রভুঃ যথা আহ তথা তচ্চরণারবিন্দে মনঃ সমাধায় মুনের্যোগিনো গতিমহং যাস্যামি । ত্বদ্বজ্রস্য রংহসা লুলিতঃ খণ্ডিতঃ গ্রাম্যপাশাকার এতদ্দেহো যস্য সঃ । অপবিদ্ধলোকঃ ত্যক্তত্রিলোকৈশ্বর্য্যঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্যক্তি আমাকে এইরূপে প্রলোভিত (প্রলুব্ধ) করিয়া পুনরায় পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক বজ্রকেও নিষ্ফল করতঃ, পুনরায় আমাকে আহত করিবে—এইরূপ মনে করিও না, আমি যাহা করিব, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন ‘অহং’ ইত্যাদি । আমাদের প্রভু সঙ্কর্ষণদেব যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তদনুসারে তাঁহার চরণারবিন্দে মনোনিবেশপূর্ব্বক, ‘মুনেঃ গতিং’—মননশীল যোগি-গণের গতি লাভ করিব । ‘তদ্বজ্র-রংহঃ’—তোমার বজ্রের বেগে গ্রাম্যপাশের আকার (সংসারের বন্ধন-ভূত) এই দেহ খণ্ডিত হইলে, ‘অপবিদ্ধলোকঃ’—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া (ভগবদ্‌ভক্ত-গণের গতি প্রাপ্ত হইব ।) ॥ ২১ ॥

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্ ।
ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
মর্দঃ কলির্ব্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—একান্তধিয়াং (বিবেকিনাং) স্বকানাং (স্বকীয়ত্বেনাঙ্গীকৃতানাং) পুংসাং যাঃ সম্পদঃ দিবি (স্বর্গে) (যাশ্চ) ভূমৌ (যাশ্চ) রসায়াং (রসাতলে) (সপ্তসু লোকেষু তাঃ কাঃ অপি ভবান্) ন রাতি (ন দদাতি) যৎ (যাভ্যঃ সম্পদ্‌ভ্যঃ) দ্বেষঃ (অন্যোন্যং বৈরম্) উদ্বেগঃ (মনশ্চাঞ্চল্যম্) আধিঃ (মানসঃ সন্তাপঃ) মদঃ (গর্ব্বঃ) কলিঃ (কলহঃ) ব্যসনং (তন্নাশে হ্রাসে বা দুঃখং) সম্প্রয়াসঃ (সংবর্দ্ধন-সংরক্ষণাদি-প্রযত্নেন শ্রমঃ এতে ভবন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা ভগবানের প্রতি একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করেন, এবং ভগবানও যাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দান করেন না । যেহেতু তাহা হইতে শত্রুতা, উদ্বেগ, (অলাভে) মনস্তাপ, গর্ব্ব, কলহ, নাশে দুঃখ এবং রক্ষণে ও বৃদ্ধি করণে অতিপ্রয়াস পাইতে হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ত্বদ্ভক্তিতোষিতঃ সঙ্কর্ষণস্তুভ্যমেব স্বর্গাদ্যৈশ্বর্য্যং দাস্যতীতি মা বাদীঃ । শৃণু রে শক্র মৎ-প্রভোস্ত্বঞ্চ ভক্তোঽহঞ্চ ভক্তস্তত্র তুভ্যমেব ভোগৈশ্বর্য্যং দদাতি নতু মহ্যমিত্যত্র কারণং মৎপ্রভোঃ স্বভাবমেব শৃণ্বিত্যাহ পুংসামিতি । যাঃ সংপদঃ তা একান্ত-ধীভ্যঃ পুংভ্যো ন রাতি ন দদাতি, কুতঃ যদ্‌যতঃ সংপদ্ভ্যো দ্বেষাদয়ো ভক্তিসুখে বিক্ষেপকা ভবন্তীত্যতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট সঙ্কর্ষণদেবই তোমাকে স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবেন—এইরূপ বলিও না । ওহে ইন্দ্র ! আমার প্রভুর তুমিও ভক্ত এবং আমিও ভক্ত, তথাপি তোমা-কেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিবেন, কিন্তু আমাকে নহে, তদ্বিষয়ে কারণ আমার প্রভুর স্বভাবই শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—‘পুংসাং’ ইত্যাদি । ‘যাঃ সম্পদঃ’ —স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের যে সম্পদ্‌রাশি, তাহা শ্রীভগবান্ একনিষ্ঠ নিজ জনকে দান করেন না । কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—‘যৎ’, যেহেতু ঐ

সকল সম্পৎ হইতে ভক্তিসুখে বিক্ষেপজনক দ্বেষাদির উদয় হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র ।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শক্র ! (ইন্দ্র !) অস্মৎপতিঃ (অস্মাকং পতিঃ ভগবান্) পুরুষস্য ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতং (ত্রৈবর্গিকঃ ধর্ম্মার্থকামবিষয়ঃ যঃ আয়াসঃ তস্য বিঘাতং) বিধত্তে (করোতি) ততঃ (ত্রৈবর্গিকায়াস বিঘাতাৎ) যঃ (প্রসাদঃ) অকিঞ্চনগোচরঃ (একান্তভক্তিলভ্যঃ) (যশ্চ) অন্যৈঃ (বিষয়াক্রান্তচিত্তৈঃ) দুর্ল্লভঃ (তাদৃশঃ) ভগবৎপ্রসাদঃ অনুমেয়ঃ (অতঃ সম্যগ্ ভগবৎপ্রসাদাভাবাৎ তব সম্পদঃ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্র ! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের ত্রিবর্গ প্রয়াস অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামচেষ্টা নিবারণ করিয়া দেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায়। এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য ; অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মাং স্বপার্শ্বং শীঘ্রমেব নেতুং বজ্রেণ মদ্বধোপায়মুক্ত্বা যত্তুভ্যং মৎপ্রভুর্ভোগসংপদং দদাতি এতেনৈব ত্বমাত্মনি তস্যানুগ্রহাভাবং মন্যস্বেত্যাহ ত্রৈবর্গিকো ধর্ম্মার্থকামবিষয়ো য আয়াসস্তস্য বিঘাতং বিধত্তে পুরুষস্য স্বান্তরঙ্গভক্তস্য তত আয়াসোপরমাদেব ভগবৎপ্রসাদঃ অনুমেয়ঃ। নন্বেবমস্মদনুভবে তু ন ভাতি, তত্রাহ স অকিঞ্চনগোচর এব অন্যৈর্যুষ্মাভিস্তু দুর্ল্লভো যুষ্মদগোচর এবেত্যতস্ত্বয়ি তস্য সম্যক্ প্রসাদাভাবাৎ তব সংপদো ভবিষ্যন্তীতি বিশ্বস্তো ভূত্বা শীঘ্রং বজ্রং নিক্ষিপেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাকে নিজপার্শ্বে শীঘ্রই লইবার জন্য বজ্রের দ্বারা আমার বধের উপায় বলিয়া, আমার প্রভু তোমাকে যে ভোগসম্পদ্ দিতেছেন, ইহাতেই তুমি তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের অভাব বিবেচনা কর, ইহা বলিতেছেন—'ত্রৈবর্গিক' ইতি, আমাদের প্রভু নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তের ধর্ম্ম, অর্থ, কামবিষয়ক যে প্রয়াস, তাহা দূর করেন। 'ততঃ' —এই প্রয়াস উপরম হইতেই শ্রীভগবানের প্রসাদ (প্রসন্নতা) অনুমান করা যায়। যদি বলেন—দেখুন, আমাদের অনুভবে কিন্তু এইরূপ প্রকাশ পায় না, তাহাতে বলিতেছেন—'স অকিঞ্চনগোচরঃ', তাহা অকিঞ্চন জনেরই গোচরীভূত, তোমাদের ন্যায় অপরের পক্ষে উহা দুর্ল্লভ, অর্থাৎ তোমাদের অগোচরই। অতএব তোমাতে তাঁহার কৃপার অভাবহেতুই তোমার সম্পদ্‌সমূহ হইবে, ইহাতে বিশ্বস্ত হইয়া শীঘ্র বজ্র নিক্ষেপ কর—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) হরে ! তব পাদৈকমূলদাসানুদাসঃ (তব পাদৌ এব একং মূলম্ আশ্রয়ঃ যেষাং তেষাং দাসানাম্ অনুদাসঃ অহং) ভূয়ঃ (পুনং) ভবিতাস্মি (ভবিষ্যামি ভবেয়ং) অসুপতেঃ (প্রাণনাথস্য তে (তব) গুণান্ (মম) মনঃ স্মরেত (চিন্তয়েৎ) বাক্ (চ) (তানেব গুণান্) গৃণীত (কীর্ত্তয়েৎ) কায়ঃ (তস্য এব) কর্ম্ম (সেবাং) করোতু ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে হরে ! যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাস গণেরও দাস হইতে পারিব ? আমার মন যেন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য যেন তোমারই গুণ কীর্ত্তন এবং শরীরও তোমারই সেবা কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি বজ্রমনিক্ষিপন্তমিন্দ্রং দৃষ্ট্বা হন্ত হন্ত বরাকমিমং শক্রং বহির্দর্শিনং কিমিতি ব্রবীমি স্বপ্রভোশ্চরণারবিন্দ এব কিং ন নিবেদয়ামীতি ধ্যানাবির্ভূতং ভগবন্তমালোক্যাহ অহমিতি। তব পাদাবেব একং মূলমাশ্রয়ো যেষাং তেষাং দাসানাং অনুদাসো ভূয়ঃ পুনরপি ভবিতাস্মি ভবিষ্যামি কিং তত্র কিয়ান্ বিলম্বো বর্ত্ততে তং কৃপয়া কথয়। উৎকণ্ঠয়া

জর্জ্জরীভূতোঽস্মীতি ভাবঃ। নন্ববিলম্বেনৈব ত্বামহমেষ এবাত্মসাৎ করোমি স্বাভীষ্টান্ বরান্ বৃণ্বিত্যাহ,—মনো মম অসুপতেঃ প্রাণনাথস্য তব প্রাণনাথং ত্বাং স্মরতু বাক্ গুণান্ কীর্ত্তয়তু কায়ঃ কর্ম্ম ত্বৎপাদসংবাহন-ব্যজনতাম্বূলপ্রদানাদিকং করোত্বিতি কায়-বাঙ্মনসাং মে প্রার্থনা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিতেছেন না দেখিয়া, হায়! হায়! নীচ বহির্দর্শী ইন্দ্রকে কি বলিব? নিজ প্রভুর চরণারবিন্দে কেন না নিবেদন করি! এইভাবে ধ্যানে আবির্ভূত শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। 'পাদৈকমূল-দাসানুদাসঃ'—তোমার শ্রীচরণযুগলই একমাত্র আশ্রয় যাঁহাদের, সেই দাসগণের অনুদাস (অনুগত দাস) আমি কি পুনরায় হইব? তাহাতে কত বিলম্ব আছে, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বল। উৎকণ্ঠায় আমি জর্জ্জরিত হইতেছি—এই ভাব। যদি বলেন—অবিলম্বেই তোমাকে আমি আত্মসাৎ করিতেছি, তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, ইহাতে বলিতেছেন—'মনঃ' ইত্যাদি, আমার মন 'অসুপতেঃ'—প্রাণনাথ তোমার, অর্থাৎ প্রাণনাথ তোমাকে স্মরণ করুক; আমার বাগিন্দ্রিয় সেই সকল গুণ কীর্ত্তন করুক এবং আমার দেহ তোমারই পাদসম্বাহন, ব্যজন, তাম্বূল প্রদানাদি কর্ম্ম করুক—ইহাই আমার কায়, বাক্য ও মনের প্রার্থনা ॥ ২৪ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সমঞ্জস! (নিখিল-সৌভাগ্য-নিধে।) ত্বা (ত্বাং) বিরহয্য (ত্যক্ত্বা) নাকপৃষ্ঠং (ধ্রুবপদং) ন কাঙ্ক্ষে (নেচ্ছামি; এবং) পারমেষ্ঠ্যং (পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা তৎস্থানং পারমেষ্ঠ্যং) সার্ব্বভৌমং (সর্ব্বভূমেঃ অধীশ্বরত্বং) রসাধিপত্যং (পাতালেশ্বরত্বং) যোগসিদ্ধিঃ (অণিমাদিকাঃ, কিং বহুনা) অপুনর্ভবং (মোক্ষম্ অপি ন কাঙ্ক্ষে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এমন কি মোক্ষ-প্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তুভ্যং স্বর্গাপবর্গাদীনি সর্ব্বাণ্যেব ফলানি দদামি গৃহাণেতি তত্র সশিরোধূননং ন ন নেত্যাহ—নেতি। নাকপৃষ্ঠং স্বর্গপদং ত্বা ত্বাং বিরহয্য ত্যক্ত্বা তদ্বিরহেণ মম প্রাণা জ্বলন্তি, স্বর্গাদয়ঃ কিং মে সুখয়িষ্যন্তীতি ধ্বনিঃ। ত্বৎসংযোগে মম পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তং বরত্রয়ং ভবেত্তদা তদেব মে স্বর্গাপবর্গাদি সর্ব্বসুখতমং কিমেতৈর্গৃহীতৈরিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমাকে আমি স্বর্গ, অপবর্গাদি সমস্ত ফলই প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, তাহাতে শিরঃকম্পনপূর্ব্বক না, না, না—এইরূপ বলিতেছেন। 'নাকপৃষ্ঠং'—স্বর্গপদ, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার বিরহে আমার প্রাণ প্রজ্বলিত হইতেছে, আর স্বর্গাদি আমাকে কি সুখদান করিবে? ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। তোমার সাহচর্য্যে আমার পূর্ব্বশ্লোকে কথিত তিনটি বর যদি (লভ্য) হয়, তাহা হইলেই আমার স্বর্গাপবর্গাদি সমস্ত কিছু সুখতম হইবে, নতুবা এই সকল গ্রহণ করিয়া কি ফল?—ইহা অনুধ্বনি ॥ ২৫ ॥

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরবিন্দাক্ষ! (পদ্মনেত্র!) যথা অজাতপক্ষাঃ খগাঃ (পক্ষিণঃ) ক্ষুধার্ত্তাঃ (ক্ষুধাদিভিঃ পীড়িতাঃ) মাতরং যথা বৎসতরাঃ (অতি-বালকাঃ বৎসাঃ দাম্না বদ্ধাঃ ক্ষুধাপীড়িতাঃ কদা) স্তন্যং (প্রাপ্স্যামঃ ইতি তদিচ্ছন্তি) বিষণ্ণা (কাম-পীড়িতা) প্রিয়া (প্রেয়সী) ব্যুষিতং (প্রবাসিনং) প্রিয়ম্ ইব (পতিং যথা তথা মে) মনঃ (তাপত্রয়-পীড়িতং কর্ম্মভির্বদ্ধং চ) ত্বাং দিদৃক্ষতে (দ্রষ্টু-মিচ্ছতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কমললোচন! অজাতপক্ষ পক্ষি-শাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে,

রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসিপতির দর্শনে অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, অত্যুৎকণ্ঠাবতোঽপি মম ত্বৎপ্রাপ্তিস্ত্বদধীনৈব ন চ তত্র মে ক্বাপি শক্তিরস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তত্রয়মাহ,—অজাতপক্ষাঃ খগাঃ খগবালকাঃ ঘূকাদিত্রস্তাঃ ক্ষুৎপীড়িতাশ্চ মাতরং কদা প্রাপ্স্যাম ইতি প্রতিক্ষণং দিদৃক্ষমাণাঃ পত্রেঽপি সঞ্চলতি আয়াতা মম মাতেতি বুদ্ধ্যা কোমলং কলং কূজন্তশ্চঞ্চূন্ প্রসারয়ন্তি। ননু তর্হি তন্মাতা যথা আগত্য ঘূকাদিভ্যো রক্ষন্তী স্বতঃ পৃথগ্ভূতৈরানীতৈঃ ক্ষুদ্রকীটৈস্তচ্চঞ্চুমধ্যে নিহতৈস্তেষাং ক্ষুধামুপশময়তি তথৈবাহমপি ত্রিবিধতাপেভ্য ইন্দ্রাদিশত্রুভ্যশ্চ ত্বাং রক্ষন্ স্বর্গপারমেষ্ঠ্যাদিভোগৈর্দত্তৈস্ত্বদভীষ্টং পূরয়াণীতি তত্র ত্বন্মাধুর্য্যং বিনা মম নান্যৎ কিমপ্যভীষ্টমিতি তথা ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিকূলং বৃত্রাখ্য-স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়বন্ধনং বিনা মম নান্যৎ কিমপি তাপত্রয়মিত্যতো দৃষ্টান্তান্তরমাহ—স্তন্যং বাঞ্ছন্তীতি শেষঃ। বৎসতরা অত্যল্পবয়স্কা বৎসা গৃহস্থগৃহে দামবদ্ধাঃ ক্ষুধয়া মাতুরেব দুগ্ধপানৈকতানমনাস্তদার্ত্তাঃ। অত্রাপি বৎসতরা মাতুর্দুগ্ধমেব স্বসুখমভিলষন্তোঽপি মাতুঃ কামপি সেবাং ন লিপ্সমানা ইত্যপরিতুষ্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ—প্রিয়ং প্রীতিমন্তং পতিং ব্যুষিতং সুদূরদেশস্থং প্রিয়া প্রেমবতী বিষণ্ণা তদ্বিরহ-জর্জ্জরিতা দিদৃক্ষতে সা যথা স্বীয়সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈঃ সেবমানা প্রিয়ং সুখয়িতুং প্রিয়স্যৈব সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদিভির্গুণলীলা-বৈদগ্ধ্যাদিভিশ্চ স্বসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সুখয়িতুমিচ্ছতি তথৈবাহমপি ত্বাং সেবেয়েত্যত এব মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায় ইতি বরত্রয়মবাঞ্ছমিতি ভাবঃ। কিন্তু সা দাস্যসখ্যশৃঙ্গারৈঃ প্রিয়ং সুখয়েদহন্তু কেবলেনৈব দাস্যেন ত্বাং সুখয়েয়মিত্যেতাবানেব ভেদঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমি অতি উৎকণ্ঠিত হইলেও আমার পক্ষে তোমার প্রাপ্তি, তোমারই অধীন, তদ্বিষয়ে আমার কোন শক্তিই নাই, ইহাতে তিনটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অজাতপক্ষাঃ' ইত্যাদি। যাহাদের পক্ষ উদ্গত হয় নাই, এরূপ পক্ষিশাবকগুলি যেমন ঘূকাদি (পেঁচা প্রভৃতি) হইতে ভীত এবং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মাতাকে কখন পাইব—এইরূপ প্রতিক্ষণে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, পত্র সঞ্চালিত হইলেও এই আমার মা আসিতেছে, এরূপ মনে করিয়া কোমল কল কল ধ্বনিতে চঞ্চু প্রসারিত করে। যদি বলেন—তাহা হইলে তাহার মাতা আসিয়া যেমন ঘূকাদি হইতে রক্ষা করে এবং অন্য স্থান হইতে আনীত নিহত ক্ষুদ্র কীটাদি চঞ্চুমধ্যে স্থাপন করতঃ তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, সেইরূপ আমিও ত্রিবিধ তাপ ও ইন্দ্রাদি শত্রু হইতে তোমাকে রক্ষা করতঃ স্বর্গ, পারমেষ্ঠ্যাদির ভোগসকল প্রদানপূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট পূরণ করিতেছি। তাহার উত্তরে – তোমার মাধুর্য্য বিনা আমার অন্য কোন অভীষ্ট নাই, তোমার প্রাপ্তির প্রতিকূল এই বৃত্রনামক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের বন্ধন ব্যতীত আমার অন্য কোন তাপত্রয়ও নাই, এইজন্য অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'স্তন্যং যথা'। অত্যল্প বয়স্ক গো-বৎস গৃহস্থের গৃহে রজ্জুবদ্ধ থাকিয়া ক্ষুধায় মাতৃদুগ্ধ পানের জন্য উন্মুখ হইয়া যেমন পীড়িত হয়। এই দৃষ্টান্তেও গো-বৎস মাতৃদুগ্ধই স্বসুখ বলিয়া অভিলাষ করিলেও, মাতাকে কোনরূপ সেবা করিতে আকাঙ্ক্ষা করে না, ইহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'প্রিয়ং প্রিয়েব'। দূরদেশস্থিত প্রীতিমান্ পতিকে প্রেমবতী পত্নী তদ্বিরহে জর্জ্জরিত হইয়া যেমন দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে। সেই পত্নী যেমন নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারের দ্বারা প্রিয়তমকে সুখদানের জন্য সেবা করে এবং প্রিয়তমেরই সৌন্দর্য্য, সৌস্বর্য্যাদি (সুমধুর কণ্ঠস্বরাদি) গুণ, লীলা, বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির দ্বারা নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখী করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ আমিও তোমাকে সেবা করিব। এই নিমিত্তই 'মনঃ প্রাণপতির স্মরণ করুক, বাক্য তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করুক এবং দেহ তাঁহারই কর্ম্ম করুক'—এইরূপ তিনটি বর প্রার্থনা করিয়াছি, এই ভাব। কিন্তু সেই পত্নী দাস্য, সখ্য ও শৃঙ্গারের দ্বারা প্রিয়তমকে সুখী করুন, আর আমি কেবলমাত্র দাস্যের দ্বারাই তোমাকে সুখী করিব—এইমাত্র প্রভেদ ॥ ২৬ ॥

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবাক্যনামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ ! (স্বামিন্) ; স্বকর্ম্মভিঃ সংসার-চক্রে ভ্রমতঃ মম উত্তমঃশ্লোকজনেষু (উত্তমঃ শ্লোকস্য তব জনেষু ভক্তেষু) সখ্যং ভূয়াৎ ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষু (তব মায়য়া আত্মা আত্মজঃ পুত্রঃ দ্বারা স্ত্রী গেহং ভবনং চ তেষু) আসক্তচিত্তস্য (আসক্ত চিত্তং যস্য তস্য মম, তেষু আত্মাত্মজাদিষু) সখ্যম্ (আসক্তিঃ) ন ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে নাথ ! নিজ কর্ম্মবশে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। অতঃপর আমার যেন ত্বদীয় পুণ্যকীর্ত্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ হয় এবং তোমারই মায়ায় আমার চিত্ত যে, দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহপ্রভৃতিতে বর্ত্তমানে আসক্ত হইয়াছে, তাহাতে যেন আর আসক্তি না থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তৎক্ষণ এবাতিদৈন্যভাবোদয়েন হন্ত হন্ত মমাধমস্য কথমেতাবৎ সৌভাগ্যং সম্ভবেদত এতদস্ত্বিতি প্রার্থয়তে,—মম উত্তমঃশ্লোকজনেষু তদ্ভক্তেষু সখ্যং ভূয়াৎ, কিন্তু তন্মায়য়া আত্মাত্মজাদিষ্বাসক্তস্য জনস্য কস্যাপি ময়ি সখ্যং ন ভূয়াৎ। যথৈতজ্জন্মনি অসুরাণাং ময়ি সখ্যমভূৎ মম চ ত্বদ্ভক্তেষু সখ্যং নাভূদিত্যপারং দুঃখমন্বভূবমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠে একাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেইক্ষণেই অতিশয় দৈন্যভাবের উদয়ে, হায় ! হায় ! অধম আমার কি-প্রকারে এরূপ সৌভাগ্য সম্ভব হইবে, অতএব ইহাই হউক, ইহা প্রার্থনা করিতেছেন—'মম উত্তমঃশ্লোক-জনেষু', উদারকীর্ত্তি তোমার ভক্তগণের প্রতিই যেন আমার সখ্য (অনুরাগ) জন্মে, কিন্তু তোমার মায়া-বশতঃ দেহ, পুত্রাদিতে আসক্ত কোনও জনের প্রতি যেন আমার আসক্তি না হয়। যেরূপ এই জন্মে অসুরগণের প্রতি আমার সখ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমার ভক্তজনে সখ্য হয় নাই, ইহাতে আমি অপার দুঃখই অনুভব করিতেছি—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঋষিরুবাচ—

এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ
মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং
যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽপ্সু ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক উৎসাহিত, অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয় ইন্দ্রের দ্বারা বৃত্রবধপ্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

বৃত্রাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া কঠোর শূল ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্র শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা ঐ অসুরের একটি ভুজের সহিত তাহা ছিন্ন করেন, ছিন্নবাহু বৃত্রাসুর পুনরায় লৌহদণ্ড দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করিলে তাঁহার হস্ত হইতে বজ্রচ্যুত হইল। ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া পুনরায় বজ্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে পুনরায় উত্তেজিত করিয়া বজ্র উত্তোলন-পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলেন।

বৃত্রাসুর কহিলেন,—"যুদ্ধে জয়পরাজয়ের হেতু সর্ব্ব-কারণকারণ একমাত্র ভগবান্। মূঢ়ব্যক্তিগণ তাহা না জানিয়া নিজেকেই জয়পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ সমস্তই ভগবদধীন, তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্রতা আর কাহারও নাই। পুরুষ, প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি সমস্তই ভগবানের অনুগ্রহেই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহাকে জানিতে না পারিয়াই অনীশ্বর জীব আপনাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মনে করে, তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সুখ, দুঃখ ভয়াদিতে অভিভূত হয় না।" উভয়ে এই প্রকার ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার যুদ্ধে মহাবলশালী বৃত্রাসুরের অন্য বাহু ইন্দ্রকর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে ঐ অসুর ভয়ঙ্কর মুখ্য-ব্যাদন করিয়া ইন্দ্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক সবাহন-ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইন্দ্র নারায়ন-কবচ-বলে অসুরের উদরস্থ হইয়াও নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহার (বৃত্রাসুরের) উদর হইতে নির্গত হইয়া অতিশয় বেগবান্ বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করিতে ইন্দ্রের একবৎসর সময় অতি-বাহিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—(হে) নৃপ! আজৌ (যুদ্ধে) এবং দেহং জিহাসুঃ (ত্যক্তুমিচ্ছুঃ অতঃ) বিজয়াৎ (অপি) মৃত্যুম্ (এব) বরং মন্যমানঃ (বৃত্রঃ) শূলং প্রগৃহ্য অপ্সু (প্রলয়োদকে) কৈটভঃ (তদাখ্যঃ দৈত্যঃ) মহাপুরুষং (বিষ্ণুং) যথা (অভ্যপতৎ তদ্বৎ) সুরেন্দ্রং (দেবরাজম্) অভ্যপতৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ, যুদ্ধে বিজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এইরূপে নিজকলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক বৃত্রাসুর শূল গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রলয়োদকে কৈটভ-দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি যেরূপভাবে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ দেবরাজের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১।

বিশ্বনাথ—

যৎ শৌর্য্যেণ গতোৎসাহঃ শক্রোঽভূদ্যেন বোধিতঃ।
তং সংস্তূয়মহাযুদ্ধেঽহন্নিতি দ্বাদশে কথা ॥

মাময়মিতি কর্ত্তব্যমূঢ়ো ন হন্তি তদহমেব স্বসৌন্দর্য্যং দর্শয়ন্নিমমুৎসাহয়ানি কোপয়ানি চ যতো মাময়ং শীঘ্রং নিহন্যাদিত্যাশয়েনাহ পুনর্য্যোদ্ধুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ,—শূলমিতি। অপ্সু প্রলয়োদকে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে বৃত্রাসুরের পরাক্রমে উৎসাহহীন ইন্দ্র তাহার দ্বারা বোধিত (জ্ঞানপ্রাপ্ত) হইয়া তাহার প্রশংসা করতঃ মহাযুদ্ধে তাহাকে বধ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

কর্ত্তব্যবিমূঢ় এই ইন্দ্র আমাকে আঘাত করিবে না, অতএব আমিই ইহাকে নিজের রূপ দেখাইয়া ইহার উৎসাহ ও কোপ উৎপাদন করি, যাহাতে এই ব্যক্তি শীঘ্র আমাকে বধ করে, এই আশয়ে বৃত্রাসুর পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইহা বলিতেছেন—'শূলং' ইত্যাদি। 'অপ্সু'—প্রলয় সমুদ্রজলে, (কৈটভ দৈত্য যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হইয়া-ছিল, তদ্রূপ বৃত্রাসুরও ত্রিশূল উদ্যত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল।) ॥ ১ ॥

ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্ব-
মাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ ।
ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো
হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ বীরঃ অসুরেন্দ্রঃ (বৃত্রঃ) যুগান্তাগ্নি-কঠোরজিহ্বং (যুগান্তাগ্নিবৎ কঠোরা জিহ্বা শিখা যস্য তৎ) শূলম্ আবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) মহেন্দ্রায় রুষা (ক্রোধেন) তরসা (বেগেন) ক্ষিপ্ত্বা বিনদ্য (নাদং কৃত্বা) (হে) পাপ ! (ত্বং ময়া) হতঃ (অসি) ইতি জগাদ (উক্তবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর বৃত্র যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় কঠোরাগ্র শূল ঘূর্ণন করিয়া অতিবেগে ক্রোধের সহিত ইন্দ্রের উপরে নিক্ষেপপূর্ব্বক উচ্চনাদে বলিয়াছিল,—রে পাপ ! এই আমি তোকে হত্যা করিলাম ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—জিহ্বা শিখা আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জিহ্বা'—শিখা, অগ্রভাগ। 'আবিধ্য'—ভ্রমণ করাইয়া (অর্থাৎ মহাবীর বৃত্র প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড অগ্রভাগযুক্ত ত্রিশূলটিকে বেগে ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল।) ॥ ২ ॥

খ আপতৎ তদ্বিচলদ্গ্রহোল্কব-
ন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্ব্বণাচ্ছিন-
ভুজঞ্চ তস্যোরগরাজভোগম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—খে (আকাশে) আপতৎ (আগচ্ছৎ) বিচলৎ (পরিভ্রমৎ) গ্রহোল্কবৎ (গ্রহশ্চ উল্কা চ গ্রহোল্কং তদ্বৎ) দুষ্প্রেক্ষ্যম্ (অপি) তৎ (শূলং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অজাতবিক্লবঃ (ভয়শূন্য এব) বজ্রী (ইন্দ্রঃ) শতপর্ব্বণা (শতং পর্ব্বাণি যস্য তেন) বজ্রেণ আচ্ছিনৎ, (তথা উরগরাজভোগম্) উরগরাজঃ বাসুকিঃ তস্য ভোগঃ দেহঃ তদাকারং) ভুজং (চ) আচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—গ্রহ ও উল্কার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য সেই শূল আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আসিতেছে দেখিয়া দেবরাজ নির্ভীকচিত্তে শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্র-দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্পরাজ বাসুকীর শরীরের ন্যায় বিশালাকৃতি একটী ভুজও ছেদন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আপতৎ আগচ্ছৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপতৎ'—যাহা আসিতেছে (অর্থাৎ আকাশমার্গে সেই ত্রিশূলটিকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরের একটি ভুজের সহিত তাহা ছেদন করিলেন।) ॥ ৩ ॥

ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ
সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্ ।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং
বজ্রঞ্চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ছিন্নৈকবাহুঃ (ছিন্নঃ একঃ বাহুর্যস্য সঃ) (তথাভূতঃ অপি) বৃত্রঃ সংরব্ধঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) গৃহীতবজ্রং (গৃহীতঃ বজ্রঃ যেন সঃ তম্) ইন্দ্রম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) পরিঘেণ (লৌহদণ্ডবিশেষেণ) হনৌ (কপোলপ্রান্তে) ততাড়। অথ (অনন্তরম্ এব) অমরেভম্ (ঐরাবতং চ) ততাড়, মঘোনঃ (ইন্দ্রস্য) হস্তাৎ বজ্রং চ ন্যপতৎ (পপাত) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এক বাহু ছিন্ন হইলে বৃত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া লৌহদণ্ড (পরিঘ)-দ্বারা তাঁহার গণ্ডদেশের প্রান্তে এক ভয়ানক আঘাত করিল এবং তাহা দ্বারা ঐরাবতকে তাড়না করিল, তাহাতে আহত ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হনৌ কপোলপ্রান্তে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হনৌ'—গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগে ॥ ৪ ॥

বৃত্রস্য কর্ম্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ
সুরাসুরাশ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।
অপূজয়ংস্তৎ পুরুহূতসঙ্কটং
নিরীক্ষ্য হাহেতি বিচুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সুরাসুরাঃ (দেবদৈত্যাঃ) চারণসিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ (চারণাদিসিদ্ধপুরুষগণাঃ সর্ব্বে) অতিমহা-

দ্ভুতং বৃত্রস্য তৎ কর্ম্ম অপূজয়ন্ (সৎকৃতবন্তঃ) পুরুহূতসঙ্কটং (পুরুহূতস্য ইন্দ্রস্য সঙ্কটং) নিরীক্ষ্য (অবলোক্য) (সুরাদয়ঃ) হা হা ইতি ভৃশম্ (অত্যন্তং বিচুক্রুশুঃ (বিলপন্তি স্ম) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুরের এই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে সুরাসুর চারণ ও সিদ্ধগণ সকলে তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রের বিপদ দর্শনে দেবগণ হাহারবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুহূত ইন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুহূতঃ'—ইন্দ্র ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিত-
শ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ ।
তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো
জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অরিসন্নিধৌ (শত্রুসমীপে) স্ব-হস্তাৎ চ্যুতং বজ্রং বিলজ্জিতঃ ইন্দ্রঃ পুনঃ ন জগৃহে (ন জগ্রাহ ন ধৃতবান্, তদা চ) বৃত্রঃ তম্ (ইন্দ্রম্) আহ,— (হে) হরে, (ইন্দ্র,) আত্তবজ্রঃ (গৃহীতবজ্রঃ সন্ ত্বং) স্ব-শত্রুং (মাং) জহি (মারয়);— (অয়ং) বিষাদকালঃ (বিষাদস্য কালঃ) ন (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শত্রু-সমীপে হস্ত হইতে বজ্র পতিত হওয়ায় লজ্জিত হইয়া ইন্দ্র ঐ বজ্র পুনরায় গ্রহণ করেন নাই, তখন বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে ইন্দ্র! বজ্র গ্রহণ করিয়া স্ব-শত্রুকে বিনাশ কর, ইহা বিষাদের সময় নহে ॥ ৬ ॥

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং
সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—উৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরম্ (উৎপত্তিলয়-স্থিতীনাম্ ঈশ্বরং) সর্ব্বজ্ঞম্ আদ্যম্ (অনাদিং) সনাতনং (নিত্যং) পুরুষম্ একং (ভগবন্তং) বিনা পরাত্মনাং (পরঃ দেহঃ এব আত্মা যেষাং পরাধীনাত্মনাং বা) যুযুৎসতাং (যোদ্ধুম্ ইচ্ছতাম্) আততায়িনাং (শত্রূণাম্) একত্র সদা জয়ঃ (ইতি নিয়ম) ন (ভবতি) (কিন্তু) কুত্রচিৎ জয়ঃ কুত্রচিৎ নৈব ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(হে ইন্দ্র,) উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি সনাতন পুরুষ এক ভগবান্ ভিন্ন দেহধারী বা পরতন্ত্র জীবাত্মা যুদ্ধেচ্ছু শত্রুগণের সর্ব্বদা জয় হইবে,—এরূপ নিয়ম নাই, কোন স্থলে জয় ও কোন স্থলে বা পরাজয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—আততায়িনাং শস্ত্রবতাং কুত্রচিৎ শত্রুষু সদা জয়ঃ একত্র শত্রৌ ন জয়শ্চ। যথা যুষ্মাকম্ অসুরেষু সদা জয়ঃ, ময়ি তু ন জয় ইত্যর্থঃ, যতঃ, পরঃ অনাত্মাত্মীয়ঃ অস্বাধীন আত্মা পরমেশ্বরো যেষাং পরমেশ্বরস্য তু সদৈব জয় ইত্যাহ,—বিনৈকমিতি। তেন, স্বাধীনীকৃত-পরমেশ্বরাণামর্জ্জুনাদীনামিব ন যুষ্মাকং সদা জয় ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আততায়িনাং'—যুদ্ধাভিলাষী শস্ত্রধারী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা জয়লাভ হয় না, কখনও জয়, কখনও বা পরাজয় ঘটিয়া থাকে। যেমন তোমাদের অসুরের প্রতি সর্ব্বদা জয়, কিন্তু আমাতে জয় নাই—এই অর্থ। যেহেতু 'পরাত্মনাম্'—পর বলিতে অনাত্মা, অর্থাৎ দেহই যাহাদের পরাধীন, অথবা পরমেশ্বরের অধীন যাহাদের দেহ, তাহাদের সর্ব্বদা জয় হয় না, কিন্তু পরমেশ্বরের সর্ব্বদাই জয় হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'বিনৈকং' ইত্যাদি (অর্থাৎ একমাত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, অনাদি পুরুষ ব্যতীত)। ইহাতে যাঁহারা পরমেশ্বরকে নিজের অধীন করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায়, তোমাদের সর্ব্বদা জয়লাভ সম্ভব নহে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শিচা (জালেন) বদ্ধাঃ দ্বিজাঃ ইব (পক্ষিণঃ ইব পক্ষিণঃ যথা চেষ্টন্তে তদ্বৎ) ইমে সপালাঃ (লোকপালৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) লোকাঃ যস্য

বশে (স্থিতাঃ স্বয়ং) বিবশাঃ (সন্তঃ) শ্বসন্তি (চেষ্টন্তে, অতঃ) সঃ কালঃ (কালয়তীতি কালঃ ভগবান্ এব) ইহ (জয়পরাজয়াদৌ) কারণং (মূলং নিদানম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—লোকপালের সহিত এই লোক-সমূহ যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় অবশ-ভাবে চেষ্টা করিতেছে, সেই কাল অর্থাৎ ভগবান্ই জয়-পরাজয়ের একমাত্র কারণ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্যুষ্মাকং কর্ম্মাধীনানাং তু শুভা-শুভাদৃষ্টানুকূলঃ কালএব জয়পরাজয়য়োঃ কারণ-মিত্যাহ,—লোকা ইতি। যস্য বশে স্থিতাঃ শ্বসন্তি চেষ্টন্তে, দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ শিচা জালেন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কর্ম্মাধীন তোমাদের কিন্তু শুভাশুভ অদৃষ্টের অনুকূল কালই (অর্থাৎ ভগবান্ই) জয় ও পরাজয়ের কারণ, ইহা বলিতে-ছেন—'লোকাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ লোকপালগণের সহিত এই লোকসমুদয়, 'যস্য বশে'—যাঁহার ইচ্ছার বশীভূত থাকিয়া, জালে আবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় স্বয়ং অবশভাবেই নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, (সেই কালরূপী ভগবান্ই সর্ব্বত্র জয়-পরাজয়ের কারণ।) ॥ ৮ ॥

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ওজঃ সহঃ বলং (ওজো মনোবল-স্বরূপং) প্রাণম্ অমৃতং মৃত্যুং চ তম্ এব (ভগবন্তম্) অজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) জনঃ (মূঢ়ঃ জনঃ) জড়ম্ আত্মা-নং (দেহং) হেতুঃ (কারণং) মন্যতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি), সহঃ (মনঃশক্তি), বল (শরীরের শক্তি) এবং প্রাণ, অমৃত ও মৃত্যুস্বরূপ সেই ভগবানকে না জানিয়া মূঢ়জন এই জড়-দেহকেই জয়পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ওজ আদিরূপং তং কালং হেতুমজ্ঞায় অবিজ্ঞায় জড়ং সন্তমাত্মানং দেহং হেতুং মন্যতে॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি) প্রভৃতি রূপ সেই কালকে 'হেতুম্ অজ্ঞায়'—কারণরূপে না জানিয়া, 'জড়ম্ আত্মানম্'—এই জড় দেহকেই জীব কারণ মনে করে ॥ ৯ ॥

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ মঘবন্, (ইন্দ্র) দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ঃ মৃগঃ যথা (নর্ত্তকেচ্ছয়া নৃত্যাদিকং করোতি) ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি বিশ্বানি) এবং ঈশতন্ত্রাণি (ভগবন্নিয়ন্ত্রিতানি) বিদ্ধি (জানীহি) ॥১০॥

অনুবাদ—হে মঘবন্, (ইন্দ্র), দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছায়াই নৃত্য করে, সেইরূপ সর্ব্ববস্তুই ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তস্য কালস্যাপি বশয়িতা যঃ পুরুষঃ সোঽপি যস্য বশে স স্বয়ং ভগবানেব সর্ব্ব-কারণকারণমিতি সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। ঈশতন্ত্রাণি তস্যেশ্বরস্যাধীনানি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই কালেরও বশ-য়িতা যে পুরুষ, তিনিও যাঁহার বশে, সেই স্বয়ং ভগ-বান্ই সর্ব্বকারণ-কারণ, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যথা ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ঈশ-তন্ত্রাণি'—সেই ঈশ্বরের অধীন ॥ ১০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ প্রকৃতিঃ (প্রধানং) ব্যক্তং (মহৎতত্ত্বম্) আত্মা (অহঙ্কারঃ) ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ (ভূতানি আকাশাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি আশয়া মনোবুদ্ধিশ্চিত্তং চ) (এতে) যদনুগ্রহাৎ (যস্য ভগ-বতঃ অনুগ্রহাৎ) বিনা অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদৌ ন শক্নুবন্তি (সমর্থাঃ ন ভবন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি চিত্ত এইসকল বস্তু ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষো মহৎস্রষ্টা স্বাংশোঽপি কিমুত

প্রকৃত্যাদয় ইত্যর্থঃ। ব্যক্তং মহত্তত্ত্বমাত্মা অহঙ্কারঃ। এতে যস্যানুগ্রহাদ্বিনা সর্গাদৌ ন শক্নুবন্তি। ন চ পুরুষশ্চ, স এব কথং তদনুগ্রাহ্য ইতি বাচ্যম্। পরব্রহ্মণোঽপি তদনুগ্রাহ্যত্বশ্রবণাৎ যথা "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥" ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষঃ'—যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তিনি নিজ অংশ হইয়াও শ্রীভগবানের অধীন, আর প্রকৃতি প্রভৃতির কথা অধিক কি ?—এই অর্থ। 'ব্যক্ত'—বলিতে মহত্তত্ত্ব, 'আত্মা'—অহঙ্কার। এই সকল যাঁহার অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রেরণা ব্যতীত জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সমর্থ হন না। যদি বলেন—দেখুন, যিনি পুরুষ, তিনি কিরূপে তাঁহার অধীন হইবেন ? এরূপ বলিতে পারেন না, সেই পুরুষও পরব্রহ্মের অধীন। যেমন উক্ত হইয়াছে—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ" (৮।২৪।৩৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীমৎস্যদেব বলিলেন—হে রাজন্! তৎকালে তোমার প্রশ্নানুসারে, 'পরব্রহ্ম' শব্দ-বাচ্য আমার যে মহিমা (স্বরূপ), তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিব। তুমি আমার অনুগ্রহরূপে লব্ধ সেই মহিমা প্রত্যক্ষভাবে নিজের হৃদয়ে অনুভব করিবে ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
অনীশজীবরূপেণ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
যে মন্যন্তে তান্ সমীক্ষ্য স্নেহান্নিরয়ভাগ্‌ভবেৎ ॥
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষ আত্মা বায়ুরুদাহৃতঃ।
শেষো ব্যক্তস্তথৈবেন্দ্র আশয়ঃ সমুদাহৃতঃ ॥

ইতি চঃ ॥ ১১ ॥

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ—এবম্ ঈশ্বরং (স্বতন্ত্রং সর্ব্বনিয়ন্তারম্) অবিদ্বান্ (অজানন্) অনীশং (পরাধীনতয়া অসমর্থম্) আত্মানং (জীবং) ঈশ্বরং (স্বতন্ত্রং) মন্যতে (ননু পিত্রাদয়ঃ স্রষ্টারঃ ব্যাঘ্রাদয়ঃ হন্তারঃ ? তত্রাহ, —বস্তুতঃ) স্বয়ং (ভগবান্ এব) ভূতৈঃ ভূতানি সৃজতি ; তৈঃ (এব) তানি গ্রসতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে জীব জানিতে না পারিয়া অনীশ্বর (পরাধীন) স্বকীয় আত্মাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। কর্ম্মসহযোগে পিত্রাদিই স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদিই হন্তা,—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের বিনাশ করেন, অতএব তাহাতে ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই ; —ঈশ্বরই স্বতন্ত্র ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স্বকর্ম্মদ্বারা জীব এব সৃষ্ট্যাদিহেতুরিতি মীমাংসকা মন্যন্তে তত্রাহ,—এবমবিদ্বান্। অনীশমেবাত্মানং জীবং ঈশং মন্যতে। ননু পিত্রাদয়ঃ স্রষ্টারো দৃশ্যন্তে ব্যাঘ্রাদয়স্তু হন্তারস্তত্রাহ,—ভূতৈরিতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—স্বকর্ম্মদ্বারা জীবই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের হেতু—এইরূপ মীমাংসকগণ মনে করেন। তাহাতে বলিতেছেন—'এবম্ অবিদ্বান্', স্বতন্ত্র সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে না জানিয়া, 'অনীশম্ এব আত্মানং'—পরাধীন জীবকেই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের স্বতন্ত্র কর্ত্তা মনে করে। দেখুন—এই জগতে পিত্রাদি স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদি হন্তা, এইরূপ দেখা যায়। তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতৈঃ' ইত্যাদি, ভগবান্‌ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের বিনাশ করেন, (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ই পিতা প্রভৃতির দ্বারা পুত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই ব্যাঘ্রাদির দ্বারা সেই সেই প্রাণিগণের সংহার করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই।) ॥ ১২ ॥

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্য্যয়াঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং যাঃ আশিষঃ (চ) (কাম্যমানাঃ সন্তি তাঃ অপি) তৎকালে (আয়ুরাদ্যুচিতে কালে জয়াদি-কালে চ ভগবতঃ) এব ভবন্তি হি ; অনিচ্ছোঃ (অপি) বিপর্য্যয়াঃ ; অকীর্ত্ত্যাদয়ঃ) যথা (প্রযত্নং বিনৈব ভবন্তি তথা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বিনাশকালে যেমন পুরুষের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও আয়ু শ্রী ও যশ প্রভৃতির হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ জয়কালেও পুরুষের প্রযত্ন ব্যতিরেকেই আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রভৃতির লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বয়া পরাজিতস্য মম জয়াদিশঙ্কৈব নাস্তি কিমিতি বলান্মাং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়সীতি তত্রাহ,—আয়ুরিতি। তৎকালে আয়ুরাদ্যনুকূলে কালে অতস্তবায়ং জয়কালস্ত্বং জেষ্যসীতি ভাবঃ। বিপর্য্যয়া মৃত্যুদারিদ্র্যাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আমার জয়াদির কোন সম্ভাবনা নাই, কিজন্য বলপূর্ব্বক আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'আয়ুঃ' ইত্যাদি। 'তৎকালে' —বলিতে আয়ুঃ প্রভৃতির অনুকূল কালে, অতএব তোমার এখন জয়কাল, তুমি জয়লাভ করিবে—এই ভাব। 'বিপর্য্যয়াঃ'—পুরুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃত্যু, দারিদ্র্য প্রভৃতি আসিয়া উপনীত হয় ॥ ১৩ ॥

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সর্ব্বেষামীশ্বরাধীনত্বাৎ) অকীর্ত্তিযশসোঃ জয়াপজয়য়োঃ অপি তথা মৃত্যুজীবিতয়োঃ (চ ইতি এতেষাং কার্য্যভূতাভ্যাং) সুখদুঃখাভ্যাং সমঃ স্যাৎ (হর্ষবিষাদরহিতো ভবেৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব সমস্তই ঈশ্বরাধীন বলিয়া অকীর্ত্তি ও যশঃ, জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও জীবন এবং ইহাদের কার্য্য, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই সমভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমঃ সমভাবনাবান্ স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সমঃ'— সুখ-দুঃখাদিতে সমান ভাবনাযুক্ত হইবে ॥ ১৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতেঃ গুণাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ (গুণাঃ) ন (ভবন্তি) তত্র (কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকে দেহে স্থিতম্) আত্মানং যঃ সাক্ষিণং (সাক্ষিমাত্রং) বেদ (জানাতি), সঃ (হর্ষবিষাদাদিভিঃ) ন বধ্যতে (ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে ; এই সত্ত্বাদির পরিণামভূত দেহে অবস্থিত আত্মাকে যিনি একমাত্র সাক্ষী বলিয়া জানেন, তিনি হর্ষ-বিষাদাদিতে লিপ্ত হন না। ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—জয়পরাজয়াদ্যা গুণকার্য্যা এব ; আত্মা তু গুণব্যতিরিক্ত এবেতি বিবেকেন হর্ষবিষাদৌ ন কার্য্যাবিত্যাহ,—সত্ত্বমিতি। ন বধ্যতে সংসারবন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জয়, পরাজয় প্রভৃতি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য, আত্মার নহে, আত্মা কিন্তু গুণ-ব্যতিরিক্তই—এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক হর্ষ বা বিষাদ করা উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বম্' ইত্যাদি। 'ন বধ্যতে'—আত্মাকে যিনি সাক্ষিমাত্র জানেন, তিনি সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ১৫ ॥

পশ্য মাং নির্জ্জিতং শক্র বৃক্ণায়ুধভুজং মৃধে।
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শক্র ! বৃক্ণায়ুধভুজং (বৃক্ণং ছিন্নম্ আয়ুধং ভুজশ্চ যস্য তম্ অতএব ত্বয়া) নির্জ্জিতং (তথাপি) তব প্রাণজিহীর্ষয়া (তব প্রাণান্ হর্ত্তুম্ ইচ্ছয়া) যথাশক্তি মৃধে (যুদ্ধে) ঘটমানং (চেষ্টমানং) মাং পশ্য (অতস্ত্বম্ অপি অহম্ ইব বিষাদ-রহিতঃ ভব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে শক্র ! দেখ, যুদ্ধে আমার আয়ুধ (অস্ত্র) ও ভুজ ছিন্ন হইয়াছে, তুমি আমাকে একান্ত অভিভূত করিয়াছ, তথাপি আমি তোমার প্রাণ হরণ করিবার বাসনায় সংগ্রামে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি, বিন্দুমাত্রও বিষণ্ণ হই নাই, তুমিও এইরূপ বিষাদরহিত হও ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রার্থে অহমেব তে গুরুরিত্যাহ,—পশ্যেতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে আমিই তোমার

(আদর্শস্থানীয়) গুরু, ইহা বলিতেছেন—'পশ্য' ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

———

প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইম্বক্ষো বাহনাসনঃ ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং সমরঃ (এব) প্রাণগ্লহঃ (প্রাণাঃ এব গ্লহঃ পণঃ যস্মিন্ সঃ) ইম্বক্ষঃ (ইষবঃ বাণাঃ এব অক্ষাঃ পাশকাঃ যস্মিন্ সঃ) বাহনাসনঃ (বাহনানি হস্ত্যশ্বাদীনি এব আসনানি ফলকাঃ যস্মিন্ সঃ তাদৃশো ভবতি । যথা দ্যূতে জয়পরাজয়ৌ পূর্ব্বম্ । জ্ঞাতুমশক্যৌ, তথা) অত্র (সমরে) অমুষ্য জয়ঃ অমুষ্য পরাজয়ঃ (ইতি) ন জ্ঞায়তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—(হে শক্র,) এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়াতুল্য মনে করিবে, ইহাতে প্রাণই পণ, বাণই অক্ষ (পাশক), বাহন হস্তী-অশ্ব প্রভৃতিই চাল্যমান ফলক, অক্ষক্রীড়ার ন্যায় ইহাতে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে, তাহা জানা যায় না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যুদ্ধমিদং দ্যূতক্রীড়নমেব। দোষবুদ্ধ্যাপি রাগিভিস্ত্যক্তুমশক্যমিত্যাহ,—প্রাণ এব গ্লহঃ পণো যত্র । ইষব এবাক্ষাঃ পাশকা যস্মিন্ । বাহনানি হস্ত্যশ্বাদীন্যেব আসনানি ফলকা যস্মিন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যুদ্ধ একটি দ্যূতক্রীড়াই, দোষবুদ্ধিতেও অনুরাগিগণ উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—'প্রাণগ্লহঃ' ইত্যাদি। এই যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় জীবনই পণ, বাণাদি অস্ত্রসমূহই ইহার পাশা, এবং হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনসমূহই ইতস্ততঃ চালিত ফলক-স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ ।
গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইন্দ্রঃ গতালীকং (নিষ্কপটং) বৃত্রবচঃ (বৃত্রস্য বাক্যং) শ্রুত্বা গৃহীতবজ্রঃ (সন্) (তম্) অপূজয়ৎ (বচসা সৎকৃতবান্ ; ততশ্চ ভগবদ্ভক্তস্য বৃত্রস্য ধৈর্য্যবত্বে) গতবিস্ময়ঃ প্রহসন্ (সন্) তং (বৃত্রম্) আহ (স্ম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের এইপ্রকার নিষ্কপট বাক্যশ্রবণ করিয়া বজ্র ধারণপূর্ব্বক তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃত্রকে বলিলেন ।

বিশ্বনাথ—গতবিস্ময় ইতি হন্ত হন্ত কথমসুরস্যাপ্যেতাবন্তি ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাণীতি প্রথমং বিস্মিতো হাস্যরহিত এবাসীৎ। ততঃ প্রহলাদ-বলিপ্রভৃতিস্মৃত্যা ভক্তিরস্মাদৃশেভ্যোঽপি কোটিগুণিতা খল্বসুরেম্বপি সম্ভবেদেব ইতি বিস্ময়াপায়ে তস্য প্রহর্ষহেতুকো হাসশ্চাভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতবিস্ময়ঃ'—বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া, হায় ! হায় ! কেমন করিয়া অসুরেরও এইরূপ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, ইহাতে প্রথম বিস্ময় হাস্যরহিতই ছিল । তারপর প্রহলাদ, বলি প্রভৃতির কথা স্মরণে, আমাদিগের অপেক্ষা কোটিগুণ বর্দ্ধিত ভক্তি অসুরগণেও সম্ভবপর—ইহাতে বিস্ময় অপগত হইলে, ইন্দ্রের প্রহর্ষহেতুক হাস্যেরই উদয় হইয়াছিল—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

———

অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী ।
ভক্তঃ সর্ব্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ উবাচ,—অহো দানব ! যস্য তে (তব) (অস্মিন্ সঙ্কটস্থানেঽপি) ঈদৃশী (বিবেকধৈর্য্যভক্ত্যাদি-যুক্তাত্যলৌকিকী) মতিঃ (অস্তি, অতস্ত্বং) সিদ্ধঃ (কৃতার্থঃ) অসি (সর্ব্বেষাম্) আত্মানং সুহৃদং (মিত্রং চ) জগদীশ্বরং (ভগবন্তং) সর্ব্বাত্মনা (অনন্যভাবেন মনসা) (ত্বং) ভক্তঃ (সেবিতবান্ অসি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বলিলেন,—হে দানব ! যেহেতু এই সঙ্কট-স্থানে উপস্থিত হইয়াও তোমার বিবেকধৈর্য্যাদি ও ভক্তিযুক্ত অলৌকিক মতি বর্ত্তমান আছে, অতএব তুমি কৃতার্থ হইয়াছ ; তুমি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বসুহৃৎ জগদীশ্বরকে অনন্যভাবে সেবা করিয়াছ ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—ভক্তঃ সেবিতবানসি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্তঃ'—তুমিই ভগবান্‌কে সেবা করিয়াছ ॥ ১৯ ॥

———

ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্ ।
যদ্বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ ।।২০।।

অন্বয়ঃ—ভবান্ জনমোহিনীং বৈষ্ণবীং মায়াম্ অতার্ষীৎ বৈ (জিতবান্) যৎ (যস্মাৎ) আসুরং ভাবং (ক্রৌর্য্যাদিকং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) মহাপুরুষতাং (জ্ঞানবৈরাগ্য-ভক্ত্যাদি-ভক্তলক্ষণং) গতং (প্রাপ্তঃ) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—(অহো) আপনি জন-মোহিনী বৈষ্ণবী মায়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু আসুর ভাব দূর করিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিযুক্ত মহাপুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।। ২০ ।।

খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃপ্রকৃতেস্তব ।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ ।। ২১ ।।

অন্বয়ঃ—রজঃ প্রকৃতেঃ তব সত্ত্বাত্মনি (বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানে) ভগবতি বাসুদেবে দৃঢ়া (নিশ্চলা) মতিঃ (ভক্তিঃ ইতি) যৎ (তৎ) ইদং খলু মহৎ আশ্চর্য্যম্ ।। ২১ ।।

অনুবাদ—রজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন তোমার সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেবে যে দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে, ইহা বস্তুতঃই মহৎ আশ্চর্য্যের বিষয় ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—মহদাশ্চর্য্যমিতি । পুনরপি বিস্ময়োদয়ঃ । রজঃস্বভাবস্য তব কথং দৃঢ়া ভক্তিঃ প্রহলাদাদৌ তু নারদাদি-মহদনুগ্রহেণৈব রজঃ-স্বভাবাপগমাত্তত্রোচিতৈব ভক্তিরিতি ভাবঃ । সত্ত্বাত্মনি শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তৌ ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহদাশ্চর্য্যং'—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে পুনরায় ইন্দ্রের বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে । 'রজঃ-প্রকৃতেঃ'—রাজস-স্বভাব-সম্পন্ন তোমার কি প্রকারে বাসুদেবে এইরূপ দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে ? প্রহলাদ প্রভৃতিতে নারদাদি মহতের অনুগ্রহেই রজঃস্বভাব অপগত হওয়ায়, সেখানে ভক্তি সমুচিতাই—এই ভাব । সত্ত্বাত্মনি—শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ।। ২১ ।।

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে ।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ ।।

অন্বয়ঃ—নিঃশ্রেয়সেশ্বরে (নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ তস্য ঈশ্বরে) ভগবতি হরৌ যস্য ভক্তিঃ (অস্তি) অমৃতাম্ভোধৌ (সুধাসাগরে) বিক্রীড়িতঃ (তস্য তব) ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ গর্ত্তাদি-জলোপমৈঃ) কিং (ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ অস্তি) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—পরম-মঙ্গলাধিপতি ভগবান্ হরিতে যাঁহার ভক্তি রহিয়াছে, তিনি অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্রখাতোদকতুল্য স্বর্গাদিতে তাঁহার কি প্রয়োজন ? ২২ ।।

বিশ্বনাথ—তব স্বর্গাদিভোগোপেক্ষা যুক্তৈবেত্যাহ—যস্যেতি । খাতোদকৈঃ গর্ত্তাদিজলোপমৈঃ স্বর্গাদিভিঃ কিং অস্মাকন্তু ভক্ত্যভাবাদেতৈরেব নির্ব্বৃতিরিতি ভাবঃ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার স্বর্গাদি ভোগের উপেক্ষা যুক্তিযুক্তই, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি । 'খাতোদকৈঃ'—গর্ত্তাদিতে জলতুল্য স্বর্গাদির তোমার কি প্রয়োজন ? কিন্তু ভক্তির অভাবহেতু আমাদিগের উহাতেই আনন্দ—এই ভাব ।। ২২ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ব্রুবাণাবন্যোঽন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ ।
যুযুধাতে মহাবীর্য্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাং পতী ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ ! অন্যোঽন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া (ধর্ম্মং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া) ইতি (ইত্যেবং ধর্ম্মং) ব্রুবাণৌ যুধাং পতী (যুধাং সংগ্রামাণাং পতী মুখ্যৌ) মহাবীর্য্যৌ ইন্দ্রবৃত্রৌ যুযুধাতে ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—হে নৃপ ! বৃত্র ও ইন্দ্র পরস্পর ধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছু হইয়া এইরূপ বলিতে বলিতে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহারা উভয়েই প্রকৃষ্ট যোদ্ধা এবং উভয়েই মহাবীর্য্য ছিলেন ।। ২৩।।

আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ ।
ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ঘোরং বামহস্তেন মারিষ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মারিষ, (মান্য,) অরিন্দমঃ বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সং (লোহরচিতং) ঘোরং পরিঘং বাম-

হস্তেন আবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) ইন্দ্রায় প্রাহিণোৎ (প্রক্ষিপ্তবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে মারিষ, (শ্রেষ্ঠ, রাজন্,)—অরিন্দম বৃত্র লৌহ-রচিত পরিঘ বামহস্তে ঘূর্ণন-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা, মারিষ, হে মান্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আবিধ্য'—ভ্রমণ করাইয়া (অর্থাৎ বৃত্রাসুর বামহস্তে লৌহময় একটি ভয়ঙ্কর পরিঘ অস্ত্র ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল)। 'মারিষ'—হে মহামান্য মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ২৪ ॥

———

স তু বৃত্রস্য পরিঘং করঞ্চ পরিঘোপমম্ ।
চিচ্ছেদ যুগপদ্দেবো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—স তু দেবঃ (ইন্দ্রঃ) বৃত্রস্য পরিঘং পরিঘোপমম্ (হস্তিশাবকশুণ্ডাকারং) করং চ শত-পর্ব্বণা বজ্রেণ যুগপৎ চিচ্ছেদ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রও বজ্রদ্বারা এককালে বৃত্র-নিক্ষিপ্ত পরিঘ এবং বৃত্রের বাম কর ছেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

———

দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ ।
ছিন্নপক্ষো যথা গোত্রঃ খাদ্ভ্রষ্টো বজ্রিণা হতঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ—উৎকৃত্তমূলাভ্যাম্ (উৎকৃত্তং মূলং যয়োঃ তাভ্যাং) দোর্ভ্যাং (ভুজাভ্যাং) রক্তস্রবঃ (রক্তং স্রবতীতি তথাভূতঃ) অসুরঃ (বৃত্রঃ) বজ্রিণা হতঃ (ইন্দ্রেণ হতঃ) ছিন্নপক্ষঃ খাদ্ভ্রষ্টঃ (খাৎ আকাশাৎ ভ্রষ্টঃ পতিতঃ) গোত্রঃ যথা (পর্ব্বতঃ ইব) বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই উচ্ছিন্নমূল বাহুযুগল হইতে রক্ত-স্রাব হইতে থাকিলে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাশ হইতে পতিত অবস্থায় ছিন্ন-পক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গোত্রঃ পর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোত্রঃ'—বলিতে পর্ব্বত ॥২৬

———

কৃত্বাধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যো দিব্যুত্তরাং হনুম্ ।
নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া ॥ ২৭ ॥
দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগত্রয়ম্ ।
অতিমাত্রমহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরীন্ ॥ ২৮ ॥
গিরিরাট্ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জ্জরয়ন্মহীম্
জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহাপ্রাণঃ (মহাবলঃ) মহাবীর্য্যঃ (মহা-প্রভাবঃ) সঃ দৈত্যঃ (বৃত্রঃ) অধরাং হনুং ভূমৌ কৃত্বা উত্তরাং হনুং দিবি (স্বর্গে) কৃত্বা নভোগম্ভীর-বক্ত্রেণ (আকাশবৎ গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ) লেলিহোল্বণ-জিহ্বয়া (লেলিহঃ সর্পঃ তদ্বৎ উল্বণয়া ভয়ঙ্কর্য্যা জিহ্বয়া) কালকল্পাভিঃ (মৃত্যুতুল্যাভিঃ) দংষ্ট্রাভিঃ জগত্রয়ং গ্রসন্ ইব (গ্রসমানঃ ইব) অতিমাত্রমহাকায়ঃ (অতিমাত্রঃ অত্যুচ্ছ্রিতঃ মহান্ কায়ঃ যস্য সঃ) তরসা (বেগেন) গিরীন্ (পর্ব্বতান্) আক্ষিপন্ (চালয়ন্) তাদৃশঃ সন্ পদ্ভ্যাং মহীং নির্জ্জরয়ন্ (চূর্ণয়ন্) পাদচারী গিরিরাট্ ইব (হিমালয় ইব) সহবাহনম্ (ঐরাবত-সহিতম্) বজ্রিণম্ (ইন্দ্রং) সমাসাদ্য (প্রাপ্য) মহাসর্পঃ (অজগরঃ) দ্বিপং (হস্তিনম্) ইব জগ্রাস ॥ ২৭-২৯ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রভাবসম্পন্ন অত্যন্ত বলশালী দৈত্য বৃত্র নিম্ন-হনু (গণ্ড-প্রান্তভাগ) ভূমিতে রাখিয়া অপরহনু স্বর্গপর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া, আকাশ-তুল্য সুগভীর বদন, সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর জিহ্বা ও মৃত্যুতুল্য করাল দংষ্ট্রা-সমূহ দ্বারা যেন ত্রিজগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অত্যুচ্চ মহাকায় সেই অসুর বেগে পর্ব্বত-সমূহকে বিচালিত করিতে করিতে এবং পদদ্বয় দ্বারা পৃথিবীকে বিচূর্ণ করিতে করিতে পাদ-চারী গিরিরাজের ন্যায় ইন্দ্র-সমীপে আগত হইয়া মহাকায় মহাবলশালী অজগর সর্প যেমন হস্তীকে গ্রাস করে, সেই প্রকার বাহন সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস করিল ॥ ২৭-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—নভোবদ্গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ লেলিহঃ সর্প-স্তদ্বদুল্বণয়া জিহ্বয়া নির্জ্জরয়ন্ জীর্ণীকুর্ব্বন্ তরসা জগ্রাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নভোগম্ভীর-বক্ত্রেণ'—বিশাল-দেহ বৃত্রাসুর আকাশের ন্যায় গভীর মুখমণ্ডল, সর্পের ন্যায় উগ্রজিহ্বা এবং পদযুগল দ্বারা যেন বেগভরে

ভূমণ্ডল চূর্ণ করিতে করিতে পদচারী পর্ব্বতের ন্যায় নিকটে আসিয়া ঐরাবতসহ ইন্দ্রকে, 'জগ্রাস'—গ্রাস করিয়াছিল—এই অন্বয় ॥ ২৭-২৯ ॥

মহাপ্রাণো মহাবীর্য্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্ ।
বৃত্রগ্রস্তং তমালোক্য সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ ।
হা কষ্টমিতি নির্ব্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—বৃত্রগ্রস্তং (বৃত্রেণ গ্রস্তং) তম্ (ইন্দ্রম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) সপ্রজাপতয়ঃ সমহর্ষয়ঃ (মহর্ষিভিঃ সহিতাঃ চ) সুরাঃ (দেবাঃ) নির্ব্বিণ্ণাঃ (দুঃখিতাঃ সন্তঃ) হা কষ্টম্ ইতি চুক্রুশুঃ (ব্যলপন্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রকে অসুর কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া প্রজাপতি ও মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ দুঃখিতান্তঃ-করণে 'হা কষ্ট' 'হা কষ্ট' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ ।
মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—মহাপুরুষসন্নদ্ধঃ (মহাপুরুষেণ শ্রীনারায়ণ-কবচরূপেণ সন্নদ্ধঃ সম্বন্ধ আবৃত ইত্যর্থঃ) যোগমায়াবলেন চ (যোগবলেন স্বমায়াবলেন চ) ইন্দ্রঃ অসুরেন্দ্রেণ নিগীর্ণঃ (অতঃ) উদরং গতঃ অপি ন মমার ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—নারায়ণাভিন্ন নারায়ণকবচদ্বারা আবৃত থাকায় এবং যোগমায়া-বলে ইন্দ্র অসুরের উদরে গিয়াও মৃত হয় নাই ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাপুরুষেণ শ্রীনারায়ণকবচেন সং-নদ্ধো দংশিতঃ যোগবলেন স্বমায়াবলেন চ তত্র যোগোঽষ্টাঙ্গঃ । মায়া অন্তর্দ্ধায়-পবনাদিরূপেণ স্থিতিঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাপুরুষ-সন্নদ্ধঃ'—শ্রী-নারায়ণ কবচের দ্বারা সন্নদ্ধ থাকায় এবং 'যোগ-মায়াবলেন চ'—যোগবল ও নিজ মায়াবলের প্রভাবে (ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদরস্থ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই) । 'যোগ'—অষ্টাঙ্গ যোগ, 'মায়া'—গুপ্তভাবে বায়ু প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি ॥ ৩১ ॥

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ ।
উচ্চকর্ত্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—বলভিৎ বিভুঃ (ভগবদনুগ্রহেণ সমর্থঃ) বজ্রেণ তস্য কুক্ষিং ভিত্ত্বা (বহিঃ) নিষ্ক্রম্য ওজসা (বলেন) শত্রোঃ (বৃত্রস্য) শিরঃ গিরিশৃঙ্গম্ ইব বজ্রেণ উচ্চকর্ত্তা (চিচ্ছেদ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রভাবশালী ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা তাহার কুক্ষি ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেগে গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—উচ্চকর্ত্ত চিচ্ছেদ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উচ্চকর্ত্ত'—ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—আশুবেগঃ (অতিবেগবান্ অপি) বজ্রঃ তু তৎকন্ধরং (তস্য বৃত্রস্য কন্ধরং কন্ধরাং গ্রীবাং) কৃন্তন্ (ছিন্দন্) (তস্য) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিক্ষু) পরি-বর্ত্তমানঃ (অপি) জ্যোতিষাং (সূর্য্যাদীনাম্) অয়নে (দক্ষিণোত্তর-গতিরূপে সংবৎসরে) অহর্গণেন (যঃ অহর্গণঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়াত্মকঃ তাবতাহর্গণেনৈব) বার্ত্রহত্যে (বৃত্রহত্যাযোগ্যে কালে) তাবৎ (শিরঃ) ন্যপাতয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বজ্র অতিশয় বেগবান্ হইলেও বৃত্রা-সুরের গ্রীবার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া ছেদন করিতে করিতে উহার এক বৎসর সময় অতীত হইয়াছিল । অর্থাৎ সূর্য্যাদির দক্ষিণ উত্তর অয়নে তিন শত ষাট দিন অতীত হইলে বৃত্রহত্যার যোগ্যকাল উপস্থিত হয় । তৎকালে বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ভূমিতে নিপতিত হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—আশুবেগোঽপি সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ কন্ধরায়াঃ সর্ব্বতো দিক্ষু ভ্রমন্নেব কৃন্তন্ নত্বেকতো দিশঃ । কন্ধরায়া মহাসারত্বাদিতি ভাবঃ । তাবতা অহর্গণেন কর্ত্তিত্বা ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ যোঽহর্গণঃ জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং সম্বন্ধিনী অয়নে দ্বে দক্ষি-

ণোত্তরে অভিব্যাপ্য ভবেদিত্যর্থঃ। অয়নে কীদৃশে বার্ত্রহত্যে বৃত্রহত্যাযোগ্যে, দণ্ডাদি য প্রত্যয়ান্তাৎ স্বার্থিকে নানা তত্র ভাবার্থে নানা বা রূপম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশু:বগঃ'—ইন্দ্রের বজ্র দ্রুতবেগযুক্ত হইলেও, 'সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ'—বৃত্রাসুরের গ্রীবাদেশের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া উহা ছেদন করিতে, কিন্তু এক দিক হইতে নহে, যেহেতু বৃত্রাসুরের কন্ধর মহাসারযুক্ত ছিল। ততদিন সময়ে উহা কর্ত্তন করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করা হইয়াছিল, যতদিনে সূর্য্যাদির দুইটি অয়ন হয়, (সূর্য্য প্রভৃতির উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে যত দিন হয়, ততদিনে অর্থাৎ তিনশত ষাট্ দিনে কর্ত্তিত হইয়া উহার মস্তক ভূমিতে নিপতিত হইয়াছিল)। কিপ্রকার অয়নদ্বয়ে? তাহাতে বলিতেছেন—'বার্ত্রহত্যে', বৃত্রহত্যার যোগ্যকালে, এখানে স্বার্থে তদ্ধিত য প্রত্যয় হইয়াছে॥৩৩॥

মধ্ব—

সন্ধিতঃ সময়েনেন্দ্রো বৃত্রেণাথো করগ্রহঃ।
সমুদ্রতীরে বিচরন্ ফেনেন বধমস্য তু ॥
নর্ম্মণা জহি ফেনেন বাচয়িত্বা সুরেশ্বরঃ।
পাদস্পর্শবিবাদং চ কৃত্বা যুদ্ধায় দংশিতঃ ॥
ফেনে বজ্রং সমাবেশ্য বিষ্ণুযুক্তং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
অপানুদচ্ছিরস্তস্য ধ্যায়তো বৎসরেণ সঃ ॥
ইতি আগ্নেয়ে ॥ ৩৩ ॥

তদা চ খে দুন্দুভয়ো বিনেদু-
র্গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসংঘাঃ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈস্তমভিষ্টুবানা
মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা চ খে (স্বর্গে) দুন্দুভয়ঃ বিনেদুঃ সমহর্ষি-সংঘাঃ গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ (চ) বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈঃ (বৃত্রহন্তবীর্য্য-প্রকাশকৈঃ) মন্ত্রৈঃ তম্ (ইন্দ্রম্) অভিষ্টুবানাঃ (অভিষ্টুবন্তঃ) মুদা (হর্ষেণ) কুসুমৈঃ অভ্যবর্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুর নিহত হইলে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বৃত্রহন্তার বীর্য্যপ্রকাশক মন্ত্রে ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে করিতে হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈর্বার্ত্রহত্যাযশসে পৃতনাসাহ্যায় চেত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈস্তমিন্দ্রমভিষ্টুবানাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বার্ত্রঘ্ন-লিঙ্গৈঃ'—বৃত্র-সংহারকারী ইন্দ্রের বীর্য্যপ্রকাশক 'পৃতনাসাহ্যায়' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্তুতি করিতে করিতে (মহর্ষিগণের সহিত গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ হর্ষভরে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন।) ॥ ৩৪ ॥

বৃত্রস্য দেহান্নিষ্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামলোকং সমপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, বৃত্রস্য দেহাৎ নিষ্ক্রান্তম্ আত্মজ্যোতিঃ (জীবাখ্যং তেজঃ) সর্ব্বদেবানাং পশ্যতাং (সতাম্ সমক্ষম্ এব) অলোকং (লোকাতীতং ভগবন্তং) সমপদ্যত (সম্যক্ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জং যথা তথা প্রাপ) ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে বৃত্রের দেহ হইতে জীবরূপ আত্মজ্যোতিঃ নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ পার্ষদদেহ প্রকাশিত হইয়া সর্ব্ব-দেবগণের সম্মুখে লোকাতীত ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অত্র যদৈব বৃত্রঃ সবাহনমিন্দ্রং জগ্রাস তদৈব মম হন্তা অন্যঃ কোঽপি নাস্তীতি নিশ্চিত্য যোগবলেনৈব দেহং ত্যক্ত্বা কথং ন শীঘ্রং ভগবৎপার্শ্বং যামীতি বিভাব্য সমাধিং চকার তদৈবেন্দ্রোঽচেতনস্য বৃত্রদেহস্য কুক্ষিং বিদার্য্য নিঃসৃত্য শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত ইতি গিরিশৃঙ্গমিব চকর্ত্তেতি দৃষ্টান্তাৎ জ্ঞেয়ম্। আত্মজ্যোতিঃ পার্ষদদেহাত্মকঃ প্রকাশঃ বৃত্রদেহাৎ পৃথগ্ভূতঃ। অলোকং লোকাতীতং শ্রীসঙ্কর্ষণবৈকুণ্ঠম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-
ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে যৎকালে বৃত্রাসুর বাহনের সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া, 'আমার হন্তা অপর কেহ নাই, এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শীঘ্র ভগবৎপার্শ্বে গমন করিব'—এই বিবেচনা করিয়া সমাধি অবলম্বন করিয়াছিল, তৎকালেই ইন্দ্র অচেতন বৃত্রদেহের কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 'গিরিশৃঙ্গমিব চকর্ত্ত' (৩২শ্লোক), গিরিশৃঙ্গের ন্যায় কর্ত্তন করিলেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝিতে হইবে। 'আত্মজ্যোতিঃ'—বলিতে পার্ষদদেহাত্মক প্রকাশ বৃত্রের দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া, 'অলোকং'—লোকাতীত ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী-টীকার ষষ্ঠস্কন্ধে সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১২ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীভাগবৎ-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে
গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।**

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

**বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ ।
সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥**

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৃত্রাসুর-ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন ও ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

দেবতাগণ ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর বধ করিতে আদেশ করিলে ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্র প্রথমে অস্বীকার করেন; ইন্দ্র বৃত্রবধে অসম্মত হইলে দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন যে, বৃত্রাসুর-ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত ভয়ের কোন কারণ নাই, কেন না যে নারায়ণের নামাভাসমাত্রে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সেই নারায়ণকে অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিলে তুচ্ছ বৃত্রবধ কেন, সমগ্র জগৎ বিনাশ করিলেও তজ্জনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারা যায়।

দেবতাদিগের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রবধে প্রবৃত্ত হইলেন; ইন্দ্রযুদ্ধে বৃত্র নিহত হইলে দেবতাগণের সহিত সমগ্রজগৎ সুখী হইলেও ইন্দ্র তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই, কেন না, কোনরূপ নিন্দনীয় কাজ করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও লজ্জাশীল ব্যক্তি তাহাতে সুখী হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল; তিনি মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মহত্যারূপপাপিনীকে পশ্চাতে দেখিয়া ভয়ে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন, তদনন্তর মানসসরোবরে লক্ষ্মীদ্বারা সংরক্ষিত হইয়া তথায় সহস্র বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই সময়মধ্যে নহুষ স্বর্গে ইন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে করিতে ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর প্রতি ভোগবুদ্ধিজনিত অপরাধে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা